মাঘোৎসব

উপলক্ষে

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ ও প্রার্থনা।



[প্রথম ভাগ]

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

১৮৫৩ শক।

মূল্য ॥০ আনা।

"নববিধান প্রেস"
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
বি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

আচার্য্যদেব মাঘোৎসবের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মাস কাল কিরূপ জলন্ত উৎসাহের সহিত উন্মত্ততা সহকারে কার্য্য করিতেন, এই গ্রন্থপাঠে পাঠকগণ তাহার আভাস পাইবেন। ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক একটি নূতন নূতন ব্যাপার লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। যে দিন যে বিশেষ ভাবের উদয় হইত, সেই দিন সেই সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন এবং উপদেশ দিতেন। মহোৎসবের পূর্ব্বে সকলের মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি প্রারম্ভিক ছোট ছোট উৎসব করিতেন। এই গ্রন্থের প্রথম হইতে পাঠ করিলেই সেই সকল বিষয়ের মর্ম্ম সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, সকল ব্রাহ্মই যেন আচার্য্যদেবের ন্যায় বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার প্রদত্ত এই সকল উপদেশ ও প্রার্থনা সকলের প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিবে।

তৃতীয় সংস্করণ।

এই সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মাঘোৎসব উপলক্ষে যে যে প্রার্থনা যে যে স্থানে যে যে উপলক্ষে করিয়াছিলেন এবং যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তৎসমস্তই এই সংস্করণে সংগৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কয়েকটী প্রার্থনাও মাঘোৎসবের ভিন্ন ভিন্ন দিনের উপযোগী বলিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইল। পূর্ব্বসংস্করণের চারিটী উপদেশ এবার বাদ দেওয়া হইয়াছে। মাঘোৎসবে প্রদত্ত সমস্ত উপদেশগুলি দ্বিতীয়খণ্ডরূপে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। বইয়ের আকার এবার অনেক বাড়িয়া গেল। উৎসবার্থীদিগের প্রস্তুতি ও উৎসব সম্ভোগে বিশেষ সহায়তা করিলে পরিশ্রম সার্থক হইবে।

সূচীপত্র।

প্রস্তুতি।

উৎসব।

আদ্যোৎসব।

মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, শনিবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০২ শক;
১লা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

ভগবান্ বলিলেন, "ভক্তকে বিচার করিব আমি, ভক্তি করিবে তুমি। তুমি যদি সাধুর বিচার কর, অনধিকারচর্চ্চা দোষে দণ্ডনীয় হইবে। বিচারের ভার বিচারপতির হস্তে। বিশেষতঃ সাধুদিগের নিকটে প্রণত থাকিবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্মরণ রাখিবে, ভক্তের কীর্ত্তি পোষণ করিবে, সাধুর নাম করিবে।" ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগের সম্পর্কে এই কঠিন নিয়ম। বিধানাশ্রিত জীব শাসনশৃঙ্খলে আপনার বুদ্ধিকে বাঁধিলেন। বিধানদ্বীপে আমরা বাস করি, আমাদিগের সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র। সকলেই প্রায় সাধুদিগকে বিচার করে। এক ধর্ম্মের লোক অপর ধর্ম্মের সাধুকে বিচার করে, নিন্দা করে, কটু কথা বলে, বিষ খাওয়াইয়া কি ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া প্রাণদণ্ড করে। ভক্ত পরীক্ষা করিবার ভার কেবল নববিধানের লোকের উপরে নাই। ঈশ্বরের প্রাচীন আজ্ঞা, সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকা। দেখিতেছি মতভেদ। সকল সাধুর সঙ্গে ঐক্য হয় না। কেহ এক ঈশ্বর মানেন, কেহ বহু ঈশ্বর মানেন। দেখিলাম শত সহস্র বিষয়ের অনৈক্য। তাঁহারা

পৃথিবীতে নানা মত প্রবর্ত্তিত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মতের অনৈক্য থাকিলেও শ্রদ্ধা করিতে হইবে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ধর্ম্মে সুপণ্ডিত বিচারপতির আসনে বসিয়া ঈশা, মুসা, গৌরাঙ্গ, নানক প্রভৃতিকে যৎপরোনাস্তি কঠোর পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে দণ্ডনীয় করে। করে করুক, মারে মারুক, আমাদের সম্বন্ধে সাধুবিচারের অধিকার নাই। আর যে কেহ থাকে থাকুক, বিচার করিতে আমি নাই। আমি সামান্য লোককেও কখন বিচার করি নাই। দুষ্ট রসনা, তুমি এত দম্ভে স্ফীত? তুমি সাধুদিগকে বিচার কর? সাবধান, রসনা, গুরুনিন্দা, মহাজন-বিচার হইতে আপনাকে রক্ষা কর। পৃথিবী যাঁহাদিগের দ্বারা উপকৃত, তাঁহাদিগের উপকার স্মরণ করিবে। আমাদিগের হস্ত পদ জিহ্বা বদ্ধ। আমাদিগের দৃষ্টি ভক্তচরণে, উপকারী বন্ধুর হস্তের প্রতি। যদি কেহ বলে, অমুক সাধু কি এই দোষে দোষী ছিলেন না? আমরা বলিব, ভগবানের নিকট বিচারনিষ্পত্তির ভার, মলিন জীব আমরা কেন সাধুনিন্দা করিব? যদিও সাধুর ত্রুটি থাকে—কোন্ সাধুর ত্রুটি নাই?—আমরা সরলা ভক্তিকে কেন মলিন করিব? তাঁহাদিগের গুণ লইতে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন। ঈশ্বর বলিয়াছেন, "প্রেরিতে প্রেরিতে অনৈক্য থাকিবে, দণ্ড দিতে হয় আমি দিব; পৃথিবী, তুমি কৃতজ্ঞ হইয়া উপকার লইবে, তাহাদিগের হস্ত হইতে ঈশ্বরের ধন গ্রহণ করিবে।" বুদ্ধিমানেরা বিচার করিতে চায়, বিচার করুক; যেখানে যেখানে দোষ আছে, প্রদর্শন করুক। আমরা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞায় বেদকে, বাইবেলকে, কোরাণকে, ঈশা, মুসা, নানক, বুদ্ধ এবং রামমোহনকেও নমস্কার করিব। শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন, কৃতজ্ঞতাভাজন। রামমোহনকে কি

আজ আমরা ফিরাইয়া দিব? সাধুভক্তি যদি আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা কি রামমোহনকে বিদায় করিয়া দিতে পারি? কোথায় আরব, কোথায় পালেষ্টাইন? ঈশা মহম্মদকে ভক্তি করিব, সাধুসেবা করিব, ঘরের লোককে কি আদর কৃতজ্ঞতা দিব না? কোথায় থাকিত এই ব্রাহ্মসমাজ, যদি ব্রহ্মসন্তান রামমোহন না আসিতেন? তিনি বড় লোক কি রাজা ছিলেন, তাহার আমরা বিচার করিব না। তিনি কিরূপ কার্য্যকুশল ছিলেন, কি প্রকারে তিনি আপনাকে সুবিখ্যাত করিয়াছেন, কিরূপে তিনি এ দেশের ও পাশ্চাত্য দেশের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমরা বিচার করিব না। রাজ্যতত্ত্বজ্ঞেরা তাহা ভাবুক। আমরা তাঁহার নিকট একটী বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইয়াছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। ভয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি এক খণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। জরবিকারে কণ্টক-বনে লোকে মরিতেছিল, এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্ম-আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটি লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান্ তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ, তিনি পরলোকে আছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম তাঁহার ঈশ্বর। তাঁহার ও আমাদিগের ঈশ্বরের নিকট তাঁহার জন্য শুভ-ইচ্ছা উত্থিত হউক। তাঁহার জন্য ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার শুবস্তুতিতে, বিদ্যাবুদ্ধিতে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, এইজন্য তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম্মপিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে ধর্ম্মধন দিয়া গেলেন।

যখন ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া প্রজা হইয়া শস্য সংগ্রহ করিতেছি, তখন যাঁহার নিকট এই তালুক লাভ করিলাম, যিনি ৫০ বৎসর আগে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া, সহস্র লোকের তীব্র নির্য্যাতনে ব্যথিত হইয়া, "জয় জগদীশ, জয় জগদীশ!" বলিয়া কেবল ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তিনি জয়ী হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, "প্রিয় সন্তান, ঘরে এস।" তিনি ভবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতা পরে আসিলেন। তিনি জীবিত আছেন। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতির ভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রাম-মোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ যিনি পরে আসিলেন, তিনি করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে আলোচনা দ্বারা অমৃতময় সত্য উদ্ভাবন করিলেন। হিন্দু আচার ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত হইল। সেই দলের ভিতর দিয়া যাহা কিছু হিন্দুসমাজে ভাল, তাহা আসিল। ইনি বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ঋষি আত্মা। এই পবিত্র ঋষি আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আইসেন, তখন ঈশ্বর ইঁহাকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইঁহার সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার

ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ। যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মপিতামহের সকল মতের ঐক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ কর। যদি হৃদয়বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতা না দিবে, তবে তোমরা নববিধানের উপযুক্ত নহ। তোমাদিগের শত্রু নাই, ব্রহ্ম তোমাদিগকে কঠোর শাসনে বদ্ধ করিয়াছেন। অন্যের মত তোমরা সাধুবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। যাঁহাদিগের সঙ্গে বিরোধ, যদি তাঁহাদিগের নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়া থাক, করযোড়ে কৃতজ্ঞ হও। আমাদিগের উপকারী বন্ধুর কাল দিক্ যে দেখিতে নাই, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য। আমরা ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মপিতামহকে কৃতজ্ঞতা দিব। পিতা পিতামহ সম্পর্কে আমরা সকলে ভ্রাতা। আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রণয় স্থাপন করিব, পরস্পরের প্রতি প্রণয়ে আবদ্ধ হইব। আমরা এই সম্বন্ধে ঐক্য বন্ধন স্থাপন করিব। রাজা রামমোহন রায় প্রদত্ত ধন কি কম? কম ধনী কি দেবেন্দ্রনাথ? কত খাইবে খাও, মনের সাধ পূর্ণ কর, ভাবনা নাই, ভয় নাই। এত বড় সংসার, এমন ধনিদ্বয়, সে সংসারে আবার দুঃখ দারিদ্র্য! একজন মৃত, একজন জীবিত অবস্থায় বলিতেছেন, "লও প্রাচীন শাস্ত্র। আর্য্যোচিত কার্য্য তোমরা সর্ব্বদা কর, আমরা তোমাদিগের সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নিয়োজিত।" আমাদিগের নিকট হইতে যদি ইঁহারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেন, আমরা কৃতার্থ হইব। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগের দুইজনের চরণে মস্তক নত করিব। নববিধান আমাদিগকে সমুদায় উপকারী বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিতেছেন। নববিধানের আজ্ঞাতে সাধু-নিন্দা হইতে বিরত থাকিব। আর্য্যপুত্র এই দুই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম

উপাসককে কৃতজ্ঞতা ফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া রাখিয়া দিব ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন।

নববিধান

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ১৯শে পৌষ, ১৮০২ শক; ২রা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

দুইজন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু যথাসময়ে বঙ্গদেশের অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুইজনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যতদূর উন্নত হইতে পারে, উন্নত হইয়াছে। এই দুইজন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগ-বলে হিন্দুসমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া, অবশেষে এত দূর উচ্চস্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত সেই হিন্দুসমাজ তখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দৃষ্টিপথে পড়িল। চীনদেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে, সমুদয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল। সমুদায় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপন আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম এতদিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র, তেমনি বাইবেল, কোরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমুদায় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদায় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইল। নববিধান ইহকাল পরকাল এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত আলিঙ্গন করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের সমুদায় অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিম্বা কোন বিশেষ কালে ইহা বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে, তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাই নববিধান। ইহা একটি বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান, সুতরাং অপরাপর সমুদায় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমুদায় ইহার রাজ্যান্তর্গত।

কোথায় ইহুদীবিধান, কোথায় বৌদ্ধবিধান, কোথায় গৌরাঙ্গবিধান, কোথায় মুসলমানবিধান, কোথায় শিখবিধান, সমুদায়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদায় ধর্ম্ম-বিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইঁহার নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। যাঁহার যে অভাব, তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। ইঁহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্ম-বিজ্ঞান সকল প্রকার বিজ্ঞান নব-বিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকীরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নব-বিধান সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, অসভ্য সুসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে, সমুদায় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। ইঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদায় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। নববিধান সমুদায় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদায় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন। সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত

হইয়া ইহাকে একদিন প্রণাম করিবে। নববিধান, আগে যদি আসিতে, সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান্ তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়!

মাতৃভূমি

কমলকুটীর, সোমবার, ২০শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৩রা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে গতিনাথ, তোমার নববিধানকে নমস্কার করিলাম। এখন আমরা মাতৃভূমির চরণে নমস্কার করিব, এই অভিপ্রায়ে তব পাদপদ্ম-সমীপে আসিয়াছি। স্বধাম, প্রিয়ধাম, মাতৃভূমি, গৃহভূমি সহজে, মাতঃ, হৃদয়ের অতি প্রিয়ধন।

ভারতের কত গৌরব, ভারতের গলায় কেমন চমৎকার সুন্দর স্বর্গীয় মালা। ভারতের মুখচন্দ্র প্রাণকে সহজে আকর্ষণ করে। ইহার সঙ্গে যখন বিধানকে সংযোগ করা হয়, তখন মধু হইতে আরও মধুর, সুধা হইতে আরও সুমিষ্ট হয়। একে ভারত, তাহাতে আবার ভারতের বিধান, দুয়ের সংযোগে অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত! ইহাতে লোকের মন মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। হে পরমেশ্বর, আমাদিগের ভারতকে অতিশয় ভাল দেখায়। আমাদের

হিমালয়, আমাদের সিন্ধু, আমাদিগের মা গঙ্গা, জননী গোদাবরী, কাবেরী, নর্ম্মদা এমন নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত আর কোথায় আছে? যে দেশের পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদীর নিকটে সকল দেশের পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী হারিল, সে দেশকে কোন প্রকারে ভুলিতে পারি না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অত্যুচ্চ হিমালয়ের সমান কোথাও কিছু হইতে পারিল না। তিন দিকে সমুদ্র, এক দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দুস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিন দিকে সমুদ্র আমাদিগের মাতৃভূমির সঙ্গে নিয়ত খেলা করিতেছে। আমাদিগের দেশ বড়, আমাদিগের দেশে অনেক লোক, আমাদিগের দেশ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড নয়। এ দেশকে কে ছোট বলিবে? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অনেক দূর। এখানে যত বিচিত্র আচার ব্যবহার, এত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের দেশে চীনের ব্যবহার, ইংরাজের দেশে ইংরাজের ব্যবহার। মা, তোমার হিন্দুস্থানে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম্ম ও কত আচার ব্যবহার, কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা। জগদীশ, অন্য দেশে হয় শীত, না হয় গ্রীষ্ম। এখানে পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা, নীচে গরম; একদিকে সমুদ্রের বাতাস, আর একদিকে মরুভূমির প্রচণ্ড বায়ু। হে জগদীশ, করিলে কি? কত রকম মুখ, কত রকম ভাষা, কত রকম দেশাচার, তার যে সংখ্যা করা যায় না?

মা, এ দেশের প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্র অনেক। আমরা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রণাম করি। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা ধন্য! তোমরা ভারতের চূড়ামণি, ভারতের শিরোভূষণ, তোমরা আর্য্যকুলের শ্রেষ্ঠধন, তোমরা প্রাচীনকালের গৌরব। প্রেমময়, সেকালে উচ্চ সাধন ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর

ধর্ম্ম ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, গৃহধর্ম্ম পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে এ দেশে সকলই ছিল, বর্ত্তমানে কেবল রোদন; পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন সমুদায় বিষয় আসিয়াছে, যাহাতে আমাদিগের দেশে দুঃখের বৃদ্ধি হইল। হে করুণাসিন্ধু, যত সাহিত্য, যত বিদ্যা, যত মহাজন, সমুদায় আমাদিগের দেশের গৌরব। বর্ত্তমান সভ্যতার যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা এ সকলের কত আদর করেন। কত ধনে ধনী আমাদিগের মাতৃভূমি! এই দেশ হইতে কত জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য অপর শত শত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে; এ দেশে কত বড় বড় যোগী মহাপুরুষ ধর্ম্মের বিক্রম দেখাইয়াছেন। যদি আমরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারি, তবে আমরা কেমন গৌরবান্বিত হই। এই হিন্দুস্থানে কত বড় বড় সাধু উদিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কোথাও তুলনা নাই। আর্য্যমহাপুরুষগণের শরীরের শোণিত কত মহিমান্বিত।

পরমেশ্বর, আমরা ছোট জাতি নই, আমাদিগের দেশ কিছু ছোট নয়। আমাদিগের জাতি ভাবিলে, দেশ ভাবিলে শরীর মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। এমন দেশে, এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেমন করিয়া দুঃখ করিব, কি করিয়া কান্দিব, জানি না। দেশের কথা মনে করিলে, জাতির কথা স্মরণ করিলে, ক্রন্দনের অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে না পড়িতে শুকাইয়া যায়। ভারতের ইতিহাস বড় বড় বীরশ্রেণীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। "ওরে ক্ষুদ্র নীচাশয়, উঠ, উঠিয়া পূর্ব্বপুরুষের গৌরব দেখিয়া গৌরব বৃদ্ধি কর। আর কতকাল কাল-নিদ্রায় থাকিবি। রে ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হিন্দুস্থানবাসি, দাঁড়া।" এই শব্দ চারি হাজার বৎসরের ওদিক্ হইতে আসিতেছে। এই শব্দে আমাদিগের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। আমরা

কার সন্তান? আমরা সেই প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণের সন্তান। আমরা আর নিদ্রায় থাকিব না, দাঁড়াইয়া উঠিব, উঠিয়া যোগ-পর্ব্বতে আরোহণ করিব। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণকে নমস্কার করি। পিতৃপিতামহদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ করি। আমাদিগের মুনি ঋষিগণ অমূল্য ধন।

হে ঈশ্বর, ভারতের দুঃখ অবসান হইয়া, ইহার কি পুনরায় ভাগ্যোদয় হইবে না? ভারত অসার মৃতদেহ নহে, ভারতের কত কীর্ত্তি এখনও রহিয়া গিয়াছে। কত কত সভ্য অধ্যাপকগণ ইহার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। যে ভারতের গৌরব বুঝিতে আরও আঠার শত বৎসর যাইবে, সেই ভারতের সন্তান আমরা। যে ভারতে শ্রীচৈতন্য, যে ভারতে শাক্যমুনি, যে ভারতে আর্য্য মহর্ষিগণ, সেই ভারতে আমাদের জন্ম। কত মহাপুরুষ আমাদিগের চারিদিকে বসিয়া আছেন। দেখ, বন্ধু শ্রীচৈতন্য জীবের গতি করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, মহর্ষিগণ কত স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। আজ হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে আর্য্য মহর্ষিগণের বাণী আমাদিগের নিকটে আসিতেছে, শুনিতে দাও। বেদবেদান্তের গম্ভীর ধ্বনি আমাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক। শুনাও, হে আর্য্য মহর্ষিগণ, গম্ভীর বাণী শুনাও। এবার বড় হইব, দেশের খুব আদর করিব। দেশের মাটী বক্ষে স্কন্ধে মাখিব। এই সোণার মাটী ভূষণ করিয়া গলায় হাতে পরিব। এই দেশের মাটী সোণা। আমাদের ভারতের রাস্তার ধূলী সামান্য ধন নহে। ইহার ধূলা সমুদায় স্বর্ণরেণু। আমরা আমাদিগের মাতৃভূমিকে, পিতা পিতামহের ভূমিকে স্পর্শ করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব। ঋষি, যোগী, বুদ্ধ সমুদায় মহাত্মাদিগকে আমাদিগের বক্ষে ধারণ করিয়া, সংসারকে গভীর, নির্ম্মল ও শান্তির আলয় করিব।

আর্য্যপূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব বুঝিয়া প্রাচীন মহত্ত্বের মুকুট পরিধান করিব।

হে করুণাময়, তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি, আমাদিগের সমুদায় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার ভিতরে আকর্ষণ কর, যেন আমরা ইঁহাকে যথোচিত সেবা করিতে পারি, ইঁহার প্রতি আমাদিগের যে বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা সাধন করিতে পারি, আমরা ইঁহার নিকটে যে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। যে ধর্ম্মধনে ইনি আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন, ইঁহাকে আমরা সেই ধনে ধনী করিব, সেই ধনে সুখী করিব। তুমি, মা, আমাদিগের মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছ; ইহাতে ভারতের কত গৌরব, কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল না, পৃথিবী ইঁহাকে চিনিতে পারিল না।

হে ভারত, হে জননি, হে মাতৃভূমি, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। তুমি যে ঋণে ঋণী করিয়াছ, বল, কি প্রকারে তাহার পরিশোধ করিব। তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি, এই আমাদিগের কামনা।

হে মার মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর। হে কল্যাণময়, তোমার শরণাগত সন্তানগণ উপযুক্ত হইয়া তাহাদিগের এই মাতৃভূমির কল্যাণবর্দ্ধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৃহ।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২১শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৩রা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে করুণাসিন্ধু, কেন তুমি আমাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে? কেন তুমি বিবাহ দিলে? কেন সন্তানাদি আসিল? মা, তোমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি। মা, কেন ঘর বাড়ী পাইলাম? মা, ঘরখানি নাও দেখি; রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান নাই। স্ত্রী পুত্রকে উড়াইয়া দেও; কেহ কোথাও নাই। পরিবারবিহীন, গৃহবিহীন। রোগ শোক বার্দ্ধক্যে কাহার মুখের পানে তাকাই? মা লক্ষ্মী, তোমার সংসার দেখাইবে বলিয়া তুমি সংসার গঠন করিয়াছ। আকাশে সূর্য্য চন্দ্রকে যেমন নিয়মে বাঁধিলে, তেমনি পৃথিবীতে মনুষ্যকে বাঁধিলে। এ কি কম ব্যাপার? এখানে পিতা মাতার মনে স্নেহ, ভাই ভগ্নীদের মনে বিশুদ্ধ প্রেম। মা লক্ষ্মী, তোমার হাতের সংসারের ছবিখানি অত্যন্ত সুখের। এ সংসার পৃথিবীর বক্ষে কোন মতেই চিত্রিত হইতে পারে না। স্ত্রী পুত্রের বিশুদ্ধ প্রণয়, মা বাপের অকৃত্রিম স্নেহ, ক্ষুদ্র শিশুদের সরল অনুরাগ, অচলা ভক্তি! দড়ী নাই, অথচ সকলে বাঁধা আছে। ঘরের মধুরতা কে সৃজন করিল? এক অদ্ভুত কারীকর এই সংসার গঠন করিল। এই পৃথিবীর শূন্য বাতাস লইয়া একটা আশ্চর্য্য বৈকুণ্ঠ সৃজন করিল। কতকগুলো ভাঙ্গা সুর একত্র করিয়া তাহার ভিতর হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাখীর গলা বাহির করিল। কোন এক আশ্চর্য্য দৈববল এই নরকের ভিতরে দেবঘর রচনা করিল। সংসারের ছবি মানুষ আঁকিতে পারে না। কে আঁকিল ইঁহাদিগকে, কে আঁকিল সমুদায়

বস্তুকে? ক্ষুদ্র শিশু নাচছে, কাঁদছে—ভালবাসার প্রতিমা। যেন পুতুল সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, যেন দেবকন্যা দেবপুত্র, যেন আকাশের শশধর। হায় রে বিধাতা, এত তোমার মনে ছিল! কোথায় সংসার জঙ্গলে কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসী হইব, সুধামাখা বাড়ী কেন? অমৃতমাখা সংসার কেন? নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য, আক্কেল দিবার জন্য। বিবাহ দিলে, বাড়ী দিলে, খেলার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলে, বুড়কে বুড়ীকে, যুবককে যুবতীকে একত্র করিলে। ইহারা নড়ে না কেন, বাড়ী ছাড়ে না কেন? লক্ষ টাকা দিলেও, সোণার অট্টালিকা দিলেও, আমরা বাড়ী ছাড়ি না। বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ কি চমৎকার। ছোট ছোট এক একখানি বৈকুণ্ঠ। স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহাতে প্রেরিত। যেমন ঈশা মুসা প্রেরিত, তেমনি পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানাদি প্রেরিত। কৈ হে চিঠি? তুমি কার লোক? কার বাড়ী থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসিলে? আমরা নববিধানের লোক, কেবল প্রেরিত চিনি। ওরে স্ত্রী পুত্র সকলে প্রেরিত। যখন জানিলাম, সকলে প্রেরিত, তখন সাহসী হইলাম। এই সংসারের বাড়ী কাহার নির্ম্মিত? রাজমিস্ত্রীর? না, আসল রাজাধিরাজ রাজমিস্ত্রীর নির্ম্মিত। বাড়ী বড় মিষ্ট সামগ্রী। হাজার হাজার ক্রোশ দূরে থাকিয়াও, মা লক্ষ্মী, তুমি যেখানে তোমার সন্তানদের জন্য সংসার পাতিয়া দিয়াছ, সেই দিকে মন টানে। তুমি পাহাড়ে যোগেশ্বর, ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী খাটের উপরে, রান্না ঘরে, ভাঁড়ারে। মা লক্ষ্মীর জগৎ এই সংসার। তোমাকে এখানে পূজা করি, তোমার পূজার খুব আয়োজন করি। মা লক্ষ্মী এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আপাততঃ লক্ষ্মীর স্বর্গ দেখিলাম। পাহাড়ে মহেশ্বরের স্বর্গ, সংসারে লক্ষ্মীর স্বর্গ, গৃহে

গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গ। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে গিয়া, ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়। বাড়ীর চৌকাঠের ভিতরে দেখিতে পাইব, যখন বলিব, আমার মা কোথায় রইলে? দীননাথ, উৎসবের সময় গৃহানুরাগ বৃদ্ধি কর। এই গৃহের সকল ইট ধুয়ে ধুয়ে নিতে হইবে। হে জননি, গৃহে যে সকল সুখ পাওয়া যায়, সে সকল তোমার দত্ত। গৃহের প্রতি অকৃতজ্ঞ যে, সে তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ। যে দেশে এত সুখ পাইলাম, সেই দেশকে নমস্কার করি; আর যে গৃহে এত সুখ পাইলাম, সেই গৃহকে নমস্কার করি। মাতৃভূমি ভারতকে যেমন আদর করিব, তেমনি এই গৃহকে খুব আদর করিব। স্বর্গ এস, পরলোক এস। তুমি এই বাড়ীতে ঘনীভূত হইয়া থাক। এই গৃহস্থ পরিবারের সকলকে কৃতার্থ কর। এই গরিব কাঙ্গালের ঘরকে তুমি তোমার ও তোমার প্রেরিত ভক্তদিগের আরামস্থান কর। মা, তোমার চরণে এই বাড়ীকে উৎসর্গ করিয়া দি। মা লক্ষ্মী, এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়। এই বাড়ী যেন সংসারাসক্তি-দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে, এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবামাত্র যেন মনে হয়, স্বর্গ স্পর্শ করিলাম। করুণাসিন্ধু, দীনবন্ধু, আজকার দিনে যেন আপন আপন বাড়ী স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই, মা জননি, করুণা প্রকাশ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে বন্ধু, খুব ভাল না বাসিলে বাড়ী করিয়া দিতে না, তোমার ছেলে চাষার মত জঙ্গলে বেড়াইত। মা, তোমার এই বিশেষ করুণা। স্ত্রী পুত্র তোমার প্রেরিত, ইঁহারা অমৃতধামের সহযাত্রী। পান্থশালায় বসিয়া কবে মোক্ষধামে যাইব, প্রতীক্ষা করিতেছি। জননি, যাহাতে সকলে সেখানে একটি সুখের ঘর হইয়া থাকিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ

কর। হে হরি, ভক্তজনের গৃহ যেন সয়তান ও শমনের আলয় না হয়। অধর্ম্ম, আসক্তি—নরক। নর নারী শিশু বালক বালিকা লইয়া তোমার পবিত্র সংসার; তোমার ইচ্ছা যে, আমরা সকলে একজন হইয়া তোমার কাছে বসি। মা লক্ষ্মীর পূজা রোজ রোজ হইতেছে। পান্থশালায় সুখে থাকিয়া, গম্যস্থানে যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত হই। সংসার-দেবালয়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী বসিয়া আছেন। কমলে কমলা বসিয়া, কেমন করিয়া জীবকে প্রস্তুত করিতে হয়, দেখাইতেছেন। হে গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণি, স্নেহময়ি, তুমিই যে লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের মধ্যে কল্যাণ বিস্তার করিতেছ। তোমার গৃহের প্রতি যেন কৃতজ্ঞ হই, অনুরাগী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। মা, তোমার দাস দাসী হইয়া, তোমার সংসারে চাকরী করিয়া, আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হইব। আমরা লক্ষ্মীকে ভালবাসিব, মা লক্ষ্মীর কাছে থাকিব, লক্ষ্মীকে ছাড়িব না, তোমার শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করিয়া এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শিশু।

কমলকুটীর, বুধবার, ২২শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৫ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময়, হে বিধাতা, যেখানে যত শিশু আছে, আমাদের মস্তক সেখানে অবনত হউক। তোমার সন্নিধানে শিশুচরণে নমস্কার করি। বালকের কোমল চরণ বৃদ্ধের কঠোর হৃদয়ের পরিত্রাণপ্রদ। বৃদ্ধের বক্ষে যে কুটিল বুদ্ধির জ্বালা, তাহা শিশু নির্ব্বাণ করে। কাম

ক্রোধ প্রভৃতি যত প্রকার রিপু আছে, মা, মনে হয়, সে সমুদায় দূর করিবার জন্য শিশু পবিত্র উপায়। রিপুসংহারের যথার্থ বিধান শিশু-চরণে আছে। হে শিশু, অজ্ঞাতসারে তুমি জীবকে ত্রাণ কর। হে প্রণতবৎসল, তখন আমরা খাঁটি হইব, ঠিক হইব, যখন শিশুকে চিনিব। সয়তান বৃদ্ধ, মানুষ দুর্ব্বিনীত, ঐ স্ত্রীলোক খারাপ। উহার কাল গর্ভ হইতে যে শিশু জন্মিল, সে যোগতনয়, ভক্তিতনয়, বিবেক-তনয়, বৈরাগ্যতনয়। তোমার বিচারে বৃদ্ধ রয়েছে শিশুর পায়ের তলায়। মা, আমাদের অহঙ্কার তাড়াইয়া দেও। আমরা যেন বালকের কাছে বালকত্ব শিখি। যাহারা অনেক বক্তৃতা করে, তাহা-দের কাছে শিখিতে ইচ্ছা নাই। যাহারা মুখের হাসি দ্বারা জগ-জ্জননীর হাসি প্রকাশ করে, তাহাদের কাছে শিখিব।

শিশুর মত জগতে কি আছে? জগতে শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে? মা, তোমার শিশুর মত সাধু যোগী ভক্ত দেখি না। ওর কাপড় পরিতে হইবে কেন? ও যে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া, ও আজন্ম শুকদেব। তোমার ছোট ছেলে না পরে কাপড়, না পরে কিছু। ওই যথার্থ পরমহংস, যথার্থ যোগী। মা, ওর বৈরাগ্য কঠোর নহে। ও খেলিতেছে, অথচ কেমন প্রশান্ত, কেমন প্রফুল্ল, কেমন সদানন্দ। ও মার মুখের পানে তাকায়, এ দৃশ্যেও পরিত্রাণ। শিশু হাসে, মা হাসে। মা, এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায় পাইব? •

রিপু কি উহার দমন করিতে হইয়াছে? ক্ষুদ্র শিশু কখন রিপু জানে না; যে বৃদ্ধ যোগী, সেই রিপু কি জানে। সহস্র প্রলোভনের মধ্যে শিশু ছেলে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল লাগিয়াছে; স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের

ভিতরে রিপুগুলিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে একটু সিদ্ধ, আর শিশু স্বর্গ হইতে সিদ্ধ। কোথায় ইন্দ্রিয়াসক্তি, কোথায় ধনাসক্তি, গ্রাহ্য নাই। শিশু বলে, কি আমরা কাম ক্রোধাদি দমন করিব? আমাদের কি কোন কামনা আছে?

আয় রে শিশু, তোর মুখে জগজ্জননী চুম্বন করেন, আমার কাল মুখে তোর মুখ চুম্বন করিতে ভয় হয়। মাতাল বাপকে তুমি ফিরাইতে পার, নাস্তিক ভাইয়ের মনে তুমি আস্তিকতা এনে দাও। আর আমরা যে পাষণ্ড অবৈরাগী, আমাদের উপায় তোমার চরণে। আমাদেরও আবরণ পড়িয়া যাউক, একেবারে বালক হই, সকলে পরম বৈরাগী পরমহংস হই। হে করুণাসিন্ধু, হে দীননাথ, ঐ লোভ বাড়িয়া উঠিল কেন? ঈশা বলিয়াছিলেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের সাদা চুল কাল হইবে। হে অধমের পিতা মাতা, কাঙ্গাল বলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বালকের মত হই। কে কি রকমে ঠকাইতেছে, ছেলে বুঝিতে পারে না। মা, কপট পুরোহিতের মত যেন মরিতে না হয়। মা অভয়া, তুমি এই যমভয় দূর করিয়া দাও। হে মঙ্গলদায়িনী, বৃদ্ধের কুটিল ভাব ছাড়িয়া দিয়া, বালক বালিকার সরলভাব পাইয়া, যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, করুণাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শিশুগণ, আজ মাঘোৎসবের সময় প্রথমে তোমাদিগকে গুরু বলিয়া বরণ করি। ভগবানের ক্ষুদ্র দূত সকল, মার বৈরাগী ছোট শিশুগুলি কোলে এসে সকলের তনু পবিত্র করুন। শিশুগণ আজ দেবতাদের সিংহাসনে বসিলেন। শিশু, তোমার মত যেন নির্ম্মল নির্দ্দোষ হইতে পারি। হে শিশু, পায়ে ধরি, এই বর দাও। আজ এই পৃথিবীতে সন্তানের আদরের দিন।

মা, বালকের মত যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভৃত্য।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৬ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অধমতারণ, ধন্য পৃথিবীর ভৃত্যসকল, ধন্য দাস দাসীগণ! কেন না, পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে পড়িবে। তোমার ঘরে দাস দাসী হওয়া কি সৌভাগ্য! মূঢ়মতি অহঙ্কারী জীব দাসত্বের গৌরব জানে না। গুরু হওয়া যায়, কিন্তু যে গরিব চাকর হইয়া সকলের পদতলে বসিয়া আছে, তাহার সুখের সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? দাসত্ব কেনা কঠিন, সহজে প্রভু হওয়া যায়। গরিব হইতে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সমুদায় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়, চাকর হইতে গেলে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের ভালবাসি; আর যাহারা চাকরী করে, তাহাদের নীচ হীন মনে করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচ শ্রেণীর জীব। হে সাক্ষী ঈশ্বর, আমি তবে চাকর নই? যদি সমস্ত মনুষ্য সন্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই। যে সেবা করে, সেই চাকর। মেথরদের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করি না? কে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিল? এ সকল তো সামাজিক ক্রিয়া। কি ধোপা, কি নাপিত, আমরা সকলে ভাই বন্ধু।

ঈশ্বর, অহঙ্কারে প্রাণ জ্বলে গেল। সকল বিষয়ে আমি বড় হইলাম, বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে জ্ঞানেতে বড়। একবার অভিমান চূর্ণ কর, দগ্ধ কর। একবার, শ্রীহরি, যত চাকর চাকরাণী আমাদের কাছে বেতন পায়, সকলের চরণতলে আমাদিগের অহঙ্কারী মস্তককে স্থাপন কর। যাহারা আমাদিগকে সেবা করে, যাহারা পয়সা পায় বলিয়া আপনাদিগকে নীচ মনে করে, তাহাদিগের নিকট প্রণত হই। প্রেমময়, দাসের দাস হই, ঘৃণা করিয়া করিয়া প্রাণটা গেল। সকলেই আমাদের চেয়ে নীচ হন। হরি, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আপনাকে বড় মনে করিব কেন? আমিও তো চাকরী করি। দুঃখীর সেবা করিব, আমিও জগদ্বাসীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া খাটিব। তোমার ভক্তেরাই তো দাস দাসী। হে পরম পিতা, বাড়ীর চাকর চাকরাণীর নিকটে মনে মনে বিনীত হইয়া তাহাদের সেবা করিব। যে মেথর বাড়ীতে খাটে, যে সহিষ ঘোড়াকে যত্ন করে, এদের বিপদের সহায় কাহাকেও দেখি না। গরিবের বন্ধু অল্প। আমাদের রোগ হইলে কত লোক আইসে, কিন্তু আমাদের ভৃত্যের রোগ হইলে কে আইসে? তারা যাতে শীতের বস্ত্র পায়, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে কেহ চেষ্টা করে না। দাস দাসীর গৌরব কেহ জানে না। একদিন যদি বামুন না আসে, কত কষ্ট।

উপকারী বন্ধুরা ছদ্মবেশে চাকর চাকরাণী নাম লইয়া উপস্থিত। কেহ যদি কাপড় না কাচে, কেহ যদি কামাইতে না আইসে, কেহ যদি রন্ধন না করে, উপাসনা করিতে আসাই মুস্কিল হয়। পৃথিবীতে যদি মেথর না থাকে, কত কষ্ট হয়। যদি গালে হাত দিয়া ভাবি, উজ্জ্বল চক্ষে মেথরের ভিতরে ঠাকুরকে দেখিব। যাহারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে, তাহারা সামান্য নয়। যেমন বাপ মা উপকার করে,

তেমনি চাকর চাকরাণী উপকার করে। যদি এরা দুঃখ মোচন না করে, তবে কত ক্লেশ। একটি ভাই কার্য্য না করিলে ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু একটি দাসী, একটি বামনী না আসিলে কত কষ্ট। বরং মা বাপ বসিয়া থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী বসিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না। এ সকল শুভ বুদ্ধি নববিধানে কেন পাই না? যত ভৃত্য পৃথিবীতে আছে, স্মরণ করিয়া বার বার সমুদায় দাস দাসীর চরণে নমস্কার করি। কত তাহারা পরিশ্রম করিয়াছে, তার উপযুক্ত পুরস্কার দিই নাই। হে দীননাথ, মনিব হইয়া উচ্চ আসনে বসিয়া, গরিবের বুকের ভিতরে ছুরী দিলাম!

চাকর, তোর ছেলে বাঁচিল, কি মরিল, আমি তা জানি না; তোর স্ত্রীকে খেতে দিলি বা না দিলি, তা জানি না; তুই ষোল আনা কাজ কর। আয়, তোর বুক নিয়ে আয়, আমি নিষ্ঠুর ব্যবহারের ছুরী মারি! তোকে যে ঘরে শুইতে দিই, তাতে হিম আসে, আমার ক্ষতি কি?

প্রভো! তোমার ভক্তেরা চাকরের বিষয় কি ভাবেন? গুণনিধি, কৈ তাদের বিষয় তো ভাবি না। নিজের চাকর, পরের চাকর, চাকর জাতির জন্য কি আমরা ভাবি? উঃ! নিষ্ঠুরতার আগুন জ্বালিয়া দিলি, তুই শক্ত কথা বলে চাকরের মনে কষ্ট দিলি? তারা কি বলিতেছে:—হায় রে, আমরা মা বাপ ছেড়ে বিদেশে পড়ে থেকে মনিবের সেবা করিলাম. আমাদের বুকে আগুন জ্বল্‌ছে। আমরা বলি, দাদা দিদি, আমায় কাপড় দেও, কেহ শুনে না। হায়, আমাদের কি দুঃখ! পরের সংসারে এসে তারা পায়ের তলায় পড়িয়া আছে, তাদের মনিবেরা যত্ন করে না, তারা বলে।

কি, তাদের উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিস্? তোদের ধর্ম্ম

ভজন সাধন সকলই বিফল। তোরা ভৃত্যকে এমন করে অগ্রাহ্য করেছিস্? তোর ভাই বোন, হায় রে! ঐ মেথর মেথরাণী। ভগবানের কাছে চালাকী? আর যেন নীলকরের ব্যবসায় সংসারের ভিতরে না চালাই; যে চাকরকে কষ্ট দেয়, সেই তো নীলকর। চাকর মরুক, ধার করুক, চাকর চাকরাণীর রক্ত খাই, এতে পাপ হয় না? আমরা একদিন না খেতে পেলে কি হয়? তারা ব্যাধিতে বিছানায় পড়ে থাকুক, তাদের পায়ে হাত বুলাইব না? ব্রাহ্মেরা নিষ্ঠুর, ব্রাহ্মিকারা নিষ্ঠুর! চাকরাণীর মাথার চুলে তেল দিলে কি ক্ষতি হয়?

এই উৎসবের সময়ে সমুদায় ভৃত্যদিগকে নমস্কার করি। আমরাও ভৃত্য, আমরাও সেবা করিতে আসিয়াছি। প্রভো, চাকর চাকরাণী-দের প্রতি সদয় হইয়া যেন আমরা শুদ্ধ ও সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দীন-সেবা।

কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৭ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে অনাথবন্ধু, দুঃখীদিগের সহায় তুমি, তুমি দুঃখী-দিগকে রক্ষা কর। পৃথিবীতে কত রোগ, শোক, কত মনের বেদনা, জীবনে কত কষ্ট। এ সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য নানা উপায় করা হয়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাসনা। দৈনিক উপাসনা দ্বারা তুমি মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন কর। সে সকলের পবিত্র উত্তেজনাতে

বোঝে তোমার দুঃখী সন্তানের দুঃখ মোচন করে। আমরা কেন পরের অবস্থা ভাবিয়া বৃথা অনধিকার চর্চ্চা করিব, পরম পিতা, এইরূপ ভাবিয়া আমরা নিবৃত্ত থাকি, আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি। পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দয়া করিব, এইজন্য প্রতিদিন উপাসনা করি। পূজা করিতে করিতে দেখি, হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া হইল, তাহাদের সেবা করিবার জন্য মন প্রস্তুত হইল। তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভাবিতে ভাবিতে আপনা আপনি মন দয়ার্দ্র হয়। প্রেম-সিন্ধু, দয়া করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদা দুঃখীর প্রতি দয়ালু কর। তোমার অনুগত সন্তানেরা দুঃখীর দুঃখ দূর করিবে। আর যদি ইহারা স্বার্থপর হইল, তবে বল, কি হইল? আমরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিলাম, অথচ তোমার ছেলে মেয়েদের দুঃখ দূর করিব না? আমরা কেবল আপনার সুখ দুঃখ লইয়া থাকিব? দীনসেবা করিব কিরূপে, তুমি শিখাইয়া দাও। চারিদিকে তোমার যত দীন সন্তান আছেন, তাঁহাদিগকে বার বার নমস্কার করি। যত দুঃখী দীনের চরণে পড়িয়া নমস্কার করি।

মা বলিয়া যাদের রসনা তোমাকে ডাকে, রোগে শোকে কত লোক মরিতেছে, অজ্ঞান অধর্ম্মে কত লোক মরিতেছে, এ সকলের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ কর। "অমুক দুঃখীকে পয়সা দিয়াছিলে, আমায় দেওয়া হইয়াছে; অমুক দুঃখীকে দু'পয়সা দিয়াছিলে, আমি হাতে করিয়া লইয়াছি।" মা, তুমি তোমার সন্তানদিগকে এই কথা বলিয়া থাক। সকলে দয়াতে আর্দ্র হইয়া সর্ব্বদা ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করুন। হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া কর। পরসেবায় যেন এই দুর্ল্লভ মানবজন্মকে সফল করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে পিতা, পৃথিবীতে তোমার কি আদর থাকিত, যদি তুমি দয়াসিন্ধু না হইতে? মার গৌরব যদি দয়া হইল, তবে মার সন্তানেরা কেন নির্দ্দয় হইবে? উপাসনা-নদীর ধারে যেন আমাদের মনের কোমল ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য; সে অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দুঃখীদিগের জন্য।

কমলকুটীর, রবিবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীননাথ, হে দীনবৎসল, তুমি যেমন দুঃখীর মান রক্ষা কর, এমন আর কেহ পারে না। দীনবন্ধু নাম ধর তুমি। দুঃখীকে মানী কর তুমি, পৃথিবীতে দুঃখীর অপমান চিরদিন। সম্পত্তিবিহীন, মান-বিহীন, জ্ঞানবিহীন, জীর্ণ-শীর্ণ, শোকে ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ গরিব রাস্তা দিয়া চলিতেছে। দুঃখী যেন অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, অপমানের বস্তু। দুঃখী কি করে? কি উপকার করে? কেবল নেয়। কি প্রয়োজনের জন্য আসে? মনে হয়, কিছুই না। কিন্তু, মা, তুমি যে ধনীকে এক ক্রোড়ে বসাইলে, আর এক ক্রোড়ে কর্দ্দমলিপ্ত দুঃখীকে বসাইলে! তুমি দুঃখীকে ক্রোড়ে বসাইলে, জগতের আশা হইল, কোটী কোটী শঙ্খধ্বনি হইল। তুমি দুঃখীর মান রক্ষা করিলে। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি কাঙ্গালকে ক্রোড়ে করিলে। যে কাঙ্গালকে কেউ গ্রাহ্য করে না, কেউ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, সেই কাঙ্গালের মান তুমি রাখিলে।

আমরা দুঃখীর কাছে বিনয় শিক্ষা করি। কারণ, দুঃখীর মত বিনয়ী না হইলে কেহ তোমাকে পায় না। মা, আজ পবিত্র উৎসবের সময় আমরা তোমার অধম উপাসকগণ দীনদিগের জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। তোমার কত দুঃখী আজ অন্নাভাবে পৃথিবীর রাস্তায় রাস্তায় বেড়াচ্চে। কত রোগী রোগশয্যায় পড়িয়া, অবসন্ন হইয়া, জীবনের অপরাহ্লকালে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। কত লোকের গৃহ নাই। ঝড় তুফানে বিপন্ন কত লোক। তাদের মাথা রাখিবার স্থান নাই। কত শ্রেণীর দুঃখী আছে। কত দুঃখ, কত কষ্ট আছে তাদের।

মা, দুঃখীরা যে আমাদের ভাই, আমাদের ভগিনী। তাঁদের দুঃখ স্মরণ করি, আর এই উৎসব সময়ে তোমার পা জড়াইয়া ধরিয়া এই মিনতি করি, যদি এই সকল দুঃখ বিপত্তি কল্যাণের হেতুই হয়, তবে তুমি তোমার দুঃখী পুত্র কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁদের সহিষ্ণুতা দাও। তাঁরা বিপত্তিভঞ্জন বলিয়া তোমাকে যেন ডাকিতে পারেন। মা, দুঃখ যে বড় তীব্র, দুঃখের যাতনা যে বড় অসহ্য। মা, সমুদায় দুঃখ বিপত্তি ব্রহ্মনির্ভরের হেতু হউক। দুঃখ যাইবার উপায় নাই তো। মনুষ্যশরীর-ধারণ আর দুঃখভোগ এই দুইয়ের যে অত্যন্ত যোগ। দুঃখ অসম্ভব কর, তাহা তো বলিতেছি না। তাহা যদি তোমার ইচ্ছায় হয়, তাহাই হউক। কিন্তু দুঃখের মধ্যে ধর্ম্মজনিত যে অপূর্ব্ব সুখ, তাহা মনে যেন হয়। দুঃখ হইলেই সকলে যেন তোমার কাছে দৌড়িয়া যায়, তোমার প্রতি যেন বিশ্বাস বাড়ে।

মা, দীনতা আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দেয়। মা, দুঃখই তো তোমাকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়। দুঃখ দৈন্য সন্ন্যাসব্রত শিক্ষা দেয়। যে দুঃখ ধাৰ্ম্মিক করে, ব্রহ্মভক্ত করে, সে দুঃখকে আশীর্ব্বাদ কর।

আমাদের সকলের মধ্যে দীনাত্মার ভাব বিস্তার কর। হে পরমেশ্বর, দুঃখীর ভাল কর, দুঃখীদের ক্রোড়ে কর। হে গতিনাথ, হে দীনবন্ধু, কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব চেষ্টা করিয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করি এবং পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখী আছে, যত ধনহীন, গৃহহীন, মানহীন, রোগগ্রস্ত আছে, সকলের সেবা করিয়া পবিত্র হই এবং দীনাত্মা হইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগ। *

কমলকুটীর, শনিবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০২ শক ;
৮ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে, চিনাইয়া দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে, সে কে? সে কেমন? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসাতে আসিয়াছ কেন? এই ভগ্নগৃহে মাকে ছাড়িয়া বাসা করিয়া আছ কেন? ওরে আমার মন, ১১ই মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন? সেখানে আদর হইত না? এখানে কেন? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে তোর বাসা,

* ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্যদেব ১৮০২ শকে প্রারম্ভিক উৎসবের শেষ দিনে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া যে মাঘোৎসবের পূর্ব্বসংস্করণে লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়। ১৮০২ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব দৃষ্টে দেখা যায়, প্রারম্ভিক উৎসবের মধ্যে ২৫শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ শকের ২৫শে পৌষ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাই তাঁহার স্বর্গারোহণ দিনেই এই প্রার্থনা পঠিত হয়।

দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়ি পাড়ায় বাসা করিয়া রহিলি? কার পুত্র—তোর বাপের নাম কি? ছিলি কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের পুত্র, এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয়গ্রামে! কি খাচ্ছিস্ সেখানে?

চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলে কেন? ৫০।৬০ বৎসরের জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দ্রিয়গ্রামে থাকিবে? মন, তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয়ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে? মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়? হায় রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে, তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু—ভাগবতী তনু—দেবতনু,—পশুতনুতে কাজ কি? তোমার মার বাড়ী চল।

ভাব, আত্মা, এখন কোথায় চলিলে। তোমার মার চিঠি আসিয়াছে, উৎসব আসিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চল রে আমার মন। বাপ মা ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাকৃতে আছে? জয় জয় জগদীশ বলে জাগ। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরিসন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্, চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে, আর দৌড়েছে। অশরীরী আত্মা দৌড়েছে।

মা, তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতরে এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আয়, কে দেখ বি

আয়, মজার জিনিষ। আমার তবে পঞ্চভূত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেতদেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় উড়িয়া গেলে? পাখী, আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাঁচার দাম তোমার জন্য, আর কেহ এই খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝি হরে নিলেন। আত্মা তাঁর কাছে চলে গেল।

আর, জননি, খাঁচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা কহিবে, সে মানুষ তোমার ভিতরে গিয়াছে। আর প্রেতের মুখে ব্রহ্মোপাসনা কি সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাঁচার ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, তোমায় আর বাঁধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিঁড়ে গিয়াছে, শিরাগুলো পড়িয়া আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্‌তে এসেছিলে তুমি। সংসারের কত সুখ তোমাকে দিলাম।

মাকে এত ভালবাস! তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্‌ছ? ভগবান্ ও ভগবানের পুত্রের কি কথোপকথন হয়, খাঁচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদপদ্মে স্থান দেও। তোমার ধনকে তুমি নেবে, খাঁচার অধিকার কি, তাকে রাখে। যারে, মন, যা। হে ঈশ্বরি, নেও; ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সুখে রেখ।

প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্ন ভক্তিব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া একখানি বৈরাগ্যকাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস

তৃষ্ণার সময় দিও। খেলা করিতে চাহিলে তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও। আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি; আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মহাজনগণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৯ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

উৎসব নিকটবর্ত্তী। এ সময়ে ঋণচিন্তা আমাদিগের কর্ত্তব্য। সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টি-সাধক মহোদয়দ্বয়ের নিকটে কৃতজ্ঞতাভরে প্রণত হইবে। সামান্য ব্রাহ্ম বলেন, "এই দুই জনের নিকট আমি ও দেশ উপকৃত, সুতরাং ইঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।" উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন, "না, আমি কেবল এই দুই জনের নিকট ঋণী নহি, যদি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রাহ্মসমাজের ঋণ গণনা করা উচিত হয়, তাহা হইলে অনেক মহাজনের নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।" দুই জন কেন, শতাধিক ব্যক্তির কাছে আমরা ঋণী। সর্ব্বপ্রথমে যিনি আমাদের সকলকে জীবন দান করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। তারপর সাধু মহাত্মাদিগের নিকটে আমরা ঋণী।

সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট ব্রাহ্মসমাজ ঋণে বদ্ধ। আপাততঃ দেখিতে গেলে, গ্রীক্ দেশের

মহামতি সক্রেটিসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতের মনোবিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকট ভারত মনোবিজ্ঞানের জন্য ঋণী। য়িহুদীদিগের প্রধান নেতা মুসা, নববিধান আগমনের পূর্ব্বে তুমি কেবল স্বজাতির নিকটে গৌরব পাইতে; এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ষের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলে। মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ; কিন্তু আর্য্যজাতি কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? চিন্তাহীন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মেরা বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়ীও পাইবে না।" কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদায় বিদেশীয় মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম করিতেছেন। বিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখি, সমুদায় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে দাবী দাওয়া করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সমুদায় সাধু ও মহাত্মা আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন। আর এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়া আছেন। হিন্দুস্থানে শাক্যসিংহের নাম বিলোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাক্যের নিকটে ব্রাহ্মেরা অশেষ ঋণে ঋণী। ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বী ব্রাহ্ম বলিতেছে, জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন? হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য

তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা ও নীচ ভাবকে স্থান দিওনা। অনন্ত ঋণে তুমি ঋণী। সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকট তুমি ঋণী।

নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তি-ভাজন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল আপন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে; কিন্তু নববিধানের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুগণ আদৃত। নববিধানের লোকের ঋণ অনেক। এই ঋণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কতদূর গিয়াছে, কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই ঋণনদী সমস্ত আসিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদায় ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদায় জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, সাধু-দিগের ঋণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে।

হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি এ কথার বিচার করিয়া দেখিলে না যে, তোমার ধর্ম্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবীর সাধু মহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে? তুমি কি এ কথা ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি ও ব্রহ্মারাধনা শিখিলে; কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে? তুমি যে আপনার রাজ্যমধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলি-তেছে—আমার গুরু অমুক অমুক। মিসরদেশ, আরবদেশ, চীনদেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, বাঙ্গালীর মাথার মুকুটে যত রত্ন আছে, সমুদায় আমাদের হইতে। অসরল হওয়া পাপ, ঋণ অস্বীকার করা

ও অসত্য বলা পাপ। ভারত যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না।

ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ঋণ দিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট কত ঋণে ঋণী। ভারত, তুমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং কবিদিগকে অস্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান ও কবিত্ব ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে। কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধারণ করিয়া বল,—"দাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণের নিশান দাও; মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছাপালনের নিশান দাও; মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বরের নিশান দাও; শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমাদিগকে প্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও।" অদ্যকার দিন মহাজন-স্মরণের দিন। আজ সাধু-মহাজনদিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হউক। তাঁহাদিগের সাধু জীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করুক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে বসিয়া আছি, তাহা নহে, বিশ্বেশ্বরের সমুদায় বিশ্বমধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদায় সাধুদিগকে প্রণাম কর, তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

সাধু-দর্শন।

কমলকুটীর, সোমবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০৪ শক ;
৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হরি হে, উৎসবের সময় সাধু-দর্শন কিরূপে হইবে? তোমাকে দেখিব, সাধুদের দেখিব, এই দুইটি আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। তোমার বাগানে মহাপুরুষদের সঙ্গে আমোদ করিব। তোমার পূজা করিয়া যে সাধুদের দেখিতে না পায়, সে দুঃখী, সে অভাগা। আমরা কি তাঁদের বাড়ী ঘর দরজা খোলা পাব না? ভগবান্, তোমার অমর বাগানে বেড়াইতে ক'দিন যেতে যেন পাই। বৎসরকার দিনে যেন কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে না ফিরি। সাধুগণ, ওঠ একবার, জানেলা খোল একবার, দেখা দাও একবার। শান্তি বিতরণ করিবার ভার তোমাদের হাতে, শান্তি বিতরণ কর। এস, একবার কৃপা কর, বৎসরকার দিনে যেন তোমাদের দেখা পাই, নিরাশ হইয়া না ফিরি যেন। আমরা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, সাধুগণ, তোমরা আছ। মার ছেলে মেয়ে, তোমাদের দেখি একবার ; দেব দেবী, এই ঠাকুর ঘর আলো করে বোস। ঘর সাজিয়ে আলো করে বোস। একবার দেখি তোমাদের।

সাধু-সজ্জনগণ, তোমাদের কাছে যেতে পা কাঁপে। বরং হরির কাছে যেতে পারি, কিন্তু তোমাদের কাছে পারি না। কারণ, হরির কাছে যাবার সময় তাঁর প্রেম বড় মনে হয়। তিনি বিনা পাপীর যে আর গতি নাই, তাঁর কাছে যেতেই হয়। কিন্তু তোমরা যে রকম গম্ভীর, তোমাদের কাছে যেতে ভয় হয়। কি তেজের

ছড়াছড়ি! কি শুদ্ধতা! অবসন্ন ভগ্নহৃদয় লইয়া পাপীরা আস্‌ছে জ্যেষ্ঠদের কাছে, কিছু পাইয়া যাক্।

ভগবান্, তুমি না নিয়ে গেলে সাধুদের কাছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে কে যেতে পারে? ঈশার বাড়ী কোথায়, আমি কি জানি? পৃথিবীর অসার কীট আমরা, স্বর্গের খবর কি জানি? কোন্ ঋষি কোন্ হিমালয়ের উপর বসে আছেন, বৈকুণ্ঠের কোন্ গহ্বরে বসে আছেন, আমরা কি জানি? মা, তুমি নিয়ে চল। একবার যদি ও সকল চেহারা দেখে আসিতে পারি উৎসবের আগে, একেবারে পাগল হয়ে যাব। কি সুন্দর বৈকুণ্ঠধাম রত্নমণি-খচিত! সমুদায় শ্রীগুলি একত্র, শ্রীঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, কি চমৎকার পোষাক, কি চমৎকার চেহারা! কৃতার্থ হইলাম এই বৈকুণ্ঠধামের বাগানের শোভা দেখে। এ পামর স্বর্গ থেকে আর কি নিয়ে যাবে? একখানা ছবি এঁকে বাড়ী নিয়ে যাই। মা, তোমার ছেলেরা কি সুন্দর! ধন্য ঈশা, ধন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, ধন্য বুদ্ধদেব, ধন্য মহম্মদ, ধন্য সাধুসাধ্বীগণ! মা দয়াময়ী, সাধুদের জননী, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সাধু-দর্শনরূপ সৌভাগ্য আমরা চিরদিন লাভ করিয়া কৃতার্থ ও শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জনহিতৈষী।

কমলকুটীর, সোমবার, ২৭শে পৌষ, ১৮০২ শক;
১০ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনশরণ, হে মঙ্গলদাতা, পৃথিবীর হিতৈষী সাধুদিগের কাছে নমস্কার করিতে অনুমতি দাও, ক্ষমতা দাও। আমরা স্বার্থপর জীব। আপনার ও পরিবারের কিসে ভাল হয়, তাহাই দেখি; আর একটু একটু ইচ্ছা হইলে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করি, এই আমাদের ব্যবস্থা। যাঁহারা পরদুঃখ-মোচন জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা আজ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভের ন্যায় আমাদের নিকটে দণ্ডায়মান হউন; আমরা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করি। তাঁহারা অন্যের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনাদের সুখ ছাড়িলেন। সেই সকল মহানুভবদিগকে আমরা প্রণাম করি। গরিবের দুঃখ যে দূর করে, সে কি সাধারণ পুরুষ? জনহিতৈষী মহাজনেরা তোমার কাছে পরোপকার করিতে শিখিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে গত কল্য নমস্কার করিয়াছি। আজ যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথিবীর সুখ বৃদ্ধি করিলেন, সেই সকল উদারস্বভাব প্রেমিক মহাত্মারা আমাদিগের রক্তের ভিতরে প্রবেশ করুন, তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ে দয়া ঢালিয়া দিন।

আপনার জন্য জীবন ধারণ করে ছাগল, কুকুর। আপনার ছেলের মুখে অন্ন দেয় সকলেই। তাঁহারা আপনার জন্য পৃথিবীতে রহিলেন না। সেই হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার লইয়া ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরদুঃখে দয়ার্দ্র হয় না। সাধকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহাদিগের হৃদয় পরদুঃখে

দুঃখী হয়। তাঁহারাই এই উৎসবের অধিকারী, যাঁহারা অন্যের জন্য প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছেন।

সে মানুষ অত্যন্ত নীচ, পোকার মত, যে কেবল আপনার পরিবারের জন্য ভাবে। আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া লোকের দুঃখ শোক কমাইব। মন যার ছোট হয়, সে অন্যের সেবায় নিযুক্ত হইতে চায় না। তোমরা সেই উচ্চশ্রেণীর সন্তান। বড় বড় পরহিতৈষিণী নারীগণ পরদুঃখ দেখিয়া কাঁদিতেন। একটু সুখ আপনি সম্ভোগ করেন নাই। ঈশ্বরপরায়ণ সাধকদিগের মনে যদি স্বার্থপরতা থাকে, তবে তাঁহারা এ বিধানের উপযুক্ত নহেন। মন প্রশস্ত হউক। আমরা পৃথিবীর জন্য আসিয়াছি। কেবল দেশ-হিতৈষী হইব না, মনুষ্যকুলহিতৈষী হইব। হে ঈশ্বর, দয়া কর। কতকগুলি ভগ্নী প্রস্তুত কর, যাঁহারা দয়ার ভগ্নী হইবেন। করুণাময়ি, কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্যই, কোথায় ক্ষুদ্র মানুষের কি হইল, তোমার ঈশা দেখিতেন।

তুমি যে সকলের চেয়ে বড়, তুমি সর্ব্বপ্রকারে জনহিতৈষী। কোন্ মানুষ পাপের জ্বালায় অস্থির, কে খেতে পায় না, তুমি সংবাদ লইতেছ। যত জনহিতৈষী, তাঁহাদের কাছে যেন ভক্তিভাবে বসিয়া দয়া শিক্ষা করি। যাঁহারা দুঃখীর দুঃখ দূর করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন। চীনদেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত পুরুষ, যত স্ত্রীলোক ধন, সুখ, বাড়ী, ঘর দিয়া পরের দুঃখ দূর করেন, তাঁহারা আসিয়া আজ আমাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিন। তোমার নাম কাঙ্গালবন্ধু, আমা-দের বুকের উপর তোমার পা রাখিয়া স্বার্থপরতা চূর্ণ কর।

প্রচারকেরা যেন বলেন না—অন্যের দুঃখ দূর করা আমাদের কর্ম্ম

নহে। এই যে পাঁচ জন খেতে পেলে না, তার জন্য চক্ষে জল পড়িবে না কেন? যদি প্রাণের ভিতর দয়ার মিষ্টতা না থাকে, যোগ বিফল। নিশ্চয় তোমরা সাধকেরা উপহাসাস্পদ হইবে, যদি গরিবদের জন্য প্রাণ না কাঁদে। কাঙ্গালবন্ধু তোমাদের মা, তাহা কি জান না? পরদুঃখ শুনিবামাত্র তাহা দূর করিতে যত্ন করিবে, দুঃখ দেখিয়া যেন তৎপ্রতি উপেক্ষা না থাকে। তোমাদের দীনবন্ধু প্রজাহিতৈষী নাম আপনাদের মধ্যে মহিমান্বিত হউক। এস এস, যত সাধু এস, তোমাদিগকে দেখিয়া যেন আমরা উপেক্ষা না করি। দয়া আমাদের মা, দয়া আমাদের প্রাণদাত্রী, দয়া আমাদের মুক্তিদাত্রী। যেখানে প্রেম দেখিব, যেখানে স্বার্থনাশ দেখিব, সেখানে প্রণাম করিব, মা, দুঃখীর বন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে দীনবন্ধু, যথার্থ কাঙ্গালশরণ তুমি। কাঙ্গাল তোমাকে বশীভূত করিয়াছে, আমাকে কাঙ্গাল বশীভূত করিতে পারে না। হরি হে, তোমার সন্তান কি আর নাই? আমার মন কেন কাঠের মত কঠিন রহিল? আমরা যোগ সাধন করি, প্রচার করি, কিন্তু আমাদের প্রাণ কাঁদিল না। দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, নানা প্রকার দুঃখ দেখিয়া আমরা আকুল হইলাম না। আমরা দুঃখী কাঙ্গালদের কাছে ঋণী হই নাই, এমন যমের কথা তোমার পুত্রের মুখ হইতে কেন বাহির হয়? ব্রাহ্মের কাছে দয়ার অভিযোগ। মা, পরের দুঃখ দূর করিব। পর্ব্বতসমান দুঃখ, কিন্তু, মা, তুমি ন্যায্য বিচার কর না, তুমি আর্দ্র ভাব দেখ। মা, তুমি জনহিতৈষীর প্রাণের অস্থিরতা দেখ। কটা স্কুল করিল তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু প্রাণের দয়ার্দ্রভাব দেখিতেছ। মা, তুমি স্বার্থপরকে বলিতেছ, "তোর দয়া মায়া তোর ছেলেরা একচেটে করে

রেখেছে, পরের জন্য তুই প্রাণ দিস্ নাই। অতএব সাধন ভজন করে মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়ে আয়।”

মা, যে তোমার উপাসক হইবে, সে জনহিতৈষী হইবে। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনা হয়। বিধবার চক্ষের জল যে মুছাইয়া দেয়, অনাথ শিশুকে যে স্নেহ করে, সেই ধার্ম্মিক। মা, ধার্ম্মিক হইবে, অথচ মন স্বার্থপর থাকিবে, ইহা ঠিক নয়। দয়া নাই, সহানুভূতি নাই, পরদুঃখে কাতরতা নাই, ইহা তো ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে। উৎসবের সময় ধারাল অস্ত্র দিয়া স্বার্থপরতা কাট। বালকের দুঃখ, স্ত্রীলোকের দুঃখ, বৃদ্ধের দুঃখ, সকলের দুঃখ দূর করিব। জনহিতৈষীদিগের দয়া আসিয়া আমাদিগের প্রাণে সঞ্চারিত হউক। পরের হিতাকাঙ্ক্ষারূপ সুধা আমাদের কঠোর প্রাণে ঢালিয়া দাও। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্বহিতৈষী হই; সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি। মা, যে কয়টি লোকের সেবা করিতে পারি, তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত কর। হে জননি, হে কল্যাণদায়িনি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশী-র্ব্বাদ কর, যেন পরসেবা করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জনহিতৈষীদের জন্য।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৬শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
৯ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমস্বরূপ, ভালবাসা মানে ঈশ্বর। পৃথিবীতে ভালবাসেন যাঁরা, ভালবাসিয়া উপকার করেন যাঁরা, তাঁরা তোমার অংশ। পিতা, কি উদার প্রেমই দিয়াছ! এই ভালবাসার রাজ্যে বিভিন্নতা মানি না। স্বজাতীয় বিজাতীয়, স্বদেশীয় বিদেশীয় মানি না। ভালবাসাই স্বর্গ। স্বার্থপরতাই নরক, জন্তুদের এই ধর্ম্ম, এটাতে বাহাদুরি নাই। আর যে বুক কাটিল, রক্ত দিল পরের জন্য, সে মানুষ, সে বীর। আজ পৃথিবীর হিতকারীদিগের প্রশংসাবাদের জন্য। কিসে পৃথিবীর দুঃখ দূর হয়, কিসে জগৎ সুখী হয়, এই বলিয়া যে পাগল হইয়া বেড়ায়, যারা পৃথিবীর হিতৈষী, জনহিতৈষী, তাদের ভিতর তোমার অংশ আছে। আজ দেশের বিচার করিব না, জাতির বিচার করিব না, ধর্ম্মের বিচার করিব না। যে পরোপকারী, তাকে নমস্কার করিব। আজ হিতৈষীদের সম্মান করিতে দয়াসিন্ধু ডেকেছেন। পামর স্বার্থপর মন কেমন করে হিতৈষীদের সম্মান করিতে যাইবে? হাত যে ভাই ভগিনীদের রক্তে লাল হয়ে রয়েছে। জনহিতৈষী তো হলাম না। পরের দুর্গতি দূর করিবার জন্য চিন্তা তো হয় না। লোকে তো পরহিতৈষী বলে না। বক্তৃতা করিবার দরকার হলে করে আসি; কিন্তু পরের দুঃখ মোচন করিবার জন্য কিছুই তো করি না। দয়া যে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। শ্রীহরি, বুকের ভিতর খুব প্রেম ঢেলে দাও। প্রেমেতে হিতৈষণা হউক। কিসে মূর্খ জ্ঞান পায়, গৃহহীন গৃহ পায়, ধনহীন ধন পায়, বিদ্যাহীন বিদ্যা পায়, দুঃখী সুখী হয়, এই ভাবিব

কেবল। দেশের উপকার করি, পৃথিবীর উপকার করি। ধন্য সমাজ সংস্কারকেরা! ঐ এখানে ওখানে বড় বড় উন্নত পুরুষ সকল বসে আছেন। এই সমুদায় তোমার প্রেমের খেলা। তোমার প্রেম খণ্ড খণ্ড হইয়া এঁদের ভিতর বাস করিতেছে। মা, এঁদের ইহলোকে সৎকীর্ত্তি স্থাপন, পরলোকে সদ্গতি কর। আর, মা, এই অধম উপাসক-গুলিকে এই কৃপা কর, যেন স্বার্থপর কীট হইয়া না থাকি। যত প্রকার পরোপকার আছে, যেন করিতে পারি। স্বার্থপরতার কীর্ত্তি যেন রেখে না যাই। হে ঈশ্বর, সৎকীর্ত্তির গৌরব যেন চারিদিকে প্রবাহিত হয়। চিরকাল যেন পৃথিবীকে ভালবাসি। জনসমাজের কল্যাণ করিব; যাতে পৃথিবীর অমঙ্গল অকল্যাণ দূর হয়, দুঃখ পাপ মোচন হয়, সত্য ধর্ম্ম স্থাপন হয়, তাই করিব। হে গতিনাথ, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, সরল অনুরাগের সহিত জনসমাজের হিতসাধন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপকারিগণ।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০২ শক;
১১ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে বন্ধু হরি, হে পিতা ব্রহ্ম, অদ্য কৃতজ্ঞতার দিন। প্রধান ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা বিধানবিরোধী। কৃতজ্ঞ ভক্ত তোমার প্রেমে প্রেমিক। হে প্রেমময়, যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহাকে কি মানুষ বলে? পুরাতন দানের প্রতি, সর্ব্বক্ষণ হইতেছে যে দান

তাহার প্রতি, মন এরূপ উদাসীন হয় যে, কালক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা পরস্পরের কাছে বিবিধরূপে উপকৃত। আমাদের রক্ত বন্ধুদিগের পরিশ্রম ভিন্ন থাকে না। যদি বন্ধুরা অনুগ্রহ করিয়া পয়সা না দেন, তাহা হইলে সাধকদের বিপদ্ হয়, নিমতলার ঘাটে বাস হয়, অন্নাভাবে জীবন নাশ হয়। সেই অন্ন দেয় যে, প্রাণের বন্ধু সে। রোজ রোজ তাঁহার অন্ন খাই।

লবণ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই লবণের পয়সাটী হয় তো চট্টগ্রাম, অথবা কাশ্মীর হইতে আসিল। কে দিল, কে জানে? কোন সাধুর সহধর্ম্মিণী হয় তো ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সেই পয়সাটী দিল। রক্তের রক্ত এই লবণ। দেখ, জননি, শুনিতে ভাল, জননীকে ছাড়িয়া কে দিচ্ছে ভাবিব কেন? অন্নদাতাকে প্রচারক স্মরণ করে না। ডালের ভিতর যে গয়ার বন্ধু বসিয়া আছেন, আর ভাতের ভিতর যে অযোধ্যাবাসী বসিয়া আছেন, ভাবি না। না দিত যদি অন্ন, আজই যমালয় দর্শন করিতে যাইতে হইত। বহুমূল্য ঐ দান, কিন্তু রোজ রোজ হয় বলিয়া আমরা মূল্য বুঝি না।

এ সকল তোমার চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়। পেলাম যে দিন, সে দিন বিনয়ী হইলাম না। স্ত্রী খেতে পান নাই, ছেলের কাপড় নাই, ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক দিনের এরূপ কষ্টে অকৃতজ্ঞ হই; আর ৩৬৪ দিন যে দয়া করিলেন, তাহা বিস্মৃত হই। যদি দশ বৎসরের মধ্যে আমাকে কেহ কিছু দিয়া থাকেন, চিরস্মরণীয়। আমার বন্ধু কয়দিন আমাকে খাওয়াইয়াছেন, আমি তাহার হিসাব নেব; আর যে খাওয়াইলেন না, সে হিসাব তুমি নেবে। আমাকে খাওয়াবে কেন? যদি একদিন না খেলাম, তা বলিয়া যে সতের দিন খেয়েছি, তাহা ভুলিব? আমাকে খাওয়াইয়া তার আহ্লাদ! সে আপনার স্ত্রী

ছেলেদের খাওয়াবে, আমাকে কেন চারি হাজার ক্রোশ থেকে পয়সা পাঠাইবে ?

আমি বেগুন পুড়িয়ে খেতে ভালবাসি, লাহোর থেক বেগুন তুলে পাঠাইয়াছে। দেরে লিখে রেখে যাই, নির্গুণে বেগুন পড়েছে; অধম সন্তানের উদরে বেগুন পড়েছে। যা কিছু সামান্য দান হইতে রক্ত হয়। তবে যদি কেহ পেলেন না বলে বিরক্ত হন, তাঁহার ছোট মন। রোজ রোজ পাচ্ছে বলে ইহারা অধিকার সাব্যস্ত করে। যাঁহারা চাল ডাল দিলেন, তাঁরা আমার মা বাপ। কেহ যদি আলুপোড়া দেন, তাঁহারা মা বাপ। মা, ভাল জিনিষটি ঘরে কেন ? মা, তুমি লক্ষ্মী, দাঁড়াও, তুমি লক্ষ্মী দ্বারা প্রেরিত হইয়াছ, তুমি মা।

এই যে দয়ার্দ্রহৃদয় আমার প্রাণের বন্ধুগণ, যাঁহারা প্রচারের জন্য টাকা দেন, মাসিক দান দেন, অদ্যকার দিন সেই উপকারী বন্ধুদিগের পদতলে শত শত নমস্কার। আবার যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন, তাঁহার পায়ের নীচে বসিয়া থাকা উচিত। দেখ, প্রেমময়, আমরা যদি প্রচারক না হইতাম, ডাক্তারকে টাকা দিতে হইত; ঔষধের মূল্য কত লাগিত। কেন চিকিৎসক আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন ? মরে যাব, আমাদের শেয়াল কুকুরে খাবে, গরিব কাঙ্গাল কত মরে যাচ্ছে। লক্ষ্মীপ্রেরিত চিকিৎসক। প্রচারক যে, সে অনাথ। লক্ষ্মী ডাক্তারকে পাঠাইলেন। তাঁর চরিত্র যাই হউক, তিনি ঔষধ নিয়ে আসিলেন, তাঁহার সংস্পর্শে স্বর্গের দূতের সংস্পর্শ। মা, তুমিই রোগের সময় ডাক্তারকে পাঠাইলে। এক রাত্রের মধ্যে ব্যারাম আরাম হইয়া গেল। মা, তোমায় কৃতজ্ঞতা দিব, আর ঐ লোকটাকে কেন উপেক্ষা করি ? তার পর আবার রোগের সময় ঐ লোকটার আসিতে একটু দেরি হইয়াছে, ওর উপর গরম হইয়া

বসিয়া আছি। ঈশ্বর, তুমি দয়া করে একটি লোককে প্রেরণ করিলে, প্রাণটা চৌদ্দ শত বার নমস্কার করুক। ব্যারামের সময় কে কাছে বসেছিলেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

ঈশ্বরের প্রচারক, ইহাদের বাড়ী তৈয়ার তুমিই করিয়া দেও। লক্ষীর সংসার লক্ষী করিয়া দেন, মানুষ কি বুঝবে! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনেক দিন প্রচারকদিগের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, সকলে তাঁর দোষ দেখে, গুণ আলোচনা করে না। ইহা ছোট মনের ভাব। অন্যেরা বিচার করে করুক, আমি তাতে নাই। আমি কেবল নমস্কার করিব। খাওয়ায় যে, তাহাকে নমস্কার; কাপড় দেয় যে, তাহাকে নমস্কার। কি হে, ফুল দিচ্ছ? নমস্কার। উপকার করে পরে নয় মারিলে, এক সময় তো উপকার করিলে। সেই ডাক্তার কৃষ্ণধন ওলাউঠার সময় কত খাটিল—সে মন হইতে যায় না। উপকারী বন্ধু জীবন দিয়া জীবন কিনে রাখলে। সে কি উপকার করে নাই? একদিন রাত জেগে উপকার করেছে। এর ভিতরে যেন কেহ অকৃতজ্ঞ না থাকে। যাদের কাছে উপদেশ পেলে, তাদের নয় অগ্রাহ্য করিলে; কিন্তু যারা টাকা দিয়ে খাওয়াইল, তাদের কেন অগ্রাহ্য করিবে? তাহাদিগকে যেন মা বাপ মনে করি। একদিন হাসিতে হাসিতে একজন বাড়ীতে এসে একটি ফল দিয়ে গিয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত তাকে ভাবিব। যাঁহারা পয়সা কাপড় দিয়ে উপকার করেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভাজন। লক্ষী, এই যে তুমি একে দিয়ে পয়সা, ওকে দিয়ে কাপড় দিচ্ছ, এ তোমার লীলা-খেলা। মা, দয়ালু বন্ধু যাঁহারা ধন, জ্ঞান, পরমার্থ, উপদেশ দিয়া উপকার করিয়াছেন, মা লক্ষী, তোমার সেই প্রেরিত উপকারী দূতদিগকে সম্মান করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার লোকগুলিকে নমস্কার করি।

মা, দুঃখীর বন্ধুদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যাঁহাদের নাম প্রচারের দানের খাতায় আছে, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদি সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। দুঃখী যদি দুই হাত তুলিয়া বলে, ভগবান্ সুখী করুন, কেউ কি দুঃখীর কৃতজ্ঞতা নেবে না? মা, চাকরী করিতে হইল না, ফাঁকি দিয়া ভাত খাই, চোর ডাকাতের চেয়েও এ যে ফাঁকির ব্যাপার। ওরে দুষ্ট অলস মন, তুই তিসির কারবার করিলি না, তুই বিষয়ীদের সঙ্গে দেখাই করিস্‌নে। এই কটা লোক ফাঁকি দিয়ে খায়। পয়সা দিল না, দোকান থেকে কাপড় এল, স্ত্রী পুত্রকে দিল। ঔষধ আনিল, শিকি পয়সাও দিল না। কৃতজ্ঞ লোক মরে না।

তোমার এই যে তিনটি লোক—কান্তি, মহেন্দ্র, রাম—প্রচারকদের উপকার করেন, এঁদের শান্তি দাও। ধন্য তাহারা, যাহারা অন্য লোকের দুঃখ দূর করে। আমায় এক মুটো ভাত যারা দেয়, তারা কি সামান্য? ওরে বন্ধুগণ, লবণ খাইয়েছিস্ তোরা। মা, বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া, যাহাতে তোমার বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলের প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপকারীদিগের জন্য।

কমলকুটীর, বুধবার, ২৭শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
১০ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, তুমি যে উপকার কর, তুমি যে উপকারী, তাহাই ঠিক। আমার মা, তুমিই মানুষের মত হইয়া, মানুষের আকার

ধরিয়া জীবের উপকার কর। এই জন্য যিনি উপকার করেন, তিনি দেবতা। তাঁর দক্ষিণ হস্ত যখন আমার চক্ষের জল মোচন করে, সেই তোমার হাত। ইহা যেন আমি মানি, আমি যেন বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিলে কি হইবে? মানুষেরা বলিবে, তা হলে তুমি উপকারী মানুষের প্রতি আর কৃতজ্ঞ হইবে না। হরি, আমি তাহা বলি না। আমি বলি, আমি তো মানুষকে আরও বড় করিলাম। মানুষে দেবত্ব আরোপ করিলাম, মানুষকে তো বিলোপ করিলাম না। ঐ যে বন্ধু আসিতেছেন, আমার রোগের জন্য ঔষধ লইয়া, মা তাঁর আকার ধরিয়া আসিতেছেন। যখন আমি প্রেম দেখিব, তখন দেখিব মার প্রেম। যখন যিনি উপকার করিবেন, আমি বলিব, মা উপকার করিতেছেন। ধনেতে, ঔষধে, বস্ত্রে, আহারে, নানা দ্রব্যে তুমি অবস্থান কর। ঐ সকলি প্রেমাধারে প্রেমবিন্দু। যে আমার একটু উপকার করিবেন, আমি তাহা মনে রাখিব। যাঁহারা এই দীন দাসের সেবা করিবেন, এ সকল লোক দেবাংশ। এঁরা কি সহজ লোক? যাঁরা এই অকর্ম্মণ্য লোকের গা টিপিয়া দেন, গা স্পর্শ করেন, নানা রকমে উপকার করেন, তাঁরা দেবাংশ। এ তুমি নিজে পার, আর কেউ নয়, তুমি স্বমতি হয়ে দয়াবান্ পুরুষের মনে উপস্থিত হও। মানবদেহে অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষের উপকার কর।

হরিধন, মানুষের ভিতর মানুষ হয়ে, ঔষধের ভিতর ঔষধ হয়ে, আহারের ভিতর আহার হয়ে, জলের ভিতর জল হয়ে এত লীলা-খেলা কর? যাঁরা এই সেবকের উপকার করিলেন, আমার মা, তুমি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। যে যে পরিমাণে উপকার করিলেন, সেই পরিমাণে তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। মা, কৃতজ্ঞতার বল প্রার্থনা কচ্চি তোমার কাছে। আমি অন্তরের অন্তরে খুব কৃতজ্ঞ

যদি উপকারীর কাছে না হই, আমি তবে পাষণ্ড, নারকী, নরকের কীট। মা, তুমি আমার বুকের ভিতরের কেতাব দেখেছ, যাতে আমি লিখে রেখেছি, কোন্ বৎসরে কোন্ দিনে কোন্ মুহূর্ত্তে কার কাছে উপকার পেয়েছি। উপকার যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে চিরকালের ঋণ। সে ঋণ ফুরায় না। কারও দোষ আমার ঋণ তো কমায় না। যে ঋণ দিয়েছে, সে দিয়েছে; তার পর সে 'হাজার দুষ্কর্ম্ম করিলেও আমি তার কাছে ঋণী। তার ঋণ শোধ করিতেই হইবে।

এই প্রত্যেক উপকারী বন্ধু যাঁরা আছেন, প্রত্যেকের পদানত হয়ে ঋণ স্বীকার করিবই করিব। এ জীবনে যিনি যে উপকার করেছেন, তাঁরা যেখানে থাকুন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হইব। হে উপকারী বন্ধুগণ, তোমরা সকলে বন্ধু, তোমরা সকলে আমার পিতার অংশ, তোমরা সকলে দেবতা। হরি তোমাদের ভিতর দিয়া সেবা করিবেন পামর অসার জীবদের। তোমরা ধন্য হও, ধন্য হও! হে শ্রীভগবান্, যে যা উপকার করেছে, তা যেন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। তোমাকে বলিব তাদের আশীর্ব্বাদ করিতে। দীনবন্ধু, করুণাময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যতদিন বাঁচিব, উপকারী বন্ধুদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা দিয়া, তাঁদের দেবাংশ দেখিয়া, চিরদিন যেন তাঁদের পদানত হইয়া থাকিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিরোধিগণ।

কমলকুটীর, বুধবার, ২৯শে পৌষ, ১৮০২ শক;
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু, হে দয়ার অনন্ত প্রস্রবণ, হরিভক্তেরা অদ্য ক্ষমার ব্রত পালন করিবার জন্য তব সন্নিধানে উপস্থিত। কঠিন ধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। অস্বীকার করি যদি তোমার ক্ষমাগুণ, তবে এই হয়, যে মা ক্ষমা করে না, সে মা পরিত্রাণ করিতে পারে না। যে মা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না, সে মা শত্রুকে উদ্ধার করিবে কিরূপে? দেবতা যদি ক্ষমা না করেন, ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। তুমি যদি ক্ষমাশীল না হইতে, ভয়ানক দণ্ডদানে আমাদের হৃদয় চূর্ণ করিতে। হে প্রেম-স্বরূপ, তোমার বক্ষে যে ক্ষমাগুণ, তাহা অন্তরিত করিয়া রাখ দেখি, এখনি আমরা মরিব। এই পাপিমণ্ডলী আমরা আছি তোমার ক্ষমাগুণে। তোমার জ্ঞান থাকে থাকুক, সাধুর প্রতি প্রেম থাকে থাকুক, ক্ষমা যদি ব্রহ্মহৃদয় হইতে বাহির হয়, পাপীরা মরিবে। এক খেই সূত ক্ষমার উপরে পাপীদিগের জীবন। তোমার পুণ্যে ও শক্তিতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি তাহা নহে, তোমার ক্ষমাগুণে বাঁচিয়া আছি। তোমার ক্ষমার চরণ সেবা করি।

ঈশ্বর, তবে আমরা, আমাদের দ্বারে যে শত সহস্র শত্রু আছে, তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিব না? ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল উত্তেজনায় মন গরম হয়। আমরা যখন বিচারকের আসন গ্রহণ করি, তখন ভুলিয়া যাই, পাপীর গতি নাই ক্ষমা বিহনে। ভাইকে দিলাম না সেই ভালবাসা ক্ষমা, যাহা মা বাপের কাছে চাহিতেছি। হে ঈশ্বর, আমরা যে প্রতিদিন তোমার কাছে হাত যোড় করিয়া

বলিতেছি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে দাও। আমরা তোমার কাছে যাই, যেন ছোট পাপের জন্য ক্ষমা চাই, ভাই বন্ধুদের পাপকে বড় মনে করি। পিতা, ক্ষমা যদি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিত, এই পাড়া শান্তি-নিকেতন হইত। দোষীর প্রতি উত্ত্যক্ত হইয়া দণ্ড দিতাম না। এখন রাগের রাজ্য আসিয়াছে। পয়সা পেলাম না বলিয়া রাগ, বন্ধুদিগের প্রতি, দেশের প্রতি, জগতের প্রতি রাগ; অনুরাগ কোথাও রহিল না। কত সুখী তাঁরা, যাঁরা দিন রাত্রি ক্ষমা করেন। মানুষের জঘন্য চালাকীর কথা শুনিতে শুনিতে মন অবসন্ন হয়। আমার বন্ধুরা বলেন, ক্ষমা করা উচিত নহে, দণ্ড দেওয়া উচিত।

যেখানকার শাস্ত্র অক্ষমা, সেখানে নববিধান নাই। যখন তুমি নববিধান প্রেরণ কর, তখন তুমি বলিলে. সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। তোমার এই ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ূর পাখীর সুন্দর পুচ্ছ। যারা ক্ষমা করে না, তাহারা ধর্ম্ম কাক। সুন্দর ময়ূর পাখী সেখানে বসিবে কেন? আমরা মুখে বলিলেই তো নববিধানের লোক হইব না। শত্রু আমাদের ঢের হইয়াছে। সকলে যদি খোঁচা মারেন, আর তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। শত্রুগুলিকে দেখিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। পৃথিবী থেকে শত্রু নিপাত হয়, এই ইচ্ছা। এই অপরাধ কোন্ সমুদ্রের জলে ধৌত হইতে পারে? যদি শত্রু না থাকিত, আমাদের দোষের কথা বলিত কে? আমরা সুখ্যাতির বাতাসে স্ফীত হইতাম। যাতে তোমার নববিধান জয়ী না হয়, এজন্য বিরোধীরা কত চেষ্টা করিতেছে। শত্রুতাতে তোমার উপরে নির্ভর বাড়িতেছে। এই কয়েক বৎসরে তোমার নববিধানের নিশান ফড়্ ফড়্ করিয়া উড়িয়াছে।

বিধাতা, কে জানে তোমার বিধি। মানুষ বিচার করিয়া বলিয়া কি করিবে? শত্রুদল এত প্রবল হওয়া উচিত নহে। যদি তোমার ইচ্ছাতে শিক্ষা দিবার জন্য শত্রুদল উঠে, তবে সেই শত্রুকে শিক্ষক করিয়া দাও। যখন শত্রুদল ঢাল তরবার লইয়া ঝকমক করে, তখন তোমার শ্রীচরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাই, কে জানে। যখন বন্ধুদের সান্ত্বনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, যখন ভয়ে গা কাঁপিতেছে, সে সময়ে 'দীনবন্ধু, দীনবন্ধু' বলিয়া ডাকিলে কত সুখ হয়। সুমতি দাও, এই আক্রান্ত জীবকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষমা দ্বারা শত্রুতা জয় করিয়া, শত্রুবক্ষেও বিধানের নিশান নিখাত করি।

রেগে মারিলে সুখ কি? আমরা আচ্ছা করিয়া শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছি, একথা কাপুরুষতা। তাহারা আমার পরিবারের কিসে অসুখ হয়, এই চিন্তা করিতেছে; আহা, ঠাকুর, জল ঢাল। আমার উপর রেগে কষ্ট পাচ্ছে কেন? বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। আমার মত একটি মানুষকে অপদস্থ করিবার জন্য এত কষ্ট! আহা, এতক্ষণ হরিনাম করিলে কত সুখ হইত, চিন্তামণির চিন্তা করিয়া কত সুখী হইত! আকাশে নিক্ষেপ করিলে কি তীর বেঁধে? বাতাসকে কে গুলি দিয়া মারিবে? চিন্ময় আত্মাকে কি মানুষ বধ করিতে পারে? জ্বরে মরে যায়, দেখিলে দুঃখ হয়; কিন্তু তোমার উপরে রাগ করে যদি উপাসনা না করে, যদি কেহ বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য রেগে মরে যায়, তবে তার জন্য কেন দুঃখ হইবে না?

মা, নববিধানের লোক শত্রুনির্য্যাতন করে না। মরিবার পথে যাবে যে, তার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে। মা, শরীর কুণ্ঠিত হয় এই কথা শুনে। দশ হাজার লোকের কুবুদ্ধির উপরে

আঘাত পড়িতেছে বলিয়া তারা রণক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মা শরীরকে বুঝাইল, শরীর, এ শত্রুরাও আমার ভাই। এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িব। কি অস্ত্র জান? প্রেম, এক ফোটা জল, ঢেউতে টেনে নেবে। এরা ক্ষমাশীল দয়াশীল হউক, এরা জীবের পরিত্রাণের জন্য কাঁদুক।

শত্রুদিগকে তোমার পথে আন। এই সময়ে যদি আমরা অমুক অমুককে স্মরণ করি, তারা যদি তোমার শ্রীচরণতলে ফিরে আসে! মা, আসিবে না তারা তোমার কাছে? হাজার বৎসর পরেও আসিবে না? তোমার প্রত্যেক সন্তান আসিবে। এখন আমাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতেছে শিক্ষা দিবার জন্য। হে ঈশ্বর, তাহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া দেও। ভক্তের পক্ষে কোন ঘটনা অনিষ্টকর হইতে পারে না। প্রহ্লাদ মরিবে না, স্থির হইয়াছে; তবে আর যেন গালাগালি না দি। আমাদের হৃদয় প্রশান্ত কর। নববিধানের লোক স্বর্গীয় দূতের মত। ভাই, উপাসনা করিলে কি হইবে? রাগ ছাড়। নববিধানের প্রথম ওঁকার ক্ষমা। আমাদের উপাসনা কেন সুমিষ্ট হয় না? এক উপাসনা নিয়েও ঠাট্টা করিবে? হে হরি, ভাবিতে গেলে মনুষ্যহৃদয় বলে, আর শত্রুতার ভার সহ্য করিতে পারি না।

মা, তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, আজ আসিতে না। পৃথিবীতে যত শত্রুতা, অপমান, তোমার মস্তকে। আমাদের জননী, আমাদের শ্রীমতী লক্ষ্মী, এমন সুন্দরী লাবণ্যময়ী। এমন কোমল দুগ্ধপূর্ণ স্তনের উপরে কামানের গোলা মারিয়াছে! মা জননীর মুখের হাসি কমিল না। মাতো কখন রাগিলেন না। একদল সুরাপায়ী নাস্তিক বলিতেছে, আবার, মা, তুই এসেছিস্? আবার বৈরাগ্য নিরামিষ ভোজন

শিখাচ্ছিস্? কিন্তু মার তাতে কি হইল? শক্র বর্ষণ করিতেছে বাণ, হাস দেখি। মার মত হাস দেখি। লক্ষ লক্ষ লোক না হয় অপমান করিল। মা, বলে দেও, শিখাইয়ে দেও, বৈরনির্য্যাতনের ভিতরেও কেমন করিয়া "মঙ্গল হউক" "মঙ্গল হউক" বলা যায়। তোমার সাধু পুত্র বিমল-হৃদয়ে শক্রদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিয়া গেলেন। ওরে বুকের ধন মহর্ষি ঈশা, তোর মাথায় যে কাঁটা দিল! যে কাঠে তোকে মার্‌বে, সে কাঠ তোকে দিয়ে বহন করাইল। ওরে সেই দুষ্মন্‌গুলো তোর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল। তোর বাপকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলে, সে ঐ অস্থরগুলোকে শাস্তি দিতে পারে না? ও যে বলে গেল, "আমার বাপের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এসেছি।" কেমন বাপ সে, যে ছেলের দুঃখ দূর করে না। ঈশা ধন, পরম ধন যদি বাঁচিত, কাঁটার মুকুট ফেলে দিয়ে সোণার মুকুট পরে আমাদের বাড়ীতে আসিত। হায় রে ঈশা, তোর প্রাণ থেকে একটি অভি-সম্পাত বাহির হইল না! তুই ক্ষমা করে চলে গেলি। কোলে করে নেরে ঈশা, তোর রক্ত মেখে দে, ক্ষমা শিখি। আমরা শক্রতার বিনিময়ে শক্রতা দিব? ঈশার মা, মায়ে পোয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইলে। নববিধানের লোক বিধানবিরোধীদিগকে ক্ষমা করে না। মা, তুমি ছেলেকে নিয়ে মেঘের উপরে বসে আছ। আঠার শত বৎসরের ঈশা ক্ষমা শিখাইতেছেন।

মা, আমাদের মুখ কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা নাই। খুব প্রাণ দিয়ে যদি, তাহা হইলে শক্রতাকে পরাস্ত করিতে পারিব। ও শক্র, তুই চল্‌না মার কাছে? ভাই শক্রদল, দাঁড়াও, তোমাদিগকে নমস্কার করি। সমস্ত শক্র ভাই সারগেঁথে এদেশে ওদেশে দাঁড়াও। বন্ধু-দিগকে প্রণাম করিয়াছি, আজ শক্রদিগকে প্রণাম করি। কেন না,

তোমাদের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডপতি আছেন। তোমরা না এলে কি নববিধান আসিত? লড়াই হইতেছিল, এমন সময় আকাশ থেকে মাকে লইয়া নববিধানরথ আসিল। শত্রুদের দ্বারা কত উপকার! জয় বৈরনির্য্যাতনের জয়! জয় গালাগালি দ্বারা সংবাদপত্র পূর্ণ করার জয়! কেন না, তদ্দ্বারা নববিধান আসিল। মা, রাগ ছেড়ে, ভেড়ার মত বিনীত হয়ে, যেন শত্রুদের কল্যাণ সাধন করি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

* *, * * * * জান, আমরা উপাসনার সময় পরামর্শ করিয়াছি, ক্ষমার দ্বারা তোমাদিগকে পরাস্ত করিব। মা, আমাদিগকে আগুনে পোড়ায়ে খাটি সোণা করিয়া দিবেন। মার আজ্ঞা, তোমাদিগকে ক্ষমা করিব। মা, বিলাতে Miss Collet, Voisey বিরোধী আছেন; যাহাতে তাঁহাদের প্রাণও তোমার কাছে আসে, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। জয় দয়াময়ের জয় বলিতে বলিতে সকল শত্রুতা পরাজয় করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শত্রুদিগের জন্য।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
১১ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে শত্রুবৎসল, শত্রুর পিতা, তুমি যখন শত্রু মান না, তখন আমি কোথাকার কে যে শত্রু মানিব? যে শত্রু মানে, সে স্বার্থপর, সে অহঙ্কারী। তোমার চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ ধার্ম্মিকের ঘরেও যায়, পামরের ঘরেও যায়। তোমার ধানের ক্ষেত নাস্তিক আস্তিক

দুইয়েরই সম্মান করে। তোমার নিদ্রা পরিশ্রমের আরাম, তাহা যোগীর চক্ষুকে শীতল করে, নাস্তিক ব্যভিচারীকেও আরাম দেয়। তোমার জগৎ শত্রু মিত্রের বিচার করে না। ভগবান্ যখন শত্রু মিত্র দুইয়েরই মুখে অন্ন দেন, তাঁর ব্রহ্মাণ্ডও তাই করে। হরি, আমি তোমার জগতের মত হইতে পারিলাম না। আমাকে যে কটু বলে, তার মুখে আমার অন্ন দিতে ইচ্ছা করে না। পিতা, দুষ্মনের মন দেখ।

পিতা, তোমার প্রতি লোকে কত শত্রুতা করে। তোমার মুখ বেজার হয় না। তোমার সূক্ষ্ম বিচারের নিক্তি কোন দিকে একটু টলে না,—পাছে তোমার অনন্ত করুণার উপর দোষ পড়ে। সমস্ত রাত্রি পাপ করিয়া শরীর কলঙ্কিত করেছে, এমন যে পাপী সকালে স্নান করিতে গেল, তোমার উদার গঙ্গা তাকে জল দিয়ে শীতল করিল। আর সমস্ত রাত্রি যোগসাধন করিয়া শরীর পুণ্যের তেজে পূর্ণ করেছেন যে যোগী, তাঁকেও সেই ঘাটে স্নান করিতে বলিল। কি ভয়ানক বিচার! তোমার ন্যায়ের বিচারের চেয়েও দয়ার বিচার অধিক। যে তোমার নামও করে না, যদি বা করে, গালাগালি দিবার জন্য, তার মুখেও তুমি অন্ন দাও। আর আমি কি করি?

মা, আজ না কি উৎসবের ক্ষমার দিন। যিনি যেখানে আছেন, যাঁরা আমাদের শত্রুতা করেন, বা আমাদিগকে শত্রু মনে করেন, তাঁদের মাথায় তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রাখ। তাঁদের অন্তরের সহিত যেন ভালবাসিতে পারি। যদি না পারি, অপ্রেমের ভয়ানক নরকে যাইতে হইবে। মা, ধর্ম্মসাধক হয়ে কেন ভালবাসা দেব না? পাপী হয়ে, অধম হয়ে কি সাহসে অন্যকে ঘৃণা করিব? যদি কেউ অত্যাচার করে, একটু তবে তোমার সৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে

দেখিলেই ক্ষমা শিখিতে পারিব। আমরা কে? কেবল ক্ষমা করিতে আসিয়াছি, ভালবাসিতে আসিয়াছি, বিচার তুমি করিবে। পিতা, উৎসবের সময় আমাদিগকে ক্ষমা করিতে শেখাও। আমরা বড় ক্ষমাবিহীন। পিতা, আমরা সাধু হব বলে সাধন কচ্চি, আমরা ক্ষমা দেব না? যাঁরা যাঁরা আমাদের প্রতি কুব্যবহার করেন, আমরা যদি কেবল তাঁদের উপকার করি, অন্যায় তো হবে না। মা, এবারকার উৎসবের সময় ক্ষমাবৃক্ষ সতেজ হউক, সহস্র অত্যাচারেও যেন উত্ত্যক্ত না হই। হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া গরিবের এই প্রার্থনা আজ পূর্ণ কর, যেন আমরা সকলে অক্ষমার নরক হইতে মুক্ত হই, এবং সকলকে ক্ষমাপাশে প্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আত্মার জন্য।

কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৯শে পৌষ, ১৮০৪ শক;
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, হে নিরাকার চিন্ময় হরি, শরীরের ভিতর শরীর ছাড়া একটি বস্তু আছে, আজ উৎসব সেই আত্মাকে বড় করিবে। অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে শরীরবিস্মৃত, সংসারবিস্মৃত কর। হে ঈশ্বর, অঙ্গহীন কর সম্পূর্ণরূপে, সব অঙ্গ বিলোপ কর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব গেল, আমি নিরাকার হইয়া গেলাম, শরীর আর নাই। কেবল আত্মা। জড় কি চিনি না, চিন্ময় বস্তু আমি। আমি আকাশ, আমি শূন্য, আমি পঞ্চভূতের অতীত। আমি অদ্ভুত, আমি

ভূত নই, ভৌতিকের অতীত। সেই "আমিকে" আমি ভাল করিয়া অনুভব করুক। হে আমি, জ্বলন্ত জীবন্ত পদার্থ, তুমি না কি আমি? তুমি না কি আমার দেহ নও, তুমি না কি নিরাকার? সেই তুমি না কি আমি? সে আমি নাই, যে আমি খায়, যে আমি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে। এ আমি ঘনীভূত, শক্তি সামর্থ্যের অপ্রকাশিত প্রকাশক। প্রচ্ছন্ন পদার্থ, গুরুত্ব, সার, নীরেট।

হে অদ্ভুত, তোমাকে বরণ করি। তুমি আমি যে অভেদ জানিতে দিয়াছ, এ জন্য কৃতার্থ হলাম। তোমার শরীর নাই, আরও "নাই" হোক্। স্বস্তি স্বস্তি করে করে সচ্চিদানন্দে লীন হউক। বড় সচ্চিদানন্দ, আর ছোট সচ্চিদানন্দ। আর কিছু "আমি" নহি। হাত পা চোখ মুখ কিছু নহি। সার চিন্ময় আমি রহিলাম। তুমি আর আমি। বড় চিন্ময়, আর ছোট চিন্ময়। বড় অদ্ভুত, আর ছোট অদ্ভুত। স্মরণ করাও ভগবান্। নতুবা সংসার আমার সর্ব্বনাশ করিল। সেই অদ্ভুত দেশ যেখানে সংসার নাই, পরিবার নাই, দেহ নাই, স্ত্রী পুত্র নাই, সেই দেশে আছি। সে দেশে দুটি পাখী থাকে ভাল। শরীর নাই, অথচ পাখী। জীবন নাই সে দেশে, অকূল সাগর, কূল নাই, নৌকা নাই। অকূল সাগরে বিন্দু আত্মা মিশাইল। অকূলে অকূল।

আজ আর শরীর নাই। ভিতর থেকে একটি পদার্থ বাহির হইল, সেইটি হরিকে ডাক্‌ছে। এমন তেজ, এমন পুণ্য এই আত্মার! বড় বিক্রম, বড় ভয়ানক শক্তি তোর। এতটুকু সরিষার চেয়ে ছোট তুই। সূক্ষ্ম তুই, কিন্তু এত গন্ধ, এত তেজ বাহির করিয়াছিস্! তুমি বস্তু, তুমি ইহকাল পরকালে থাক। তুমি পদার্থ, আর শরীরটা জন্তু। চলে যাক্ শরীর। জ্যোতির কোলে জ্যোতি, চিন্ময়ের কোলে

চিন্ময়, গোলাপের কোলে ছোট গোলাপ, সৌরভের কোলে সৌরভ, আত্মার কোলে আত্মা। এই আমার যোগ, এই আনন্দেই আছি। এ কি কম যোগ? চিন্ময়, ভাই তুমিই যথার্থ বস্তু। মানুষ তোমাকে জন্ম দেয় নাই, পবিত্র আত্মজাত চিন্ময় পদার্থ, তোমার জন্ম প্রচ্ছন্ন। তোমার পিতা আকাশে। তুমি কিরণ, ভগবানের চিদাকাশে চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ কর।

হে আমার আত্মন্, তুমি আমার ভিতর ঠিক হয়ে থাক। তা হলে আমার কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা সব অসম্ভব হবে। হে পবিত্রাত্মা, তুমি একবার আত্মাকে "শ্রীঅদ্ভুত" নামকরণ করে, ক্রোড়ে লইয়া বোস আমার সম্মুখে। আমি ভাল করিয়া দেখি, ভাল করিয়া চিনি। হে বৃহচ্চন্দ্র, তুমি ক্ষুদ্র চন্দ্রকে কোলে নিয়ে বোস। আমার আত্মাকে তাহার নাম ধাম বাড়ী জন্মবৃত্তান্ত সব বল। বল, জগৎপতি! বল, বিশ্বপতি! আমার গৌরবের কথা তোমার মুখে শুনিলে, আমি যে বড় মানুষের ছেলে, তাহা বুঝি। সব নীচতা চলে যাক্। হে আত্মার পরমাত্মীয়, হে আত্মার পিতা মাতা, আত্মাকে তোমাতে বিলীন কর। হে দয়াসিন্ধু, হে গতিনাথ, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, এই যে নবপ্রকৃতিবিশিষ্ট নবকুমার, যাঁহার নাম শ্রীঅদ্ভুত হইল, যিনি ইঁহার পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রশংসিত, স্বর্গ কর্ত্তৃক আদৃত, এই আত্মাই আমি, তাহা বুঝিতে পারিয়া যেন আমরা সকল নীচতা পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাগরণ।

কমলকুটীর, বুধবার, নিশীথ সময়, ২৯শে পৌষ, ১৮০২ শক ;
১২ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য সমুদায় রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত হয়। কমলকুটীরে সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী প্রথম রাত্রি হইতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া দুপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকেন। এই কথোপকথনে প্রত্যাদেশ প্রেরণা প্রভৃতির গূঢ় মর্ম্ম সমালোচিত হয়। অনেকে স্ব স্ব জীবনে অল্পবিস্তর প্রত্যাদেশ ও প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করেন। কথোপকথনান্তে চন্দ্রকিরণশোভিত নিশীথ সময়ে সমবেত ভ্রাতৃমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে কমল-সরোবর প্রদক্ষিণ করত, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হন। সমুদায় দিক্ নিস্তব্ধ, গৃহ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, উপাসকমণ্ডলী সমাহিত, স্থান ঈশ্বরের পবিত্র আবির্ভাবে পূর্ণ। আচার্য্য গভীরস্বরে বলিলেন :—

গুরু, কাছে বোস; প্রশ্ন করি, উত্তর দাও; জ্ঞানদানে পরিত্রাণ কর। হে প্রেমসিন্ধু, আবার তোমাকে ডাকি, এই গম্ভীর সময়ে উপাসনা-স্থানে তোমার নববিধানের লোকদিগের মধ্যে তোমাকে ডাকি, দয়া কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের প্রত্যাদেশস্তম্ভ স্থাপন কর।

অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিন জন সমক্ষে বোস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহৃদয় হও, দেবদেব মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর; ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্ব্বাণে

সমুদায় আগুন নিবাইয়া দিয়া এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ।

এই তিনজন ব্যতীত আর আর যত লোক ঘরে আছেন, "সদ্‌গুরু, এই ঘরে এস" "সদ্‌গুরু, এই ঘরে এস" "সদ্‌গুরু, এই ঘরে এস" বারম্বার এই কথা বলুন। হে সদ্‌গুরু, দয়া করিয়া এই ঘরে এস। ঈশার গুরু, মুশার গুরু, শ্রীচৈতন্যের গুরু, এই ঘরে এস। আকাশের ঈশ্বর, এই ঘরে নিঃশব্দে এস। এই তিনজনের বুকে এস, তিন শিষ্যের প্রাণকে এক কর। তোমার এই তিনজনের হৃদয়কে এক কর। মহাদেব, এই কয়জনের রক্তের ভিতর যাও। তিনজন নাই, একজন। সদ্‌গুরুতে তিনে তিনের মিলন। সদ্‌গুরুর বুদ্ধি তিনের বুদ্ধি। সদ্‌গুরুতে তিন এক। এক সমুদ্রে তিন নদী মিলিত। এক শব্দ তিনজন শুনিতেছেন। এখন প্রশ্ন করি, তিনে এক? এখন তিন ব্রহ্মশিষ্য এক? তোমাদের জিজ্ঞাসা করি। সদ্‌গুরুর নিকট সেই উত্তর প্রার্থনা কর। আজ না হয়, পরে উত্তর দিও। আজ সদ্‌গুরুর কাছে জানিয়া লও। স্থির, শান্ত, অভেদ। আমি এখানে আছি, আমার সঙ্গে তিনের মিলন। এক হই চারি জন। চারিজন একাকার হই। জিজ্ঞাসা কর, উপযুক্ত হইলে? আবার স্মরণ করাইয়া দি, শান্ত স্থির হইয়া এক দিকে দৃষ্টি কর।

১। যে দুঃখ বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে আছে, তদপেক্ষা আরও দুঃখ বৈরাগ্য বাড়িবে? সদ্‌গুরু, আরও বৈরাগ্য, আরও কষ্ট সাধন, আরও গরিব না হইলে চলিবে না? ঠিক বল। তোমার সমক্ষে তিনজন শিষ্য এক হইয়া বসিয়াছেন।

এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, এক সিদ্ধান্ত করিলাম।

২। সদ্‌গুরু, কি উপায়ে তোমার নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হয়, সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হয়, একহৃদয় কিসে হয়? স্বর্গীয় গুরু, তুমি বল, এই প্রণালী; এই জীবের ভিতর দিয়া বলিতে হইবে। তিন জীবে এক জীব, শুন। শুনেছ কাণ? ব্রহ্মের অভিপ্রায় বুঝেছ? এত ভক্ত এক হইবে, সম্প্রদায় আর থাক্‌বে না। স্থির হও, খুব স্থৈর্য্য ধারণ কর। এবার বল, মা, সদ্‌গুরু, বল।

৩। কিসে তুমি নববিধানের আশ্রয়ে আনিতে পার, তাহার রহস্য বল। কিসে সকলের প্রাণকে বিমোহিত করিতে পার, হে প্রণালী, তুমি বল। সঙ্কেত জিজ্ঞাসা কর মাকে। এই প্রত্যাদেশের ঘর। ভিতরে ভিতরে সুবুদ্ধি দিয়ে বল। সদ্‌গুরু, উত্তর দানে কৃতার্থ কর। হইল বিচার-নিষ্পত্তি, প্রশ্নের উত্তর আসিল।

৪। স্থির হও, শান্ত হও, সদ্‌গুরুর পানে তাকাও। জিজ্ঞাসা কর, প্রধান উপায় কি কি করিলে আগামী বর্ষে নববিধানকে মহিমান্বিত করিতে পার, যাহা করিলে নববিধান জয়ী হইতে পারেন, লোকে নববিধানকে শ্রদ্ধা করিবে। গুরুবাণীর প্রতি কর্ণপাত কর।

গুরু, এই সকল সাঙ্কেতিক কথা পূর্ণ করিবার জন্য বল। ব্রহ্মপদে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

ত্রৈলোক্য এবং দীন সমক্ষে বোস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর। মা সরস্বতি, অবতীর্ণা হও, বীণা ধারণ করিয়া তোমার প্রিয় কমল-কুটীরের পবিত্র উপাসনাস্থানে এস। এই দুইজনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার দুই, ভাব এক। সরস্বতী এক, বাহন ছিল দুই, এক হইল। মা, সঙ্গীত-বিদ্যাধরি, তব প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষা করি। ভারতের অসুর মরিবে সঙ্গীতে, স্বর্গপ্রেরিত সঙ্গীতে।

সরস্বতি, সদুপদেশপ্রদায়িনি, সঙ্গীতের সুস্বরপ্রদায়িনি, সুধাসাগরের আনন্দলহরীতে এই দুই এক হইল। সরস্বতি, তোমার উত্তর দিতে হইবে। এই দরবার সঙ্গীতে যদি সম্বদ্ধদল না হয়, সঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহা হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জনসমাজের পরিত্রাণ হয়? একখানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে? দলেতে যে সঙ্গীত জমাট হয়, তদ্দ্বারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে? ত্বরা করিয়া বল, হে সরস্বতি। মা, কি রকম করিয়া চলিলে সঙ্গীত-প্রচারক—সুস্বরের পক্ষী—নির্লিপ্ত সংসারী হইবে? কি রকম জীবন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার মুখ হইতে স্বর্গের কবিত্ব বাহির হইতে পারে? আদর্শ জীবনের কথা বলিয়া দাও। দৃষ্টান্ত শুদ্ধ বলিয়া দিলে। এমন কোন সুর আছে কি না, যাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যা শুনিলে নববিধানের দল ক্ষেপিতে পারে? সমস্ত দল শুদ্ধ ক্ষেপিতে পারে কি না? রামপ্রসাদের রামপ্রসাদী সুর, নববিধানের কি সুর? ক্ষেপাইবার সুর, ক্ষেপাইবার মন্ত্র, উন্মাদিনী শক্তি। যেমন শুনিবে ঘরের বউ, রাস্তার লোক, আফিসের কর্ম্মচারী, ক্ষেপিবে। বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কি? প্রণালীর ভিতর এই উত্তর দাও। আছে কি না বল? এতেও কি নূতন সুর, নূতন সুরা আছে কি না, বল। আমাদের সকলের জীবন গদ্য, না পদ্যপ্রধান হইবে? নববিধান—পদ্য, কবিত্বের সময়, না গদ্য? তোমরা পরস্পরের হস্ত ত্যাগ কর। ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

তোমরা মনে করিও না, উপস্থিত বন্ধুগণ, সরস্বতী এখানে নাই। এই গম্ভীর সময়ে সরস্বতী প্রত্যাদেশ দেন। শান্ত হও, নববিধানের রহস্য সকল শুন। ধন্য সে, যে একবারও সরস্বতীমুখে কথা শুনিতে

পায়। প্রত্যাদেশের গুরু এবার সকলকে কিছু কিছু দিয়া কৃতার্থ করুন।

হে আনন্দময়ী জননি, কি সুখে আছি আমরা। তারের ঘরে গেলেই এ সকল শব্দ শুনা যায়। এ কাণে নহে, ভিতরের কাণে। আনন্দময়ি, যাই টুং টুং করে শব্দ হল, সুখের খবর পেলাম। বৈকুণ্ঠ থেকে খবর এল। বাইবেল কোরাণ পড়িতে হয় না। মা, তুমি হাস না, হাসি পাঠাইয়া দিলে আমরা হাসিব বলিয়া। হাসাইলে, হাসিলাম। আনন্দময়ি, প্রত্যাদেশের ব্যাপার দেখাও। মা বাগ্দেবী কথা কহিতেছেন, শুনে মুগ্ধ হই। হে প্রেমময়ি, হে মোক্ষদায়িনি, আমরা যেন তারের ঘরে বসে তোমার কথা শুনি, হৃদয় মনকে শুদ্ধ করিতে পারি, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অনন্তর নিম্নলিখিত প্রণালীতে উদ্বোধন হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়—

পৃথিবীর কোলাহল কোথায় গেল। মানব যাহা বহু চেষ্টায় পারে না, দয়াময় ঈশ্বর অন্ধকার রজনীকে আনিয়া সহজে তাহা করিলেন, সমুদায় প্রকৃতি নিস্তব্ধ হইল। নিদ্রা বলিয়া তিনি একটি অবস্থা আনিয়া দিলেন। এত গোল করিয়াছিল যে পৃথিবী, নিদ্রাদেবী যাই স্পর্শ করিলেন, সব তেরি মেরি চলে গেল। এখন মনে হয়, যেন পৃথিবী নাই। কেন ঈশ্বর এ সকল করিলেন? তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ডাকিবে, প্রেমসিন্ধু তাই এরূপ করিলেন। সমুদায় স্থির করিয়া দিয়া বলিলেন, সাধক, এখন আমার পূজা কর। প্রেমস্বরূপ কোথায়? রাজর্ষি, মহর্ষি কোথায় এই রজনীতে চুপ করে বসে আছেন? এ সময়ে মানুষ সহজে আপনার স্রষ্টাকে দেখিতে পায়। ঠাকুর, এই

অন্ধকারের ভিতরে যে তুমি চুপ করিয়া বসে আছ? ইসারা করে বলিলে, সব যোগীরা জাগ্‌ছেন, চেঁচাস্ নে। ভয়ানক যোগ ধ্যান, আত্মবিসর্জ্জন! সমস্ত সৃষ্টি যেন বল্‌ছে, চুপ চুপ, যোগ ভঙ্গ হবে। মহাযোগ হইতেছে। পৃথিবীর লোক ঘুমাইল, যোগীরা জেগে উঠিলেন। আমরাও যোগ সাধন করি। আমরা কি এই রাত্রে প্রকাণ্ড যোগে যোগ দিতে পারিব? আমাদের যতটুকু ক্ষমতা, ঈশ্বরের ভরসায় যোগ ধ্যান। যোগীদের ভাব আমাদিগকে অধিকার করুক। এই সময়, মন, একবার অনন্ত কালসমুদ্রে ভাস। এই কালসমুদ্রের তীরে যত যোগী মুনি বসে গিয়েছেন। আমরা যেন একান্তমনে দীনদয়ালের পূজা করিয়া জন্ম সফল করিতে পারি।

যথানিয়মে আরাধনা ও ধ্যান-ধারণান্তে নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইয়া সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা পরিসমাপ্ত হয়—

হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমাদিগকে অনুতাপ করিতে দেও। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয়জন তাহার দূত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য। হে পরম পিতা, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও, পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন, যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জীর্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এইদিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, ঐদিকে বুড়োমীর চূড়ান্ত। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি এবার কি না দিলে?

তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর, এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিত্তশুদ্ধির জন্য।

কমলকুটীর, শনিবার, প্রাতঃকাল, ১লা মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, উৎসবের রাজা, উৎসবের পূর্ব্বে গম্ভীর করিয়া দাও। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে ঘুরিতে দিও না, নয়নকে ফিরাইয়া দাও হৃদয়ের দিকে,—যেখানে পাপ অনেক দিন হইতে বাস করিতেছে। শুদ্ধ না হইলে উৎসব করা বৃথা। চিত্তশুদ্ধির জন্য, সাধনের জন্য যথেষ্ট সময় তুমি দিয়াছিলে; এখন আর কোন ওজর করিবার নাই। আমরা কি বলিতে পারি, আমাদের মনে ভাই ভগিনীদের প্রতি কোন কুভাব নাই? রাগ নাই, লোভ নাই, রাগ লোভ হইতে পারে না? হৃদয়ের বিষ, মনের পাপ কি ঘুচিবে না?

এবার উৎসবের দ্বারে ঢুকিবার পূর্ব্বে দ্বারবান্ হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এই সব লক্ষণগুলি আছে তো তোমার? তা হলে ঘরে প্রবেশ কর। মা, কি উত্তর দিব? কি বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিব? মা, আমি দেখি, প্রেরিতেরা খুব শুদ্ধ হইয়াছেন। কাম, ক্রোধ, লোভ আর তাঁদের নাই। হে কৃপাসিন্ধু, যাহা করিবার তুমি

কর। প্রত্যেককে শুদ্ধ কর, উৎকৃষ্ট জীবন দাও। উৎসবের সময়, মা, কালীর রূপ ধর। ধরে এই ঘরে বলিদান কর। নিকৃষ্ট জীবন সংহার কর। দীনবন্ধু, এইটি চাই। এখন, নাথ, আর "হলো না, হলো না, হয় না, হয় না" সে সব নয়। এখন আর সময় নাই, ভাল হতেই হবে। বুক চিরে দেখাই, বুকের ভিতর কুবাসনা পাপ নাই। তার পরে তোমার পা ধরে পাগল হয়ে বেড়াই। এঁদের বল্‌তে হবে সকলের কাছে, স্ত্রীলোকের প্রতি কোন কুভাব পোষণ করেন কি না, মনে অহঙ্কার আছে কি না, কল্যকার জন্য ভাবেন কি না। প্রতি জন যেন তোমার চরণপ্রান্তে পড়িয়া বলিতে পারেন, এবারকার মাঘই যথার্থ মাঘ। এবার শুদ্ধ হয়েছি, পাপশূন্য হয়েছি। এবার, ঠাকুর, হরি বলে স্বর্গের পবিত্রতা লাভ করিব।

এবার উৎসবে যেন অশুদ্ধ লোক না আসে। যদি আসে, অশুদ্ধ থেকে যেন ফিরে না যায়। বিশেষরূপে ব্রাহ্মসমাজের মাথার মাণিক যাঁরা, প্রেরিত যাঁরা, তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি। হরি, তাঁদের রক্ত শুদ্ধ করে দাও। তাঁদের রাগ ঈর্ষা লোভ একেবারে অসম্ভব করে দাও। হে ঈশ্বর, তোমার সাধুদের একবার আন। আজ তাঁদের বিশেষ প্রয়োজন। মা, কারও পাপ আর থাকিবে না। হে পিতা, আর চাব, এই চাব, জুড়াস্ যদি কেউ আমাদের মধ্যে থাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে যেন আশীর্ব্বাদ করিতে পারি, সকলের মঙ্গল যেন প্রার্থনা করি। আমাকে কেবল প্রেম শিখাও। লোভ, রাগ, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা দূর কর। এই দলকে সাধুদল কর। আর পুরস্কার চাই না। মফঃস্বল থেকে যে ভায়েরা আসিবেন, যেন যাবার সময় বলে যান, খুব দল প্রস্তুত হয়েছে। এমন নির্ম্মল চরিত্র, এমন শুদ্ধতা, এমন সাধুতা এঁদের ভিতর! মা মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া

আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আরতি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, বৃহস্পতিবার, ১লা মাঘ, ১৮০২ শক;
১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে আচার্য্য নববিধানের নিশান এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী নিম্নস্থান হইতে সোপানপরম্পরার ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে আলোক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, গং, নহবত, একতারা, খোল, করতাল, ঘড়ী ইত্যাদি সমুদয় জাতির বাদ্যব্যঞ্জক বাদ্যযন্ত্র হইতে তুমুলধ্বনি সমুত্থিত হইয়া আরতির কার্য্য আরম্ভ হয়। সঙ্গীতপ্রচারক একতারা হস্তে সুললিতস্বরে "জয় মাতঃ! জয় মাতঃ!" আরতির সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, সকলে তাহাতে যোগদান করেন। আরতি অন্তে আচার্য্য বেদী হইতে পরম মাতার স্তুতিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্জলিত ছিল। তিনি বলিলেন, বাহিরের এই পঞ্চপ্রদীপ কিছুই নয়, ইহা আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপের নিদর্শন মাত্র। এই আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপ ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের মুখ অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। পবিত্রতা, প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি ও বিবেক এই পঞ্চপ্রদীপ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে হয়। তিনি তৎকালীন যাহা বলিয়াছিলেন, কথঞ্চিৎ নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল :—

শঙ্খঘণ্টাধ্বনিসহকারে আরতি আরম্ভ হইল, আরতির বাদ্য বাজিল। স্বর্গ এবং পৃথিবী যোগ দিল। যোগী ঋষি সকলে

নববিধানাশ্রিত ভক্তদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন। গম্ভীর আরতির বাদ্য নির্জীবকে উৎসাহী ও প্রফুল্ল করে। সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মূর্ত্তি দর্শন কর, ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন কর।

হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার যত সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। ব্রহ্ম, আমরা তোমার আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, নিরাকার বিবেক প্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চপ্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর বলি, আর তোমার মুখের চারিদিকে দীপ ঘুরাই। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম আরও উজ্জ্বল হইতেছে। ব্রহ্মমূর্ত্তি, দেখা দেও। আকাশ জোড়া তোমার রূপ। সাধকের প্রদীপ দেখ। সামান্য জীবের কাছে বৃহৎ তুমি, ক্ষুদ্রের কাছে বড় তুমি। গগন-থালে সূর্য্য চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়া তোমার আরতি করে। আজ ব্রহ্মমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ তোমার সিংহাসন। প্রকাণ্ড মহাদেব, ক্ষুদ্র নর নারী তোমার আরতি করে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। বিভু, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, শত সহস্র প্রদীপ হাতে করি। সমাগত নর নারী তোমার মুখ দর্শন করিবে। ঐ আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার দর্শন করি, বিরাটরূপে। জয় মহিমান্বিত বিশ্বপতির জয়, জয় ভূমা মহান্ পরাৎপর ঈশ্বরের জয়।

সমস্ত আকাশ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল; সেই ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। আমরা সহস্র স্বর একত্র মিলাইয়া তোমার আরতি করি। আমরা ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইব। অচল, হইব না চঞ্চল; জ্যোতির্ম্ময়, হইব না অন্ধকার;

পবিত্র, হইব না অশুদ্ধ; মহান্, হইব না ক্ষুদ্র। মহান্ তুমি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর তুমি। আমাদের প্রেমপ্রদীপ, ভক্তিপ্রদীপ বলিয়া দিল, তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী সর্ব্বারাধ্যা দেবী। আমাদের প্রদীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নৃত্য করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। ভক্তহাতে প্রদীপ নাচে, তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হইল। ব্রাহ্মেরা কেন এতদিন তোমার আরতি করে নাই ? না, আবার আলোকটি ধরি। দেখি, তোমার স্নেহ-নয়ন কেমন। আলোক, দেখাও তো মার রূপ। মার মুখ দেখাইয়া দেও। এই যে আমার জননীর মুখ। মার মুখ সন্তানের কাছে প্রকাশ কর, মা; ইচ্ছা হয়, মার স্তনের দুগ্ধ খাই। মা, পঞ্চপ্রদীপের কি মহিমা। আজ তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান না। বঙ্গদেশ, ভারত, পৃথিবী, আজ জগজ্জননীর আরতি কর। আজ তোমার স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্তহৃদয়বিলাসিনীর আনন্দ-মুখদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম। মা, তোমার যত যোগী, যত ভক্ত, মা, তোমার যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় স্মরণ করি; নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীনকাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্বকথা সোণার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। উৎসব-ক্ষেত্রে আগত যাত্রী-দিগকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন।

আজ আমরা আরতির বাদ্য সহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। রাজা সম্রাট্‌দিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া সেই নববিধান-নিশান আজ আমরা উড়াইলাম। তোমার প্রেরিত নববিধান-নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা, ভীরুতা, অপবিত্রতা,

অসরলতা দূর কর। মা, তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর। দ্বার খুলিল ঝনাৎ করিয়া, দেব দেবী দেখা দিলেন। সকল লোকের সঙ্গে, সকল ভাই ভগ্নীর সঙ্গে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে এক হইলাম। গুণনিধি, তোমার সেবকের বক্ষে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয়, মা, যোগী ফকীর কর। এবারকার উৎসবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি আনিয়াছ, জানি না। এই তোমার সমক্ষে নববিধান-নিশান নিখাত হইল। নিশ্চয়ই নববিধান অক্ষয়, অমর, দশদিগ্বিজয়ী হইবে।

আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমাদের সেনাপতি ব্রহ্মাণ্ডপতি। এস, ব্রহ্মমূর্ত্তি, একবার কোল দেও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই। ব্রহ্মমূর্ত্তি, যেমন আছ গগনে, তেমন আছ নয়নে। মা, বন্ধু, তোমায় ছাড়িব না। মা, কোল দেও, আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হউক। তোমার শ্রীপাদপদ্ম বুকের উপর ধরিয়া, কলঙ্কিত নর পরব্রহ্মকে কি বলিতেছে। পাপীর বন্ধু, যথার্থই তুমি বন্ধু হইলে। আর কেন কাঁদিব? বেদের ব্রহ্ম—পবন যাঁহার আরতি করে, প্রকাণ্ড সূর্য্য যাঁহার দীপ—সেই প্রভুকে আমরা ধরিয়াছি। তোমায় ছাড়িব না। একবার যদি দীন ধন পায়, তবে কি ছাড়ে? আজ তোমাকে বক্ষে বাঁধিব, সেই বিষয় আলোচনা করিব। তুমি এই পাপ হৃদয়কে গ্রহণ কর। লোকে দেখিল কি না, কেন তা ভাবিব? তবে তোমার বাড়ী হ'ল? আমার কুটীরে তুমি থাক্‌বে? হলেই বা তুমি ঋষিদের দুর্লভ রত্ন। বাজাও, হে ভাই বন্ধু, একবার কাঁশর ঘণ্টা।

হে স্নেহময়ী, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রচুর ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, দেশশুদ্ধ লোক মেতে যাই। মা জগজ্জননি, মা পতিতোদ্ধারিণী, মা, আমার মা, ভাই

বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত পাপাসক্ত অহঙ্কারী লোকের মা, মা, আরও কাছে এস। আর মা ছাড়া হইয়া কাঁদিব না, স্তন ধরে ঝুল্‌ছে তোমার এই সন্তান। এবার লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে, ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। আমার সুখী মা আমাকে সুখী করিবেন। অতুলৈশ্বর্য্যধারিণী মা, হে কল্যাণদায়িনী মা, উৎসবের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ কর। শুন, মা, আদর করে শুন, জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে; মা, উত্তর দাও। যদি উত্তর না দেও, তবে আমাদের চলে না। আমরা কথা কয়ে বাঁচি। আমি তোমায় মা বলে ডাকি, ছুত করে মা বলে ডাকি। উৎসব খোলা হইল, মা, একবার মুখভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি; আশা ভক্তির সহিত বার বার তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পায়রা উড়ান।

কলিকাতা, মল্লিকের ঘাট, শনিবার, ৩রা মাঘ, ১৮০২ শক;
১৫ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

এ দেশের বড় মানুষ ও নবাবদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার অনেক উপায় আছে। পায়রা উড়ান তার মধ্যে একটা। লক্ষৌ সহরে কত নবাব পায়রা পুষিয়া আমোদ করেন। সময়ে সময়ে নূতন নূতন কৌতুক আমোদে বাবুদের অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বড় মানুষেরা সময় যাহাতে সুখে কাটে, সেজন্য কপোতদলকে আকাশে উড়াইবার চেষ্টা করেন। কলিকাতায়ও বড় মানুষেরা পায়রা উড়ান।

পায়রা উড়ান একটা অসার সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত আছে। পায়রা দলবদ্ধ হইয়া উড়ে কেন? আমার মনে হয়, এই উপস্থিত ভদ্রলোকগুলি পায়রার খাঁচা। চিন্ময় জীবাত্মা পাখী এক খাঁচার ভিতর থাকে, পাখী স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহে থাকে না। সে যখন প্রথমে ভাল ছোট খাঁচার মধ্যে সতেজ হইল, তখন উড়িল। ভাই বন্ধু, এখনো কি সবল হইয়াছ?

জীবাত্মা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তার দুইটি পক্ষ। পাখী ঐ দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িয়া যায়। পাখী, তুমি কি এখনও স্ত্রী পুত্রে বদ্ধ থাকিবে? আমরা আর্য্যসন্তান, আমাদের শরীরে আর্য্যরক্ত এখনও বিদ্যমান। এই শরীর কাট, দেখিবে, সেই রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। যোগী ঋষিদিগের আত্মা-পক্ষী উড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পাখী উড়ে না। তাঁহারা যোগমন্ত্রে সব উড়াইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু আমরা সেই মাটীতেই আছি। আমরা যদি বলি, ওরে বাড়ী, ছোট হ, ছোট হয় না; ওরে সোণা, তুই ধূলি হইয়া যা, সে ধূলি হয় না; ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া যা, সে মায়াবন্ধন ছেঁড়ে না, পাখী উড়ে না। তবে কি আকাশের বিহঙ্গ উড়িবে না? আমি বলি, ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও, দেখিবে পৃথিবীর বস্তু সব ছোট হইয়া গিয়াছে। তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে শিশু মনে হয়, প্রকাণ্ড বৃক্ষকে তৃণের মত বোধ হয়। উচ্চ স্থানে স্ত্রী পুত্র কোথায় পড়ে আছে, সব পায়ের তলায়। তখন কোথায় আমি, আর কোথায় ঘর বাড়ী। আমি এত বড় হইয়া যাই যে, পৃথিবীকে সরাখানা দেখি; আর লোকগুলি যেন কীট পতঙ্গ।

অত্যুন্নত পায়রা জীবাত্মা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এত বড় বড়

উপাধি পান, এত ধন উপার্জ্জন করেন; কিন্তু একটী পায়রার সঙ্গে তুলনা কর দেখি? সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সে খাবারও ভাবনা ভাবে না, ঘর বাড়ীরও চিন্তা করে না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এমন আর কে আছে? পায়রা আপনার আনন্দে বিচরণ করে, সুখে বিহার করে। সেইরূপ মানুষ যখন উড়িতে থাকে, উড়িতে উড়িতে সে কতদূর যায়, পৃথিবীর লোকে আর তাহাকে দেখিতে পায় না; চিদাকাশের এমন উচ্চস্থানে উঠে যে, তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। পায়রা কি একা উড়ে? বিধাতার কৌশল অতি অপূর্ব্ব। শাদা কাল লাল নানাবিধ রঙ্গের পায়রা উড়িতে উড়িতে আকাশে উঠে। যখন সূর্য্যের আলোক সমস্ত পায়রার গায়ে পড়ে, তখন তদুপরি স্বর্ণরশ্মির বিস্তার হয়। কি চমৎকার শোভাই দেখা যায়। মানুষ-পক্ষী! তুমি বিবেক বৈরাগ্যের পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়, অগ্রসর হও, উর্দ্ধে উঠ। যোগসাধন পায়রাকে কেউ কখন শিখায় নি, পায়রার গুরু স্বয়ং ঈশ্বর। যখন তাহারা হেলিতে দুলিতে ঢেউ খেলিতে খেলিতে তরঙ্গের মত আকাশের পানে উড়িতে থাকে, তখনকার দৃশ্য মনোহর। যদি দুইটা পায়রা দল ছাড়া হয়, তাহারা আবার আসিয়া দলে মিশিয়া যায়। কি আশ্চর্য্য ঐক্য!

পাখী যখন পৃথিবীতে থাকে, তখন এটা তেঁতুল গাছের পাখী, সেটা বট গাছের পাখী, এইরূপ ভেদাভেদ থাকে। পৃথিবীতেই জাতিভেদ, কিন্তু আকাশে এক। পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়রা, কলিকাতার পায়রা, কোন্নগরের পায়রা, ফরাসডাঙ্গার পায়রা গণনা করা যায়। আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার। গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ দিবে। তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফ্রি আরও কাল, তুমি ইংরেজ শাদা। কিন্তু আকাশে সব এক। চিদাকাশে

আত্মা পায়রা উড়িল, জ্ঞানসূর্য্যের আলোক পক্ষীর পক্ষের উপর পড়িল, সত্যসূর্য্যের আলোকে উহা ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হইয়া বিহঙ্গসকল উড়িতেছে। হিংসা নিন্দা নীচে, চিন্তা দুর্ভাবনা পৃথিবীতে, কাম ক্রোধ স্বার্থপরতা মাটীতে বাস করিলেই হয়; আকাশে এ সব কিছুই নাই। অতএব পায়রা হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? আমাদের যোগিগণ পাখী হইতেন, ধ্যান সমাধিতে চিদাকাশে উড়িয়া যাইতেন। আমার মন পাখীও উড়িয়া গেল। ঐ পায়রার দল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পায়রা তো আকাশের, আকাশ তার বাড়ী, আকাশ তার ঘর, ভূমানন্দসাগর তার পানীয় জল। দেবত্ব এসেছে মনের ভিতর; জ্ঞানবল, ভক্তিবল, পুণ্যবল, প্রেমবল সকলই পাইতেছি। আরও উপরে উঠি, আরও আনন্দ শান্তি লাভ করি, চিদানন্দ আকাশে বিহার করা যাউক।

পৃথিবীতে কেবল গণ্ডগোল। ধার্ম্মিকগুলো ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ করে, হিন্দু মুসলমানের বক্ষে অস্ত্র চালায়, আর মুসলমান হিন্দুর মস্তক কাটে। শাক্ত বৈষ্ণবকে ঘৃণা করে, বৈষ্ণব শাক্তকে দেখিতে পারে না। ছেলের দেবতা এক, আর বুড়োর দেবতা কি আর এক? পৃথিবীতে মারামারি ভিন্নতা, আকাশে সব এক জাতি। আমরা যে মূলে এক জাতি, সকলে যে এক আর্য্যসন্তান। ইহা সত্য কি না দেখ। ডাক্তার ডাক, পরীক্ষা করিয়া দেখ। জলস্রোতের বেগ বরং থামান যায়, কিন্তু আর্য্যরক্ত থামান যায় না। অতএব আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে সেই আর্য্যরক্ত। তোমার সঙ্গে আমার এক প্রাণ। তবে আমরা তোমাকে মারিব? এস, আমরা সকলে শাখা, মূলে এক হইয়া যাই। দেখ, বিষয় ধন লইয়া কেবল দলাদলি, আমাদের ওসব এখানেই পড়ে থাকে। আত্মা তো ঈশ্বরের দাস। সে তো এসব

ভোগ করে না। চন্দ্র, তুমি এসেছ? ঐ তুমি আমার প্রেমচন্দ্রের প্রতিনিধি, এক বৎসর পরে আবার এসেছ? জ্ঞানসূর্য্য এবার পায়রাকে উড়াবেন, বিধাতার এই ইচ্ছা। আমার নববিধানের পায়রা উড়ে কোথায় গেল, সুখের পায়রা আনন্দরস পান করিয়া কোথায় ভুলিয়া রহিল, আর ফিরিল না। পৃথিবীর পায়রা আমার গুরু হইয়া আকাশে উড়িতে শিক্ষা দিল, উহাকে আমি গুরু পাইয়াছি। "রামকে চিড়িয়া, রামকে ক্ষেৎ, খা লে চিড়িয়া ভর্‌ভর্‌ পেট্‌"—রামের চিড়িয়া, রামের ক্ষেত, সে সর্ব্বত্র গিয়া পেট ভরিয়া খায়, তার ভয় ভাবনা কি? মানুষ-পাখী আফিসে যায়, টাকার ভাবনা ভাবিয়া অস্থির। কিন্তু ইহারা কেমন বৈরাগী, ইহারা স্বাভাবিক বৈরাগ্যে বৈরাগী হইয়াছে। আমরা খাবার জন্য ভেবে ভেবে সারা হই। ভাবনাতে জ্বর আর পীলে, ভাবনাতে ডাক্তারের বিল, ভাবনাতে টাকা আসে কৈ? কেবল ভাবনার ফল প্রকাণ্ড জ্বর আর পীলে। নির্ভাবনা পায়রা উড়ে যায় ও সুখে গান করে।

আত্মা পাখী আসেন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী হইয়া। আত্মা আকাশে চলে যায়, আকাশের পাখী আকাশে উড়িয়া যায়। আমি আর এখানে থাকিতে পারি না। অপবিত্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে দুই চক্ষু মলিন হইল। এখন যোগানন্দে বিমলানন্দে প্রাণ মোহিত না হইলে আমার আর সুখ কোথায়? বৈরাগ্যের শিক্ষাদাতা পাখী, তুমি আমায় বৈরাগ্য শিক্ষা দেও; গুরু পাখী, বাড়ী তোমার আকাশে, গম্যস্থান তোমার চিদানন্দ। দুটি চক্ষু বন্ধ করে আকাশে উড়। আরও তুমি আমায় তোমার সুমিষ্ট কথা বল। চিদানন্দের পাখী, তুমি আর এখানে কেন? আর তোমার স্ত্রী কৈ, স্বামী কৈ, বালক বালিকা, পিতা মাতা কৈ? এখানে স্বামীও নাই, পিতাও নাই, সব

চিদানন্দের পাখী। তুমি যদি হরিতে মগ্ন না হও, খাঁচায় বদ্ধ থাকিবে। এ আকাশে যোগ-যানে গমন কর। হরি যখন শিকারী হয়ে এই পাখীকে আকাশে লইয়া যান, তখন আর সে ফেরে না। পাখী, সেই চিদানন্দের আকাশে যাও, সেই পিত্রালয়ে গিয়া নিত্যসুখ ভোগ কর।

বিজয়-নিশান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৮০২ শক;
১৬ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য শুভদিনে ব্রহ্মমন্দির আপনার শিরোদেশে বিজয়-নিশান উড়াইলেন। যখন কোন পুরুষ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় বীরত্বের পরিচয় দান করেন। যুদ্ধে শত্রু-দিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়-নিশান ধারণ করিলে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ। যে বীর যোদ্ধা রণে জয়ী হয়, তাহারই বিজয়-নিশান ধারণ করিবার অধিকার হয়। ভীরু কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে না।

পৃথিবীকে নববিধানের জয় দেখাইবার জন্য এই বিজয়-নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়-নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বঙ্গদেশ দেখিল, সমস্ত ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী দেখিবে। নববিধান হিন্দুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে বাহ্যিক বিজয়-নিশান উড়াইলাম; কিন্তু যথার্থ বিজয়-নিশান এই নববিধানের মস্তকের উপরে। সকল জাতি

যথাকালে এই নববিধান গ্রহণ করিবে। সর্ব্বত্র নববিধানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন। ইনি নানাপ্রকার শত্রু নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ অধর্ম্মের বুকে দুই পা দিয়া নববিধান দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাও। তুমি কি সামান্য রাজার প্রজা? তোমার রাজার প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ, আর তোমরা ভীরু কাপুরুষ-দিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন দুর্জ্জয় সাহস ও অপ্রতিহত পরাক্রমের সহিত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর। এই লও বিশ্বাসের বর্ম্ম, এই লও স্বর্গীয় সাহসের ঢাল, এই লও শান্তি অসি, এই সকল স্বর্গের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ ব্রহ্মমন্দির বিজয়-পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমস্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন; এবং সিংহরবে বলিতেছেন— "আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।"

যেখানে বীরত্ব, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝণ্ডা। এই নববিধান রাজা হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। নব-বিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দূতগণ যে দেশে যাইবেন, এই বিজয়-নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ীতে এই বিজয়-নিশান থাকিবে। যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির আছে, সে সকল

স্থানে প্রত্যেক মন্দিরের মস্তকে এই বিজয়-নিশান সংলগ্ন থাকিবে। হে বিশ্বাসী নরনারীগণ, তোমরা এই বিজয়-নিশানকে বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া ইহার আদর কর, ইহাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় বীরত্ব ও পরাক্রম লাভ কর।

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিয়া দাঁড়াও। বিশ্ববিজয়-ধর্ম্ম-রাজের জয়নিশান স্পর্শ করিয়া কে ভীরু থাকিতে পারে? এই জয়ধ্বজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন করে। যাঁহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাঁহাদিগের মনের ভিতরে আর ভয় নিরুৎসাহ রহিল না। যে সকল ধর্ম্মবীর আত্ম-জয় করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন, তাঁহারাই নববিধানের জয়ধ্বজা স্পর্শ করিবার অধিকারী। ভীরু অবিশ্বাসীর কি সাহস যে, এই নববিধানের বিজয়-নিশান স্পর্শ করে? কাহারা নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন? যাঁহারা আপন আপন মনের শত্রু সকল দমন করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন। যাহারা আপনার অন্তরস্থ শত্রুসকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা বাহিরের শত্রু-দিগকে কিরূপে পরাস্ত করিবে?

হে নববিধানবাদী, তুমি ধন্য; কেন না, যে নববিধান পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্মবিধানকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি স্বহস্তে সেই বিধানের জয়ধ্বজা উড়াইলে। বিশ্বাসী বন্ধুগণ, তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈশ্বরের জয়, নববিধানের জয় ঘোষণা কর। আজ হইতে তোমরা বিশেষরূপে পৃথিবীর অধর্ম্ম কুসংস্কার, পাপ তাপ, শোক মোহ বিনাশ করিবার জন্য যোদ্ধা নিয়োজিত হইলে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জয়-পতাকা উড়াইয়া পৃথিবী হইতে কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু দূর করিয়া দাও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহস্থের বাটী এক একটি নববিধানের দুর্গ হউক, এবং তাহার মস্তকে বিজয়-নিশান সংলগ্ন হউক। যে বিজয়-নিশানের

প্রতাপে পৃথিবী হইতে সকল প্রকার অধর্ম্ম এবং অসত্য চলিয়া যাইবে, সেই বিজয়-নিশান আজ ভাল করিয়া ধারণ কর।

নববিধানের বিজয়-নিশান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, রাত্রি, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক ;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

নববিধানের অভ্যুদয়ে সকল জগৎ প্রেমে ভাসিল। নববিধানের প্রেমিক জন, সকল প্রেমে প্রেমিক হইল। নববিধানের জ্ঞানী জন, সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইল। নববিধানের পুণ্যাত্মা, সকল পুণ্যে পুণ্যবান্ হইল। নববিধানের যোগী, সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ এক দেশ হইল, দূর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, যোগ, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মত্ততা আমাদিগের এই প্রিয়তম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল।

নববিধানে ঈশার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হইল। সেই বিবেকের ধর্ম্ম, আর হরিনামের রোলের প্রমত্ততার ধর্ম্ম একত্র হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশে দুই ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, দুই রস একত্র হইল। পৃথিবীতে মহম্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির দ্বারা যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদায় ধর্ম্ম হইতে মধু আহরণ করিয়া নববিধানবাদীরা এক নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে ; তাহারা প্রচুর পরিমাণে সেই নূতন মিশ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তাহারা সকলের নিশান একত্র করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে।

ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই নববিধানের নিশান স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে তড়িতের সঞ্চার হয়, সেইরূপ কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতির আত্মা হইতে নববিধানবাদীদিগের আত্মাতে প্রত্যাদেশের জ্বলন্ত অগ্নি আসিতেছে। তড়িতের ন্যায় ঈশা মুসার ধর্ম্ম আসিয়া নববিধানকে উজ্জ্বল করিতেছে। জগজ্জননী মা আনন্দময়ী তাঁহার সমুদায় সন্তানদিগকে লইয়া নববিধান-বাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা তাঁহার প্রত্যেক সাধু সন্তানের সম্মান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের নাম, যোগী ঋষিদিগের নাম, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রায় ডুবিয়াছিল; নববিধান অভ্যুদিত হইয়া, দেখ, সকলের নাম পুনর্জ্জীবিত করিল। হিন্দুস্থান ঈশা, মুসা, মহম্মদ প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিত; আজ দেখ, নববিধানের প্রসাদে তাঁহারা কেমন শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত পুনরুদ্দীপিত হইল। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শাক্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি হইল।

এই নববিধানের নিশানের ভিতর দিয়া সমুদায় ধর্ম্মবিধানের ভাব আসিতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ ধরিবার জন্য, সমুদায় সাধুদিগের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিবার জন্য, এই নববিধানপ্রণালী প্রস্তুত হইল। জগতের ধর্ম্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেখিয়া পৃথিবীর পাপ দুঃখ দূর হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ বঙ্গ-দেশের প্রতি, বিশ্বজননীর কি দয়া! আজ যাঁহারা এই নিশান স্পর্শ

করিলেন, তাঁহাদিগের কি সৌভাগ্য! আজ ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ কত উজ্জ্বল হইল। এই নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আবদ্ধ রহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি এবং তাঁহার সমুদায় সাধু সাধ্বী সন্তানদিগের জয়ধ্বনি করিয়া, পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত দিক জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া দূরে বহুদূরে যাও। শত্রুকুল দেখিয়া ভীত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও।

হে নববিধানের বিজয়-নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রত্ন নিহিত রহিয়াছে। তোমাকে যে স্পর্শ করে, তাহার আর ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে। যেখানে তোমার আবির্ভাব, সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। পাপকে যে পরাজয় করে, সেই বিজয়-নিশান (নিশান অর্থ জয়); যাহা পাপ সয়তানকে জয় করে, তাহাই নববিধানের নিশান। বিবেক-সিংহাসনের উপরে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পোপহারে তাঁহার পূজা করিতেছেন। যেখানে মার পূজা প্রচার হইতেছে, সেখানেই নববিধানের জয়ধ্বজা উড়িতেছে। এই নিশান মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, দুঃখভার দূর করিবে। ইহা জীবেব কুবাসনা, দুর্ভাবনা দূর করিবে। এই নিশান দেখিয়া পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, নাস্তিক সকল বিশ্বাসী আস্তিক হইবে। এই নববিধানের নিশান দিগ্বিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের বিরোধীদিগকে, মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান দুর্জ্জয় প্রতাপের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নববিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও। এই নিশানের বলে তোমরা বড় বড় বীরের

কাছেও কুণ্ঠিত হইবে না। তোমরা যেমন মাকে দেখিয়া, মার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ তোমাদের ভাই ভগ্নীদিগকেও বিধানের সুধা পান করাইয়া সুখী কর।

সতী-উদ্ধার

বীডন পার্ক, সোমবার, ১২ই মাঘ, ১৮০২ শক;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ! চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, ঐ পশ্চিমে সূর্য্য অস্তমিত হইল। পূর্ব্বে যে সূর্য্য গৌরবের সহিত আর্য্য ঋষিদিগকে আনন্দ দিত, এখন আর কি সে সূর্য্য নাই? তবে কি দেশেরও সূর্য্য অস্তমিত হইল? তবে কি সত্যসূর্য্য, প্রেমসূর্য্য অস্তমিত হইল? অসত্য, অপ্রেম, অধর্ম্ম, অন্ধকার কি ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়াছে? ভারতে এখন চুরি ডাকাতি হইতেছে। এমন সুখের দিন কোথায় গেল! আর্য্যকুলতিলক যোগী ঋষিগণ চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া সেই সূর্য্য কোথায় গেল! হায়! ভারত, তোর ললাটে এত দুঃখ লেখা ছিল। তোমার সে সুখ কোথায় গেল, তোমার সে সুখসূর্য্য কোথায় পলায়ন করিল। ও গো, তোমাদের সাম্‌নে যে চুরি হইয়া গেল, সোণার সীতাকে কে লইয়া গেল। সেই সোণার সীতা আজ যে রামের রাজ্ঞী হইবার কথা! হায়! কে লইল? কোথায় রাম রাজা হইবেন, না একেবারে বনে গেলেন! আর তাঁর প্রিয়তমা সীতা শ্রীরামের অনুগামিনী হইলেন। অযোধ্যা রামবিহনে কাণা হইল।

কোথায় সূর্য্য উদিত হইয়া আলোক দিবে, না সোণার রাজা চলিয়া গেলেন! কোথার সতীত্ব মঙ্গল বিস্তার করিবে, না সীতাও চলিয়া গেলেন! কি অবিচার! সীতা ঠাকুরাণী কেন পলায়ন করিলেন? সীতা কেন বনবাসিনী হইলেন? এস, তোমরা আমরা তাঁহাকে ডাকি, "মা জানকী তুমি কোথায় গেলে? আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল কর। অসুর আসিয়া সোণার হরিণ দেখাইয়া তোমায় লইয়া গেল!" ভারতের ধর্ম্ম-সীতা শত্রুর হাতে পড়িলেন, ব্যভিচার ও নাস্তিকতারূপ দশানন আমাদের মা জানকীকে লইয়া গেল। যদি তিনি বনেও স্বামীর সঙ্গে থাকিতেন, তাহা হইলে এত কষ্ট হইত না। বিধাতা ভারতের কপালে কি সুখ লেখেন নাই? রামবিহনে তিনি অসুরের হাতে গিয়া পড়িলেন। তাঁর পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে কে? ইহা তো মানুষে পারে না, তাই শত্রু যোগীর বেশ ধরিল। যোগী ভিন্ন ধর্ম্মকে আর কে লইতে পারে? আমার সীতা আশ্রমবাসিনী বনচারিণী, তিনি সোণার হরিণ দেখিলেন। যেমন লইতে গেলেন, আর রাক্ষসের হাতে পড়িলেন। তিনি অদৃশ্য হইলেন। বন উপবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

ওরে দশানন! তুই বীরত্বে পারিস্ না, শ্রীরামচন্দ্র বর্ত্তমান থাকিলে তুই সীতাকে লইয়া যাইতে পারিতিস্ না; ওরে ধূর্ত্ত, ওরে শঠ! তুই প্রবঞ্চনা করিয়া লইয়া গেলি। আমার সীতার অদর্শনে অযোধ্যার প্রজারা মাথায় হাত দিল। আমাদের প্রাণের সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল বলিয়া তাহারা কাঁদিতে লাগিল। এমন দুঃখে কে দুঃখী করিল? হায় রে! কে এমন শেল বিঁধিল? নিষ্ঠুর দশানন! ফিরাইয়া দেও আমার সতীত্বরত্ন। আমাদের মাথায় কাঁটা রোপণ কর, প্রাণবধ কর, শরীর ক্ষত বিক্ষত কর; কিন্তু

নয়নরঞ্জন সতীকে ফিরাইয়া দেও। ধর্ম্মসীতার অদর্শনে ভারতমাতা রোদন করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর দুঃখিনী ভারতমাতাকে কেন হরণ করিলি ?

ভারতবন্ধুগণ ! এখন যে ভারত কাঁদিলেন, কাঁদিয়া ভগবানের নিকট দুঃখ জানাইলেন। কান্না শুনিয়া ভগবান্ কি বলিলেন ? এখনও ভারতে আর্য্যরক্ত আছে। আমার সীতা উদ্ধার কর, পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার কর। জানকীহারা অযোধ্যাকে আবার প্রাণ দেও। দেখ, জানকীকে হারাইয়া রাম বলিলেন, আমার আর আছে কে ? সামান্য কাঠবিড়ালী সীতা উদ্ধারের উপায় করিয়া দিল, সেতুবন্ধন করিল। ক্ষুদ্র জীব রামের সহায় হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোদ্ধা পারিল না সেতু বাঁধিতে, যোগবলে সেতুবন্ধন হইল। কাঠবিড়ালী সেতুবন্ধন করিল বলিয়া, সমুদ্র বলিল, কি ক্ষুদ্র জীব আমায় বন্ধন করিল ? বিঘ্ন বাধা তার কি করিতে পারে, রামচন্দ্র যাহার সহায়। ক্ষুদ্র জীবেরা বুদ্ধিতে ইঞ্জিনিয়ারকে অতিক্রম করিয়া সাগর বাঁধিল। দর্পহারী সকলের দর্প চূর্ণ করিলেন। সেতুবন্ধন সম্পন্ন হইল কাঠ-বিড়ালীর দ্বারা, রামচন্দ্র যাইবেন সৈন্য লইয়া। সঙ্গে ইংরাজ গোরাও নাই, সুপণ্ডিত ইঞ্জিনিয়ারও নাই, তবে সীতা উদ্ধারের কে সহায়তা করে ? কে রামের প্রধান সহায় হইল ? সেই হনূমান্। শুনিলে হাসি পায়। মানুষ আকৃতিতে হনূমান্ সহায় !

রাম, তুমি এত বড় বড় ক্ষমতাশীল পুরুষ থাকিতে হনূমান্‌কে বন্ধু করিয়া লইয়া গেলে ! রাম হাসিয়া এই বীডন্ পার্কের ভক্ত-দিগকে বলিলেন, হাসিও না, ভক্ত হনূ অভক্ত মানুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। তোমার আমার ন্যায় কত সুসভ্য, হনূর পদতলে গড়াগড়ি যায়। রাবণের প্রাণ বধিবার সঙ্কেত কে বলিতে পারে ? এ সকল বীরত্বের

কার্য্য কে করিতে পারে? সেই এক ক্ষুদ্র ভক্ত। জ্ঞানী অপেক্ষা ভক্ত বড়। ভক্তের ন্যায় বীর আর কেহই নাই। হরিনাম তাঁর রক্তের ভিতর রহিয়াছে। যখন সেই হনূ গেলেন লঙ্কাতে, প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইল; হনূ পৃথিবী ছাড়িয়া উড়িলেন, আর অগ্নিতে লঙ্কা পুড়িল। বিশ্বাসের আগুন এমন জ্বলন্ত, ভক্ত বিশ্বাসের আগুনে সব ছার খার করিয়া দেন; শত্রুপুরী এক মুহূর্ত্তে ভস্মসাৎ করেন। বিশ্বাসের আগুনে সমস্ত পুড়িল।

হনূমানের প্রতাপ কি সামান্য? সীতা উদ্ধার করা আর কাহারও কার্য্য নয়। ভক্তই কেবল এই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন, অসম্ভব সম্ভব দেখাইতে পারেন। হরিনামের বলে দশানন কেন, সহস্রাননও পরাস্ত হইয়া যায়। যার বাড়ীতে চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত দাস ছিল, সে কিনা একটা জানোয়ারের কাছে হার মানিল! দেখ, ভক্তের কি বল, হরিনামের কি বল! তোমরা শুনিয়াছ, বিলাতের ডারউইন সাহেব বলেন, আমরা হনূমানের বংশ; তবে বীডন্ পার্কের সকল লোক হনুমান্! আচ্ছা, লাফ দিয়া আকাশে উড় দেখি, পাপের লঙ্কা পোড়াও দেখি। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা হনূমানের সন্তান বলিয়া কি পরিচয় দিব? এই প্রকার জঘন্য কথা ছাড়। কিন্তু ভক্তের মধ্যে হনূ শ্রেষ্ঠ, ভক্তের রক্ত হরিভক্তিতে আচ্ছাদিত। হনূ বলিলেন, আমি কেবল ঐ চরণ জানি, আর কিছুই জানি না। যখন সোণার হার বানরের হাতে দেওয়া হইল, সে হারে রামনাম নাই বলিয়া তৃণের মত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ভক্তের কাছে হরিনাম অমূল্য, মণি মুক্তা অসার। তুমি আমি মুক্তার মালা বড় বলিব, হনূ তা বলেন না, যখন তাঁর বুকের ভিতর হরিপাদপদ্ম আছে। হনূ বুক চিরিয়া দেখাইলেন, এই আমার প্রাণপতি।

শ্রীরামচন্দ্র চণ্ডালকেও কোল দিলেন, প্রজাদের জন্য আপন পত্নীকেও পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হনুমান্‌কে ঘৃণা করিলেন না। ভাই, তোমার বক্ষ বিদীর্ণ কর, আর তোমার যোগীর বুক চের, প্রভেদ দেখিতে পাইবে। তোমার বুক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, হরিভক্তি নাই। হরিভিন্ন নাকি হনূ আর কিছু দেখিতেন না, তাই তিনি বুকের ভিতর হরি দেখিতেন; কিন্তু তুমি বুক চিরিয়া দেও, তোমার বুকের ভিতর হরি নাই। যে ভক্ত হয়, সে যদি চণ্ডাল হয়, যদি জন্তু হয়, তাহাকেও ঈশ্বর আদর করিবেন, কোলে বসাইবেন।

ভারতের সীতা রাবণ-ব্যভিচার লইয়া গেল, নাস্তিকতা হরণ করিল। ঐ রাবণ-নাস্তিকতাই প্রতি ঘরের সীতা লইয়া যায়। ভারতের আর্য্যসন্তানেরা কাঁদিতে লাগিল, হায়! কত যুবা ব্যভিচারে ডুবিল, কত অধার্ম্মিকের উপদ্রবে সতীত্বরত্ন গেল। কি ভয়ঙ্কর নাস্তিকতা এল। সে দুরাত্মা বিলাত হইতে আসিয়া আমাদের সতীত্বরত্নকে আক্রমণ করিল। সীতাব কলঙ্ক! আর যে ভারতের নাম কেহ লইবে না। এখন রাবণবধ কে করিবে? হনূ ভিন্ন কেহ পারিবে না। হনূর ন্যায় সরলা ভক্তি চাই, অহঙ্কারীর কর্ম্ম নহে।

স্বয়ং রাম উপস্থিত হইলেও হইবে না, ভাই লক্ষ্মণ চাই। তাঁর মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভিন্ন কে রাবণবধে সহায় হইবে? ভাই লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর নারীর মুখ দেখেন নাই, সীতার পদতলে দৃষ্টি রাখিতেন। নারীর প্রতি অপবিত্র চক্ষে দর্শন করিলেন না। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা লক্ষ্মণের কঠোর ব্রত পালন কর, যদি সীতা উদ্ধার করিতে চাও। ভারত যে কাঁদিতেছে। হায়! সীতা, কোন্ রাবণ তোমাকে লইয়া গেল? ভারতের মাণিক, কে তোমায় অবমান করিল? ভারতের আর্য্যঋষি, তোমরা কোথায় গেলে? তোমাদের সেই

সতীরত্ন যে আর নাই। মা জানকি, আর কি আসিবে না? অযোধ্যাবাসী অযোধ্যাবাসিনীরা যে তোমার জন্য কাঁদিতেছেন। হায়! বেদবেদান্তের সত্য সীতা, পুরাণের সীতা, ভারতের সীতা, কোথায় গেলে? মা, তুমি কোথায় রহিলে? মা জানকি, ফিরে এস, হনূ তোমার কাছে গেল।

এবার সীতা উদ্ধার হইবে, লঙ্কা দগ্ধ হইবে। জানকীর গায়ে হাত তোলে কাহারও সাধ্য নাই। ওরে রাবণ! ওরে নাস্তিকতা! ওরে ব্যভিচার! তোকে বধ করিবে হনূমানের ভক্তি। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা এস, আমাদের বুক চিরিয়া দেখ, হরি কোথায়? হরিপাদ-পদ্ম আমাদের রক্তের মধ্যে ভাসিতেছে। কার সাধ্য ভারতের মহিমা বিলোপ করে? আর্য্যগণের ভারত, পুণ্যভূমি ভারত কলঙ্কিত? আজ রাত্রির মধ্যে যদি দুরন্ত রাবণ সীতার গলায় ছুরী দেয়, মা জানকী কি আর ফিরিয়া আসিবেন? যদি ভক্ত সন্তান কেহ থাকেন, তবে সীতা উদ্ধার করুন।

বিস্তীর্ণ সমুদ্র পার হবে কে? ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপশালী বীর? তারা যদি বলে, ওরে সাগর, তুই জানিস্ না, আমরা তোর রাজা, তুই বক্ষ স্ফীত করিস্ না; সে শুনিবে না। কিন্তু ভক্ত বলিলে তাহা শুনিতেই হইবে। সে যেমন বক্ষ স্ফীত করিবে, অমনি কাঠবিড়ালীর পায়ের ধূলি পড়িবে। তোমার আমার মত ক্ষুদ্র জীবের ভক্তিতে এত বড় সাগর-বন্ধন হইবে। কার্য্য বড়, উপায় ছোট। তারা যখন সুড় সুড় করিয়া ধূলি ফেলিয়া দেয়, তখন প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। এতগুলি লোকের ভক্তি একত্র জড় হইলে কি সীতা উদ্ধারের উপায় হইবে না? আর কি ভয়! গৌরাঙ্গ ঈশা বুদ্ধের প্রকাশ হইল নব-বিধানে। নববিধানের নিশান উড়িল, আর ভয় কি, সীতা উদ্ধার

হইবে। ফের রামায়ণ, ফের রামভক্তি। রাম ছাড়া সীতা থাকেন না, বিষ্ণু ছাড়া লক্ষ্মী থাকেন না, বিশ্বাস ছাড়া ভক্তি থাকে না। ঐ দশানন প্রকাণ্ড বীর পারিবে না। সাধ্য কি যে সে মা জানকীর গায়ে হাত তোলে? এখনও ভগবান্ বেঁচে আছেন। এদেশে যে এত অধর্ম্ম, তবু আমাদের ভগবান্ বেঁচে আছেন। তাই বলি, এস ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্মরত্ন সীতাকে উদ্ধার করি। রাবণ সীতাকে হরণ করিল, তাই তো ভারত ডুবিল।

জানকী ভারতে সতীত্ব অর্থাৎ স্ত্রীভাব। শ্রীরাম যেমন ব্রহ্মতেজ, সীতা তেমনি ব্রহ্মপ্রেম। একদিকে যেমন রামের বৈরাগ্য, বনবাস, সত্যপালন; আর একদিকে তেমনি প্রেম, কোমলতা। রাম যেমন সত্যপালন জন্য বনে গেলেন, ধর্ম্ম তেমনি তাঁর সতীলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মপ্রেম সঙ্গে সঙ্গে নাচে ও দোলে। এক হরি, তাঁর একদিকে পুরুষ ও একদিকে স্ত্রীভাব, একদিকে রাম ও এক দিকে সীতা, যুগলমূর্ত্তি। রোজ দুইটীকে ভক্তি করিতে হইবে। এখন ভগবান্‌কে ডাক।

আবার যে ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, আর সে সূর্য্যালোক নাই, গভীর অন্ধকারে পরস্পরকে চিনিতে পারা যায় না। শমনের রাজ্য এল। এমন সময় একজন ভাই কতকগুলি ভাই সঙ্গে এনে বলিলেন, ভারতের সতীত্ব নাই, সতীকে উদ্ধার কর। ভাই! হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইলে নিশ্চয় সীতার উদ্ধার হইবে। হরিভক্তিতে গড়াগড়ি কৈ হইল? গড়াগড়ি দিতে পারিলে কৈ? অসার টাকার জন্য লোক পাগল, কিন্তু আমার হরির জন্য পাগলামি কৈ? কয়জন হরিভক্তিতে পাগল হইলে, বল দেখি? পাগল হইলে তবে তো সীতা উদ্ধার হবে। এই যে দেখিতে দেখিতে সব অন্ধকার হইল।

ভবপারে যেতে হবে, তার করিলে কি? ভবের ঘাটে পড়ে আছি, যশ দেখাইলাম, মান আনিলাম, টাকা কড়ি আনিলাম, পার করে না; ভাল জরির কাপড় দেখাইলাম, ভবকাণ্ডারী তাহাতেও পার করেন না। অন্ধকার হল, এখন কেমনে ভবপারে যাব? ঘাটের মাঝী নৌকা আনে না, ভবসাগরের তুফান ভারি। হরিনাম করে যে, ভবপারে যায় সে। তাই নামে পাগল হও। ঐ দেখ, আকাশের তারা ডাকিতেছে, আয়, ভাই বঙ্গবাসী, আয়, প্রতিজ্ঞা কর, বুকে হরিনাম লেখ; রামের বামে সীতা, ধর্ম্মের বামে ভক্তি। যোগী সন্ন্যাসী রামচন্দ্র, আর তাঁর পাশে সীতা শোভা পাইতেছেন। ভক্ত হনূমান্ ও রামসীতার পুনরুদ্ধার হইল। তোমরা শুনিয়া হাসিবে, আবার এই দেশে হরির প্রেম বিশ্বাস আর ভক্তি আসিল। সকলে প্রণাম করিয়া বলিব, জয় রামচন্দ্রের জয়, জয় সীতার জয়।

ভাই, তোমরা নড়না যে? আমার আরও যে উৎসাহ বাড়িল। এস, ভাই, কোলাকোলি করি। তোমরা পাঁচশত, সাতশত, হাজার, দুহাজার হরিপ্রেমে গড়াগড়ি যাও। টাকার জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, আর কেন? অনেক ধন উপার্জ্জন করা হইয়াছে। এখন হরি-পাদপদ্মধন সঞ্চয় কর। রক্তের কালীতে বিশ্বাসের কলম দিয়া লেখ, রাম সীতা, বিশ্বাস ভক্তি। ষড়রিপু ঐ সীতা হরণ করিল। আত্মার ঘরে রোজ সীতাচুরি? আজ্ঞা হইয়াছে চোর ধরিতে। আত্মার ঘরে রোজ সীতা চুরি হইতেছে, ভাই! তাহা কি কেহ দেখিতেছ না? ভাই পুলিষ! সীতাচুরির দাবি দিয়া নালিষ করিব! তোমরা থাকিতে আমাদের ঘরে রোজ চুরি হইবে? এমন সংস্কৃত কালেজ, কাশীতে কালেজ ও বড় বড় পণ্ডিত থাকিতে সীতা চুরি হইয়া গেল! হবেই তো, বিবেক যে ঘুমাইয়া পড়ে। কালেজের

বড় বড় উপাধিধারী বাবুরা রাত্রে নিদ্রা যান, আর ষড়রিপু মিলে বিবেককে ঘুম পাড়াইয়া রাখে। এবার কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য এস দেখি; ব্রহ্মনামের বলে, ব্রহ্মতেজের বলে তোমাদিগকে নিপাত করা যায় কি না? আর কি ভয়, তোমরা জমাট বাঁধিয়া সীতাকে উদ্ধার কর, মা জানকী আসিবেন।

মা, আজ তোমায় উদ্ধার করিতে চেষ্টা করি। কোন্ ভয়ঙ্কর রাবণ তোমায় হরণ করিয়াছে, সমুদ্রপারে লইয়া গিয়া তোমাকে লৌহশৃঙ্খল দিয়ে বেঁধে রেখেছে? মা জানকি! মা লক্ষ্মি! লক্ষ্মীছাড়া করিয়া গেলে ভারতকে; ভারতের সিংহাসন আজ খালি। এস, ভারতের লক্ষ্মী। লক্ষ্মীও যাহা, হরিও তাহা। হরি বলি প্রাতে, হরি বলি সায়ংকালে, জলে হরি, স্থলে হরি; এইরূপে হরিনামে ও হরিভক্তিতে ভারতকে উদ্ধার কর।

আলোচনা।

বেলঘরিয়ার উদ্যান, মঙ্গলবার রাত্রি, ১৩ই মাঘ, ১৮০২ শক;
২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

১। নববিধানের মা পালনীশক্তি, অসুরনাশিনী, সন্তানপোষিণী, হিন্দু বামাচারীর জন্মদায়িনী প্রকৃতি নহেন।

২। ভক্ত মার বুকের ভিতরের রক্ত হইয়া যাইবেন, মার সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন। ভক্ত মার শক্তি। বিষয়কে (Object) বিষয়ী (Subject) করা একপঞ্চাশত্তম ব্রহ্মোৎসবের বিশেষ সাধন। মাকে বাহিরে রাখিব না, কিন্তু মাকে আমার বুকের রক্ত করিয়া লইব, অর্থাৎ আমি মার ইচ্ছা হইয়া যাইব। পিতা হইয়া তিনি সখা,

মাতা হইয়া তিনি সখী, পাপীর বন্ধু। মহাপাপীর মনেও ব্রহ্মখণ্ড আছে। ঈশা আপনি পিতার অংশ বলিতেন। ঈশা জানিতেন, মনুষ্যত্ব ঈশ্বরত্বে পরিণত হইতে পারে, ঘোর পাপীও ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। খ্রীষ্টেতে ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যবর্গে, শিষ্যবর্গ খ্রীষ্টে, সকলে ঈশ্বরেতে, সেণ্ট পল এই সত্য ধরিয়াছিলেন। প্রাণের ভিতরে প্রাণেশ্বর ও প্রাণেশ্বরীকে স্থাপন করিলে পিতৃত্ব মাতৃত্ব লাভ হয়। ঈশ্বরত্ব মনুষ্যত্বে প্রবিষ্ট করিতে হইবে। আমি তাঁহার হাত ধরিয়াছি, আমি তিনি হইয়াছি, এ এক শাস্ত্র। একটি বৈষ্ণবগণের, একটি অদ্বৈতবাদীর শাস্ত্র। তিনি আমার হাত ধরিয়াছেন, তিনি আমি হইয়াছেন, এ এক শাস্ত্র। নববিধানের শাস্ত্র এই। আমরা সাধুত্ব (goodness) অন্বেষণ না করিয়া ঈশ্বরত্ব (Godliness) অন্বেষণ করিব, আমরা ঈশ্বরত্বে আপনাদিগকে আচ্ছাদন করিব।

৩। "হরি" এবং "মা", এই যে পিতা ও মাতা, উভয়কে বুকের রক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, উপাসনা করিতে করিতে তিনি আমি হইয়া যাইতেছেন। তিনি আমাতে আরোপিত হইবেন। তিনি আমার ভিতরে তাঁহাকে দেখিবেন। ইহাই উন্মত্ততার ভাব।

৪। ঈশ্বর স্বয়ং দাতার ভিতরে থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব দুঃখী-দিগকে দিবেন, দাতার কার্য্য কেবল জগৎকে ব্রহ্মধন বিতরণ।

৫। বিল করিয়া টাকা আদায় করা আমরা নীচ সংসারের নিকট শিখিয়াছি। ঈশ্বরের সংসারে আপনি টাকা আসিবে, ভক্তেরা কেবল মাকে ডাকিবেন ও মার ধ্যান করিবেন।

৬। অদ্বৈতবাদ তিনি আমি, ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি আমাতে।

৭। জীবাত্মার উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মবান্ হওয়া, সে ধাম্মিক কি সুখী হইতে চাহিবে না।

৮। ইহাতে সকলেই অবতার হইবে, একজন অবতার হইলেই বিপদ্।

৯। খ্রীষ্টের স্বর্গ, চৈতন্যের স্বর্গ আমাদের স্বর্গ নহে। আমাদের স্বর্গ স্বর্গের স্বর্গ।

১০। এ দেশে অশ্বমেধ, মহম্মদের অশ্ব জয়দ্যোতক। এই জয়ের ভাব প্রবিষ্ট করিতে হইবে এবং সঙ্কীর্ত্তন আরো যাহাতে উৎসাহোদ্দীপক হয়, তাহা করিতে হইবে।

ঈশ্বরের করুণার সাক্ষী।

কমলকুটীর, রবিবার, প্রাতঃকাল, ২রা মাঘ, ১৮০৪ শক;
১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনদয়াল, হে আশ্চর্য্য দলপতি, তুমি এই দলের কর্ত্তা, তুমি ইহার সংস্থাপক, ইহার পুণ্য ও মঙ্গল-বিধাতা, ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে, বিশ্বাস থাকে। তুমি তোমার দলকে এবার খুব জমাট করিবে। কার্য্যভার প্রত্যেকের হস্তে দিবে। এবার সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন, এবার উৎসবে সকলেই ভাগীদার হইবেন। পশ্চাতে থাকা কারও ঘটিবে না। সম্মুখে আসিয়া সৈন্যদল সব কার্য্য করিবেন, দেশের নিকট পরিচিত হইবেন। দলপতিরা যাঁহাদিগকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁরা এবার সম্মুখে আসিবেন। আদর করিয়া, আমোদ করিয়া সকল ভাইগুলি দৌড়িয়া আসিবেন। বলিবেন, আমরাও মার প্রেমের কথা বলিব! একজন দুজন যে স্বর্গের প্রেম একচেটে করেছে তা নয়, সকল ঘটে ব্রহ্মের করুণা, ব্রহ্মের প্রেম। শ্রীহরি, তাই হউক।

এই কয়জন ভক্ত কি পেয়েছেন, তাই জগৎকে বলুন; আমার ক্ষীণ স্বরের সঙ্গে এঁদের স্বর মিলুক। নববিধানের আশ্চর্য্য মাধুরী, হরির কি অপরূপ রূপ, প্রেমের লীলা, সকলে খুব চীৎকার করিয়া বলুন। উৎসব এবার বড় প্রবল ব্যাপার! ভগবান্, এই যে নূতন ব্যাপার উৎসবের সময় হইতেছে, ইহাতে যাহা শিক্ষা পাইবার, সকলে যেন পান; পবিত্রাত্মা যেন সকলের ভিতর থাকেন। এ কি সহজ কথা? আমার ভাই যতগুলি আছেন, চীৎকার করিয়া তোমার কথা বলিবেন। এবার সকল প্রচারক, প্রেরিতদল, ভক্তমণ্ডলী, বৈরাগী, গৃহস্থ, সাধক সকলেই একে একে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুসমাচার লইয়া আসিয়াছেন। সাক্ষীর দল ক্রমশঃ বাড়িবে। ক্রমে দশ জন নয়, শত জন নয়, হাজার হাজার লোক মার দয়ার প্রমাণ লইয়া আসিবেন। নববিধানের লক্ষণ মিলাইয়া দিবেন চরিত্রে। হে দেব, তুমি ইঁহাদিগকে বলে দাও।

মা, হাসিতে হাসিতে বাহির হও। একটি একটি ছেলে সকলকে কোলে লইয়া দেখাও পৃথবীর কাছে। জয়ঢাক বাজিবে, তুরী ভেরী বাজিবে। হরি, এমন সুদৃশ্য কবে দেখিব? এবারকার উৎসবে যেন দেখি। লোকে যেন বলে, প্রাণেশ্বর এই কটি লোকের জীবনে এমন প্রমাণ ঢেলে দিয়াছেন যে, তাঁদের মুখ দেখিলে পরিত্রাণ হয়। এক এক জন বেদীতে দাঁড়াইবেন। রাগ, লোভ, অহঙ্কার এঁদের ভিতর নাই। এঁরা মুক্তির সৈন্য চলেছেন। এঁরা ব্রহ্মকে পেয়েছেন, এঁরা বিশ্বাস পেয়েছেন, নববিধানের লক্ষণগুলি পেয়েছেন। এমনি করে, ঠাকুর, এঁরা বলুন। এঁদের একেবারে রাগ লোভ সব রিপু দমন হয়েছে, তাই এঁরা চীৎকার করে বলুন। মার প্রেমের প্রমাণ পেয়েছেন, তা বলুন। ক্ষুধিত ভারতভূমি এঁদের মুখের ভাল ভাল সত্যান্ন গ্রহণ

করে আহার করুক। সকলকে লোকে দেখুক। এই কটা লোক তৈয়ার করে তুমি জগতের সম্মুখে দাঁড় করাও। হে কৃপাসিন্ধু, হে দয়াময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, শত শত আত্মা আপন আপন জীবনে তোমার দয়ার প্রমাণের কথা বলুন, বলিয়া কৃতার্থ হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দুঃখের পর সুখ।

কমলকুটীর, সোমবার, প্রাতঃকাল, ৩রা মাঘ, ১৮০৪ শক ;
১৫ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে ভক্তবৎসল, হে আনন্দের প্রস্রবণ, এইটি প্রত্যেককে বুঝিতে দাও যে, শোক এবং দুঃখকে পশ্চাতে রাখিয়া দিন দিন আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি। খুব সুখী হইতেছি, এই অনুভবটি মনের মধ্যে থাকিবে। কেন তা বুঝিতে পারিব না, বলিতে পারিব না ? কিন্তু যে কারণেই হউক, পবিত্রাত্মার উত্তেজনা সেই ফল দিয়াছে, যাতে পাপ শোকের জ্বালা আর কষ্ট দেয় না ; এক রকম দুঃখকে পরাজয় করা হইয়াছে। এই বিনীত ভিক্ষা, তোমার প্রত্যেক সন্তান এইটি যেন অনুভব করেন, লাভ করেন। সমস্ত ঝড় উপদ্রব পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের নৌকা শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে, এইটি যেন সকলে দেখে। তখন ঝড় হইত, বজ্রধ্বনি হইত, কোথায় কূল, কোথায় কিনারা, কোন্ ঘাটের নৌকা কোন্ ঘাটে যাইতেছে, কাল অন্ধকার নদী, ডুবিলেও মাও বলিবার নাই, বাপও বলিবার নাই ; সেই এক সময় গিয়াছে।

বিপদ্ পরীক্ষার রজনী মনে হইলে ভয় হয়। হে ঈশ্বর, এমন কত দিন এ জীবনে ঢের ঝড় তুফান হয়ে গিয়েছে। এই দুঃখের ভগ্ন শরীর একবার তাকিয়ে দেখ। কিন্তু দুঃখটা এখন পশ্চাতে, ঝড় এখন পশ্চাতে রেখে এয়েছি; তাদের বলে এলাম, শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। নববিধানতরী এখন শান্তি-উপকূলের দিকে যাইতেছে। মাঝিরা এখন দাঁড় ছেড়ে দিয়ে বসে আরাম করিতেছে। কি মজা! কি শান্তি! কি আরাম! নদীবক্ষ কি শান্ত! কল কল শব্দে নৌকা আপনি চলেছে। বিপদের রাজ্যটা তো ছেড়ে এসেছি।

জীবন, এখন কি আর দুঃখ পাও? মার কাছে সাক্ষ্য দাও না। জীবনের গভীরতম প্রদেশ থেকে হাসি উঠে। আত্মাকে হাসায়। হে মাতঃ, তুমি দীনের সমস্ত দুঃখ যদি দূর করে দিয়ে থাক, তবেই এখানে তুমি টেঁকিবে। তুমি যদি সুখ দিয়ে থাক, তবেই তুমি আমাদের, আমরা তোমার। তোমার উপাসনা করে সুখী হয়েছি, মঙ্গলপাড়া সুখে ভরা, এইটি যদি বলিতে পারি, তবেই জানিলাম, তোমাকে সাধন করিয়াছি। প্রাণেশ্বর, ঝড় অন্ধকার বিপদ্ কাটিয়ে এয়েছি? দিন হয়েছে? আর রাত্রি হবে না? দীনবন্ধু, ঝড় তুফান দস্যুর ভাবনা গিয়াছে? যে জায়গায় যাব, সেখানকার সৌরভ আস্‌ছে? শ্রীমতী মার গায়ের সৌরভ, সুসমাচারের সৌরভ, তুমি আগে এয়েছ? আমাদের সুখের জায়গায় নিয়ে যাবে বলে এয়েছ? জগতের মিলনের স্থান ঐ যে দেখা যাচ্চে। যা কিছু সু আছে প্রকৃতিতে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, সব ঘনীভূত হয়েছে মা? তবে কি এখন বলিতে পারিব, আর কাঁদি না, আর দুঃখ নাই, বিপদ নাই? সুখের কলসী চুরি করেছি, এখন মজা করে খাই।

দীনবন্ধু, আমরা কটি ভাই স্বর্গে চলে যাই, আর ঝগড়ার কাঁটা

নাই, আর কুবাতাস বয় না। আকাশ পরিষ্কার, এ কথা বল্‌তে পারি কি? সে দিন কি এয়েছে? করুণাসিন্ধু, জগৎ যেন বলে, এই গরিবের দল বড় সুখী। না খেতে পেয়ে, গরিব হয়ে, মাতাল হয়ে, পাগল হয়ে, বয়ে গিয়ে, সুখী এই দল। আর কিছু নই সুখী বই; এ কথা যেন বলিতে পারি। হাসির ব্যাপার আগা গোড়া; আনন্দময়ী, বুকের ভিতর স্বর্গের হাসির প্রতিধ্বনি হউক। মা, অনেক দুঃখ জ্বালা পরীক্ষা উৎপীড়ন সহ্য করেছি, এখন যেন শেষ জীবনে সুখী হই। মা, সুখী কর, সুখের সমুদ্রে ডোবাও, সুখের বাগানে ছেড়ে দাও, সুখের পাহাড়ে বসাও। হে সুখদায়িনী, হে মঙ্গলময়ী, কৃপা করিয়া দুঃখসন্তপ্ত সন্তানদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন বিপদ্ শোক দুঃখ অন্ধকারের রাজ্য পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছি, ইহা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া, হৃদয়-বৃন্দাবনে সুখের রাজ্যে তোমাকে লইয়া নৃত্য করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

খাঁটি প্রেম।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকাল, ৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক;
১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় বিচারপতি, আমি যে অভিযোগ কচ্চি, এ সত্য কি না, বল, হরি। আমি পৃথিবীর লোকের কথা বলিতেছি না, এই ঘরের লোকগুলির কথা বলিতেছি। কেউ তোমাকে ভালবাসে না, তা আমি বলিব না। আমার বিশ্বাস হয় না যে, হরি, আমার ভাইরা কেউ তোমাকে তেমন ভালবাসেন। যতক্ষণ না হরি বলে

উন্মত্ত হন ইহাঁরা। মা, যাত্রীরা এলেন, প্রেমিক তো এলেন না? জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, যোগী, বিশ্বাসী নববিধানবাদী দলে দলে সকলে আস্‌ছেন; আমার মাকে যে ভালবাসে, সে তো আস্‌ছে না? সে যে কেবল হরি হরি বলে, সে যে প্রেমে কেবল নয়নজলে ভাসে, সে যে মত্ত হয়েছে, সে যে হরি বই কিছু জানে না! তার ঘর বাড়ী হরি; সে শোয় হরিতে, বসে হরিতে, হরিতে পাগল হয়েছে। সে তো আসে নাই। তোমার প্রেমিক কি এবার আস্‌বেন? প্রেমিকের মুখ দেখিব কবে? আমাদের বাড়ীতে প্রেমিক নাই? দলে প্রেমিক নাই? একজনও নাই? একটা মেয়ে নাই, একটা ছেলে নাই, যে হরিকে ভালবাসে?

আমার অন্ন জল শয্যা টাকা কেমন প্রিয়, কেমন সুখের জিনিষ। আমি বহুদিন পরে বাড়ী এলে সে কেমন সুখের। আর, হরি, তোমাকে ভক্তেরা গ্রাহ্যও করে না, একটা জিনিষের সঙ্গে তুলনাও করে না। হরি, প্রেমিক কি আসিবেন না? মাকে যে ভালবাসে, তাকে আমি চাই, আর কাউকে চাই না। আমার মাকে ভাতের চেয়ে, জলের চেয়ে, কাপড়ের চেয়ে, টাকার চেয়ে, বাড়ীর চেয়ে, পুকুরের চেয়ে, গঙ্গার চেয়ে ভালবাসে, এইটুকু আমি চাই। হরি, এ আব্দার কি জেয়াদা হলো? মার প্রেমিক যে কেবল হরি হরি হরি হরি বলে। তার মুখে হরি, নয়নে হরি। হরি, আমরা যে তোমাকে ভালবাসি, খড় বিচালির সমান। মা, প্রেমের মিষ্টতা একবার ভাল করে বুঝিয়ে দে। মত্ত কর্, মুগ্ধ কর্, আর যেন সংসারের বিষকে অমৃত না বলি। তোর চেয়ে আর টাকাকে অন্নকে বড় যেন না বলি। তোর সঙ্গে যেন সব জিনিষের তুলনা করিতে পারি।

সংসারের উপমা দূর হও। আমার মা হন পৃথিবীর সাহিত্য,

রূপকের আকর। আমার মাকে যখন সুন্দর বলেছি, তখন মা ভিন্ন আর তুলনার বস্তু পাব না। প্রচারকেরা মাকে আগে সৌন্দর্য্য বলুক, ধন বলুক, বাড়ী বলুক, মিষ্ট বলুক, অন্ন জল বলুক, মিছরী বলুক, তবে তো মার মান রক্ষা হবে। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার স্বর্গের খাঁটি প্রেমরস পান করে, একেবারে আদ্‌মরা হয়ে, চিরমুগ্ধ হয়ে থাকিতে পারি, মা, তুমি তোমার উপাসকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মবাণী।

কমলকুটীর, শুক্রবার, প্রাতঃকাল, ৭ই জানুয়ারী, ১৮০৪ শক; ১৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়ার রাজা, ভক্তের ঝড় তুমি, ভক্তিরাজ্যের তুফান তুমি। সামাল্ সামাল্ নাবিক, উৎসবের ঝড় উঠিয়াছে। লাগিল প্রবল বাত্যা নৌকাতে। ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের ভগবান্, ঝড়ের উপর চড়িয়া তুমি বেড়াও আকাশে আকাশে, বাতাসে বাতাসে। ঝড় তোমার ঘোড়া, ঝড় তোমার গাড়ি। ঝড়ে তোমার মহিমা প্রকাশ পায়। আমার এই প্রাণবায়ু, আমার এই নিশ্বাস, তোমার সেই ঝড়েরই এক কণা। ১১ই মাঘের ঝড় উঠিয়াছে। ঝড়ের চক্রের ভিতর ভক্তেরা পড়িলেন। তাঁদের টানিয়া আনিল উৎসব যেখানে।

ঝড় কি? প্রত্যাদেশ। ব্রহ্মমুখবাণী এই ঝড়। এ হাওয়ার ঝড় নয়; মিথ্যা সোঁ সোঁ শব্দ নয়; গাছের পাতার শব্দ নয়; নদীর

তরঙ্গের আস্ফালন নয়; সমুদ্রের গর্জ্জন নয়; এ ব্রহ্মের কথা, ভারতে ঘুরিতেছে; আমার কাণে লাগিতেছে। প্রত্যাদেশ ঘনীভূত হইয়াছে এই ঝড়ে। কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, কে বারণ করিতে পারে? ঐদিকে সকলে চলিতেছে। হে অগ্নিময় ঝড়, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে তুমি আসিলে; এ সময় যেন নির্জ্জীব না থাকি। ব্রহ্ম কথা কহিতেছেন, এ সময় যেন নির্জ্জীব না থাকি। ঝড়ের প্রত্যাদেশ যেখানে, সেখানে শান্ত থাকিবার যো নাই। ভারতসাগরে ঢেউ উঠেছে। ব্রহ্মবাণীর ঝড় উঠেছে, এই নাম ঘোষণা কর; এই নাম নিশানে লেখ। নিদ্রিত জগৎকে চাই না। যে রাজ্যে প্রত্যাদেশ নাই, ব্রহ্মবাণী শোনা যায় না, সে রাজ্যে, সে নরকে থাকিতে চাই না; মানুষের নির্জ্জীব কথা আর শুনিতে চাই না।

তুমি কথা কও স্পষ্টাক্ষরে, আমরা যে তোমার কাছে আসিয়াছি, ব্রহ্ম। আমরা যে তোমার মানুষ হইয়াছি, হরি। কথা কও; মেদিনী বিকম্পিত করিয়া, হে ঈশ্বর, তুমি কথা কও। পৃথিবীর উপদেষ্টারা চুপ করুন, ক্ষান্ত হউন। এখন মানুষের শাস্ত্র-প্রচারের সময় আর নাই। এ যে উৎসব, এ যে ১১ই মাঘ। ঝড় আসুক। নৌকাখানা এদিক ওদিক করিয়া দুলুক। এই কথা বলিবে, ব্রহ্মমুখে এমন বাণী শুনেছি যে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমি তো নির্জ্জীব শাস্ত্র মানি না। আমি কেবল জ্বলন্ত শাস্ত্র মানি; আমি কেবল ঝড়ের কথা শুনি। হরি হে, নির্জ্জীব নিদ্রিতদের জাগাও; অলসদিগকে উঠাও। নির্জ্জীব শাস্ত্রগুলিকে বন্ধ রাখিয়া এখন কথা কও, কথা কও। তোমার কথা শুনি।

ঝড় আস্‌ছে, চল্লিশ হাজার বেদ বেদান্ত তার সঙ্গে ছুট্‌ছে। বড় বড় বেদ, প্রকাণ্ড বৃহৎ বেদ, ব্রহ্ম, তোমার মুখ হইতে ক্রমাগত বাহির

হইয়া আসিতেছে। জাগিব না? হরি হে, এত ধুমধাম, এত শব্দ কিসের? জীবন্ত ঠাকুর এসেছেন। "আমি এয়েছি, আমি এয়েছি" এই শব্দ আরও ঝাঁকিয়ে আসুক। "আমি আছি, আমি আছি" "আমি আছি, আমি আছি" এই ব্রহ্মের শব্দ উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া, ঝড় হইয়া আসুক! মা শক্তিরূপিণীর কথায় তাড়িতগুলি হৃদয়ে এসে লাগ্‌ছে। বজ্র, তুমি আর কোথায়? ব্রহ্মমুখবাণীতে। আমার মার মিষ্ট কথাগুলি এখন বজ্রধ্বনিতে আস্‌ছে। এ শব্দ কি আর না শুনে থাকৃতে পারি?

পৃথিবী চুপ্, ব্রহ্ম, কথা কও। মা আমার, কথা কও; হৃদয়ের ভিতর, রক্তের ভিতর, বুকের ভিতর কথা কও। ব্রহ্মবেদ সকলে শ্রবণ করি; ব্রাহ্মদের রাজা, ব্রহ্মবাক্য শ্রবণ করাও। লাগুক বুকে ব্রহ্মের ঝড়। প্রেমময়ী, এই আনন্দের সংবাদ জগৎ তরাইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। তোমার কথায় তোমার সত্য প্রমাণ। তোমার ঝড় লোকগুলিকে শুনিয়ে তোমার সত্যের প্রমাণ করি। মাতঃ শক্তি-রূপিণি, জোর হয়ে, পরাক্রম হয়ে এস। আর অবিশ্বাসী, নাস্তিক, নির্জ্জীব যেন কেহ না থাকে। ঐ শব্দ আমাদের পথের নেতা হউক। ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নববিধানের উৎসবের স্থানে উপস্থিত হই। ভাই বন্ধুকে নিয়ে চল। সকলে মিলে ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠধামে যাই। শুনি, আর আরও পবিত্র হই। হে করুণাময়ি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রত্যাদেশের যে এই প্রকাণ্ড ঝড় উঠিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া শুনি, স্পর্শ করি, দেখি, নবজীবন লাভ করি এবং দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মহত্ত্ব-লাভ।

কমলকুটীর, শনিবার, প্রাতঃকাল, ৮ই মাঘ, ১৮০৪ শক;
২০শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের বিধাতা, তোমার সকলি ভাল। তুমি ছোট যদি, তবে ভাল; তুমি বড় যদি, তা হলেও ভাল। তুমি যদি ছোট হও, আমার ঘর ছোট, প্রাণ ছোট, হৃদয়কুটীর ছোট, প্রেমের দড়ি ছোট, ভক্ত-সংসারে, ভক্ত-পরিবারমধ্যে গৃহনাথ বলিয়া তোমাকে বাঁধি। ছোট ঘরে ছেলেখেলা খুব মজার হয়। বড় ঘর তো খেলাঘর নয়, খেলাঘর এক কোণে হয়। বড় ঘর, বড় হাঁড়ি হাতা দিলে বালক হাসিয়া বলিবে, এতে কি খেলা হয়? এতে যে রান্না হয়। সে ছোট হাঁড়ি, ছোট হাতা লইয়া খেলা করিবে। পিতা, ছেলেরা ছোট চায়; তাই তুমি বলেছ, যে আমার ছেলে হবে, আমি তার খেলাঘর হব। তোমার সাধক ছেলে মানুষ, তুমি ছেলেদের হয়ে ছেলে ভুলাও, তা জানি।

এতে আমোদ আছে, প্রমোদ আছে, ভগবান্‌কে নিয়ে খেলা করাতে সুখ আছে, মজা আছে। আমার বুক যেমন ছোট, আমার চোক দুটি যেমন ছোট ছোট, মার রূপও তেমনি ছোট, পা দুখানিও তেমনি ছোট ছোট। আবার মা বড় হলেন যখন, তখন আমি ছোট থাকিতে পারি না। নববিধান যে অতি প্রশস্ত ব্যাপার। ও যে বিস্তীর্ণ ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড ধর্ম্ম, এসিয়া আমেরিকাকে গ্রাস করিল। আমি কথা কহিলাম ছোট ছোট স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে, এখন কথা কচ্চি প্রকাণ্ড পৃথিবীর সঙ্গে। সেই ছোট আমি বড় হলাম। কেন জান? সেই ছোট তুমি বড় হলে বলে। আমি ছোট হই, ধূলিকণার ভিতর

বসে ব্রহ্মসাধন করি। আবার চড়াৎ করে গিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে দুই দিকে রেখে, বিশ্বপতি তুমি, তোমার আরাধনা করি। আমার মন রবারের মত দুই দিকে টানা যায়, টানিলে বড় হয়, আবার ছোট হয়।

ভগবান্, তোমার সন্তান ছোট, আবার বড় হয়। এই যে দুই রকম, তোমার সাধনের দুই দিক, আমার পক্ষে প্রয়োজন। আমি কেবল ছোট হইলে হইবে না। আমি যদি মাটীর ঢিপিকে পাহাড় কল্পনা করিয়া যোগসাধন করিয়া জীবন কাটাইলাম, তবে প্রকাণ্ড হিমালয়ে দাঁড়াইয়া কথা কহিলাম, সেই কথা এণ্ডিস্ পর্ব্বতে প্রতিধ্বনি হইল, ইহা তো দেখিতে পাইলাম না। হে পরমেশ্বর, নববিধানবাদী হলাম, ব্রহ্মাণ্ডকে বুকে রাখিতে পারিলাম না। আমি ছোট ছিলাম, ছোট রহিলাম, ছোটর বড় দুঃখ। আমরা ছোট গ্রামের জন্য প্রেরিত নই, আমরা মহাসমুদ্র, প্রকাণ্ড পৃথিবীর জন্য প্রেরিত। হে দীননাথ, আর কেন ছোট? হৃদয়কে প্রশস্ত কর, মনটাকে খুব বড় কর। নাথ, তুমিও বাড়্তে থাক, আমরাও বাড়্তে থাকি। ভারতে করেছি প্রচার সম্মিলনের মন্ত্র, এখন পৃথিবীতে প্রচার করিব তোমার সম্মিলনের মন্ত্র। রাজা হব মেদিনীপুরে, রাজ্য করিব আনন্দের রাজ্যে। এবার ভারি মিলন হবে, প্রত্যাদেশের ঝড়ে হৃদয়ের সব দরজা খুলে দাও। স্বর্গের বাতাস খুব আসুক। এবার এক এক ভাই এক এক দেশের রাজা; আর শ্রীরাজাধিরাজ রাজা হাসিতেছেন যে, সকল ছেলেকে এক এক রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম।

মা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সময় আসিয়াছে, আসিতেছে, ভগবান্, যখন বড় বড় ভূখণ্ড আসিবে, আর আমি গৃহে স্থান দিব। আমি দুই ভূখণ্ডকে দুই দিকে রাখিব। ভাই হও ভাই, স্বামী স্ত্রী হও ভাই, আনন্দের মিলন কিন্তু চাই। আজ পৃথিবী তোমার কাছে

গলবস্ত্র হয়ে বল্‌ছে, "কত কাল আর কাঁদিব, ভগবান্! ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কত কাল আর ঝগড়া থাকিবে? দুঃখের নিশি কবে অবসান হবে?" মা, পৃথিবীর ক্রন্দন শোন। নববিধান এয়েছেন, সব ধর্ম্ম মিলিয়ে দাও। হাতে হাতে, মুখে মুখে, বুকে বুকে মিল করে দাও। যত ভাই, যত ভগ্নী তোমায় মা মা বলে ডাকবে। একটি বিস্তীর্ণ নববৃন্দাবন করে দাও, তাতে সকল সাধকেরা নৃত্য করুন। হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা করে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন ছোট ছেড়ে বড় হই, যেন তোমার প্রকাণ্ড পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত হই, এবং সমস্ত জাতি, সমস্ত পৃথিবী তোমার হইয়াছে দেখিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন হরি।

কমলকুটীর, রবিবার, প্রাতঃকাল, ৯ই মাঘ, ১৮০৪ শক;
২১শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনদয়াল, ধর্ম্মরাজ্যের রাজাধিরাজ, তোমার বিস্তীর্ণ দরবারে বসিয়া ভাই বন্ধু সকলে মিলে তোমার পূজা করিতেছি। আগে তুমি যেমন ছিলে, তেমনি হয়েছ কি না, বল; অর্থাৎ আগে আমরা তোমাকে যেমন দেখিতাম, তেমনি করিয়া দেখি কি না, বল। ঈশ্বর আছেন, তিনি তো চিরকাল সমান; কিন্তু প্রাপ্ত ঈশ্বর তিনি কি সমান? তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম যাক্, আর কিছু চাই না। এমন গরিব, এমন নাস্তিক হইলাম এত দিনে? এমন দুর্দ্দশা দুর্গতি আমাদের? তুমি সমান? তবে তুমি যাও। তুমি বল, আমার হরি, এই কথাটি সহজ করে

বল যে, যা ছিলে, তুমি তাই কি না? তোমার সম্বন্ধে তুমি তাই থাক, আপত্তি নাই। যদি না থাক, আপত্তি আছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে যদি সমান থাক, আমার দ্বারা লব্ধ হরি যদি চিরকাল সমান থাক, তবে আমার মরা ভাল। তুমি ঘটে যা, সমুদ্রে তা? আকাশে যা, আমার বাড়ীতে তা? রোজ ভাঙ্গা ঘরে বসে ডাকৃব?. তিক্ত রসে, মিষ্ট রসে মিশ্রিত উপাসনা রোজ? এখনও সেই ব্রহ্মচিন্তা, শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞান?

যাও, হরি, ভাল লাগে না; অরসিক ঈশ্বর, গণিত-শাস্ত্র রাখ, দুই আর দুই সমান রেখে দাও চিরদিন! ও আমার ভাল লাগে না। এক মুষ্টি অন্ন, এক বাটি চিনির রস চিরদিনের জন্য বরাদ্দ থাকিবে? আমি এ মানি না, হরি। আমি মানি নূতন নূতন পরিবর্ত্তন। রঙ্গ বেরঙ্গ, রোজ নূতন নূতন ঈশ্বর, নূতন নূতন হরির লীলা না হলে হরিকে ভাল লাগে না। আমার হরিতে অরুচি হয় না। এই সৌভাগ্য, একতারায় অরুচি হয় না। কেন না, একটা তার বটে, কিন্তু ঐ শব্দের ভিতর কত রকম মজা আছে। আমি ওর ভিতর থেকে মহাদেব, দুর্গা, শ্রীমতী কালী সকলকে বাহির করি। আমি শক্ত গুরুকেও উহার ভিতরে পাই, আবার মিষ্ট মা নামও উহাতে পাই। মা, তুমি যে এক হয়ে মাতৃরূপ হও। এক হরির কত লীলা! আমার হরি, তুমি যে জীবের প্রিয় হতে পারিবে, এইতে আমি বুঝিতে পারি।

মুখস্থ ঈশ্বর এক রকম থাকে। আমাদের হরি রোজ রোজ নূতন নূতন রকম। কত রকম তুমি জান। তোমার এত কাপড় আছে আলমারির ভিতর! তুমি আমাদের মা, জরির কাপড় পরিতে ভালবাস। কত রকম রকম পোষাক পর। তোমার কাপড়ের

রঙ্গ বেরঙ্গ কত রকম। নাথ, তুমি চিরকাল ভক্তরাজ্যে এই রকম বিচিত্রতা প্রকাশ করিও। মা, রোজ নূতন সরস সতেজ না হলে মানুষের ভাল লাগে না। একটা প্রকাণ্ড সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্য্যামী অদ্বিতীয় দেবতা রোজ মুখে বলে গেলাম, তাতে তো হবে না। নববিধানের ঠাকুর যে নবীন। তাঁর ছেলেরাও নবীন। ঈশা, মুষা, গৌরাঙ্গ, ওঁরাও মার মত নূতন নূতন ছোট জরির পোযাক পরেন। মা যে দিন যে পোযাক পরেন, ওঁরাও সে রকম ছোট ছোট পোযাক পরে আসেন। তুমি যে দিন মধুময় হও, তোমার আকাশও সে দিন মধুময়। নবীন গাছ, নবীন ফুল, নবীন জগৎ, নবীন হরি। আমি চিরদিন যেন তোমায় নবীন ভাবে পূজা করিতে পারি।

যে একতারা ছোঁবে, আর তার ভিতর হইতে তেত্রিশ কোটী দেবতা বাহির করিতে না পারিবে, তার এ দলে আসা মিথ্যা। আমরা রোজ মাকে দেখি যে, নূতন নূতন কাপড় পড়ে আসেন। এক এক ১১ই মাঘে এক এক রকম অলঙ্কার পরে, পোযাক পরে আসেন। আমার সমুদয়গুলি মিষ্ট লাগে। দয়াময়ী, কেন এত রকম রূপ ধরে কাঁদাচ্চ, মাতাচ্চ? তোমার রূপ যে আর ফুরাবে না। তোমার আলমারির ভিতর যে জরি দেখা যাচ্চে, তাই কত রকম! ঈশার সময় এক রকম পোযাক পরেছিলে, আবার গৌরাঙ্গের সময় এক রকম পোযাক পরে এসেছিলে। আবার আমরা যখন নাচি, আমাদের সঙ্গে নাচ্‌বার পোযাক পরে এস। কত রূপ তোমার! এক মা, লক্ষ মা। কোটী কোটী রূপ তোমার, তুমি চিরনবীন; বীণা বাজাও, কিন্তু প্রতিবার যেন বীণার নূতন স্বর বাহির হয়। দয়াময়ী, আমাকে যদি বাঁচাতে চাও, তোমায় রোজ নূতন হতে হবে। আর আমি এঁদের সেবক ভৃত্য, আমাকে যদি নূতন

দেখাও শুনাও, আমি এঁদেরও নূতন শোনাব, দেখাব। নূতন নূতন প্রার্থনা করিব, নূতন নূতন উৎসব করিব। ভ্রাতৃপ্রেম নূতন করিব, ভাব নূতন করিব। তুমি চিরনবীন থাক, তা হলে আমাদের ভাবনা থাকিবে না।

নববিধান নূতন বিধান, নবীন বিধান, চিরদিনই নূতন। আমার হরি রোজই নূতন, রোজই নবীন। নবীন কর। নূতন বিশ্বাস, নূতন চক্ষু, নূতন দর্শন, নূতন শ্রবণ, নূতন প্রতিষ্ঠা, নূতন স্থাপন। নবীনের নবীন, নবীনের ভক্তবৎসল! তুমি নবীন, আমরা নবীন, নিশান নূতন, সবই নূতন, তুমি নূতন হলে সবই নূতন। আকাশকে নূতন কর, জীবনকে নূতন কর। নূতন যৌবন দাও, নূতন উৎসাহ দাও। নবীন দলকে মাতিয়ে এবার পৃথিবীকে দেখাও, তোমার ছেলেদের ঘরে কত টাকা, কত নূতন কাপড়। নববিধানের লোকেরা তোমাকে নূতন করে রেখেছে। নবীন চন্দন ঘস্‌ছে, নবীন ফুল দিয়ে পূজা কচ্চে, নূতন বরণ হবে, মেয়েরা নূতন পূজা করিবে। দয়াময়ি, নবীনভাবদায়িনি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নূতন ভাব, নূতন উৎসাহ, নূতন মত্ততায় মত্ত হইয়া, চিরদিন নবীন ভাবে তোমাকে পূজা করিতে পারি, এবং নবীন যে তুমি, তোমাকে সকলকে দেখাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আত্মপরিচয়-দান।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, প্রাতঃকাল, ১১ই মাঘ, ১৮০৪ শক ;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমময় হরি, আনন্দের সমুদ্র, রোগাক্রান্ত হইয়া শরীর ভাঙ্গিবার জন্য যেন গত বৎসর প্রস্তুত হইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উৎসব আর শেষ করিতে পারিব না। কিন্তু শান্তিধাম সুখধাম তুমি, আমার মাথায় যখন হাত দিয়া কোলে করিয়া রাখিলে, তখন আমি বুঝিলাম, তোমার সেবা করাই জীবন, আলস্যই মৃত্যু, মৃত্যু তো আর কিছু নয়। আবার খাটিতে লাগিলাম, বন্ধুদের সেবা করিতে লাগিলাম, আবার তো উৎসব সম্ভোগ করিতে লাগিলাম। প্রেমের কথা, পুণ্যের কথা, অগ্নির কথা আবার যেন বলিতে পারি। মরি নাই যদি, তবে মৃতের ন্যায় থাকি না যেন ; তবে ভাগবতী তনু পাই যেন। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে যেন বীরের মত শক্তি সামর্থ্য আমার ভিতর আইসে। আমার দক্ষিণ হস্ত লৌহের মত কঠিন হইবে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার কথা হইতে বাহির হইবে। তোমার তালুকে, তবে বুঝি, ভাল করে বসিলাম।

ইউরোপ, আফ্রিকা, এসিয়া, আমেরিকা চারিটি নাম নিশানে উড়িল। ভাঙ্গা শরীরে এত জোর কেন দিলে? ব্রাহ্মসমাজ কি নববিধানের ভিতর গিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্চেন? বাঙ্গালী প্রচারকেরা কি পৃথিবীর প্রচারকের উচ্চতর পদ পাইবেন? হে ভগবান্, এবার পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি। আমাদের কাজের নূতন বন্দোবস্ত দেখ্‌ছি। আমি যেন এঁদের আর সামান্য মনে না করি। যথার্থ সন্ন্যাসী বৈরাগী হয়ে এঁদের সেবা করি। এবারকার বীরেরা তোমার দ্বারা আহূত

হইয়া খুব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে। এবারকার গোলা একটা প্যাসিফিক্ মহাসাগরে, একটা আমেরিকার বুকে গিয়া পড়িবে।

প্রেমস্বরূপ, আমরা কি প্রমাণ দেখিয়াছি যে, একজন কেউ আমাদের মধ্যে ঈশা গৌরাঙ্গের মত হয়েছে? নববিধানের নিশান আকাশে উড়ে, নববিধানের মানুষ কি পৃথিবীতে বেড়ায়? এমন কি একজন কেউ আমাদের ভিতর হয়েছে, যার বুকে হাত দিয়ে বলিতে পারিবে লোকে, ইহার ভিতর চারি বেদ এক হয়েছে? ঈশা মুষা গৌরাঙ্গের বিধানে যে লোকে জীবন দেখেছে, এবারও মানুষ চাই। এমন মানুষ চাই, যারা ভগবানেতে আনন্দ পেয়েছে, যাদের চক্ষু মুখ কর্ণ দিয়ে অমৃত পড়িতেছে। এমন লোক কি নববিধানে হয়েছে? হরি, মানুষ নাই? জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর নাই? ভগবান্, বল এই বেলা, মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, তবে সব মিথ্যা। সব ফেনার মত দুই চারি বছর পরে চিহ্নও থাকিবে না। দোহাই হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও।

গরিব বলিতে চায় যে, ঈশা মুষার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্বতন্ত্রতা আছে। এ গরিব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না; কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইল; সাম্প্রদায়িক ছিল, হইল সার্ব্বভৌমিক; কাল মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্ম্ময় হইল; কঠিন ছিল, কোমল হইল। এ পাপীর জীবন যেন এমন হয় যে, তা দেখে লোকের আশা হয়। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে; তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে; লোকে যেন ইহা বলে।

আমি যে কঠিন ভাবে সাধন করিতাম, এখন আমার মত সুখী কে, হরি? আমার বাগানের মত ফুল কার বাগানে? এই জন্য আমি সুখী যে, আমি নববিধানে সব ধর্ম্মের সমন্বয় ও মিলন দেখিতেছি। আমি তো সিদ্ধ হইয়া জন্মি নাই। আমি অবিশ্বাসী, পাপী, অপ্রেমিক ছিলাম। পরিবর্ত্তিত পাপী এই বিধানে কেবল দেখা যায়, অন্য বিধানে তো তা হয় নাই। প্রেম ভক্তি ছিল না, ভক্তদের জানিত না, ক্রমে সে নববিধানের প্রসাদে পরিবর্ত্তিত জীবন পাইল; সকলের আশা হইবে। সকলকে বুঝাইয়া বল, আমার চেয়ে খারাপ আর কে হবেন? তবু আমার এ পথে তিনি আসিতে পারেন। আমার জীবনে যেমন নববিধানের বিরোধ ছিল, এমন আর কার জীবনে আছে?

কিন্তু হরি, প্রেম চাই। প্রেম ভিন্ন কিছু হয় না। হে মাতঃ, তোমার মঙ্গল হস্ত ভাইদের মাথায় রেখে বল, তোমরা প্রেমিক হও, প্রেমিক হও। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মিলন কেবল প্রেমেতে। হে ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলের কাছে এস। আর কিছু না, আর কিছু না, হরি, প্রেম বাঁচাবে পাপীকে। আর কিছু চাই না। প্রত্যেক ভাই মৌমাছির চাক হয়ে পৃথিবীতে বসিবেন, যত লোকে খোঁচা দেবে, মধু দেবেন। খোঁচা না দিলে তো মধু বেরয় না, প্রেম পড়ে না। প্রেমসিন্ধু, দলপতি হয়ে এই বালককে যদি একটি দল দাও, প্রেম দাও তাদের।

আমার জীবনের পরিবর্ত্তন সকলের পক্ষে আশাপ্রদ; আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ্ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হতে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে, ভাই, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ

ধর্ম্মশাস্ত্রকে এক করে নেব, সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব, ক্ষমা প্রেম দেব। তোমরা যাও পঞ্জাবে, যাও উড়িষ্যায় ফিরে, কিন্তু একজন ভাই তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। পাপ শয়তান যদি আগে চলে, সেই লোকটা * পাপ শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষে তো নববিধান পেলে, তবে আমি পাব না কেন? আমি তো মরি নাই, আমার রোগ হইয়াছে কত বার। গ্রন্থ শেষ হয় হয় এমন হয়েছে, কিন্তু আমার যে জোর বল বেড়েছে। কত ভয়ানক বিপদ্ দারিদ্র্য সম্মুখে ছিল, তবু তো কাঁদি নাই; পাছে আমার ভাইরা কাঁদে। আমি যদি এক গেলাস মদ খাই, ভাইরা যে বোতল বোতল খাবে। আমি যদি দুর্ব্বল হই, আমার ভাইরা আরও দুর্ব্বল হয়। হরির দাস তো ভগ্নহৃদয় হয় না। শত্রুদের আক্রমণ আমার মত কে সয়েছে? এমন একজন আছে, যাকে ক্রমে শত্রুরা আরও আক্রমণ করিবে। করুক, আমার কেউ কিছু করিতে পারিবে না, কখন পারে নাই। আমার প্রাণের রক্ত, বুকের রক্ত তুমি। আমায় কে কি করিবে? আমি যে তোমার কাছে শিখে নিয়েছি ভালবাসিতে। আমি যে ক্ষমা করেছি, প্রেম দিয়েছি।

আমি যখন আছি, কারও ওজর নাই। হরি, আমি আছি তোমার গোলাম। আমি প্রমাণ করে দেব যে, আমি জঘন্য হতভাগা পাপী, আমার তো যোগ ভক্তি ছিল না। এখন কি আমার লাভ হয় নাই? আমার যোগ ভক্তি প্রেম বড় হয়েছে, আমার প্রেমে আমি সাঁতার দি। আমার জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান হয়েছে, আমি বুঝিতে পারি। বাইবেল পর্য্যন্ত আমি বুঝ্ছি, সন্ন্যাসধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব বুঝেছি। আর তোমার জন্য বড্ড খাটি। নাথ হে, যদি কেউ বলে,

* নববৃন্দাবনের অবিনাশ।

কর্ম্ম করি বলে বোধ হয় না, তাঁরা আমার জীবন দেখুন। হরি, আমার শরীর থাকিতে থাকিতে কারও কিছু উপকার করে লও। এঁদের বন্ধু দরকার, একটা বন্ধু এঁরা সঙ্গে নিয়ে যান। এঁদের যখন বড় খিদে পাবে, একটা মেঠাইয়ের দানা আমাকে করিও। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। আমি কেবল মেলাবার চেষ্টায় আছি। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল জলকে, সকল ধর্ম্মকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না; আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি, তা বল্‌ছি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্ত্তন হয়েছে। হয়নি যা, তা হবে; অসম্ভব যা, তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্চে, এই আশার কথা শুনিব, আর সকলে ভাল হয়ে যাব, মা, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরিবর্ত্তিত জীবন

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকাল, ১৩ই মাঘ, ১৮০৪ শক;
২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াল হরি, হৃদয়বৃন্দাবনের শ্রীনাথ তুমি, তোমাতে আমাদিগকে আর একটু টানিয়া লও। আর একটু টানিয়া লইতে হইবে। বাহিরে বাহিরে দেখিতেছি ভাল, অন্তরের অন্তরে দেখি না ভাল। বন্ধুগণ উৎসবে আসিয়াছেন, বাহিরের মজা লুটিলেন, বাহিরের উৎসব

সম্ভোগ করিলেন। গৌরাঙ্গের পিতা, অন্তরের অন্তরে কি নববৃন্দাবন স্থাপন করিতে পারিলেন? পিতা, আমি যে সেই লোক, যে বাহিরের দেখিয়া তুষ্ট হয় না, বার বার পরীক্ষা করিতে চায়। ভাল যে হয়েছে খুব, ভারি সন্দেহ সে বিষয়ে। মনে হয়, হরিকে এরা কেন আর একটু ভালবাসিল না, উৎসব কেন এত শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয়। ব্রহ্মদর্শন ভিতরে ভিতরে তত যেন হচ্চে না। মেয়েদের আমোদ কেন এত শীঘ্র শেষ হইতেছে? মা মা বলিতেছে সকলে, কিন্তু তত বলিতেছে না। পরীক্ষিত বিষয় ভিন্ন এই কঠোরহৃদয় লোকের কাছে কিছুই যে আদরণীয় নয়। এঁরা বাড়ী যাবেন কি নিয়ে? হরিদর্শন পেয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে? তাই হউক। হরি হে, আশীর্ব্বাদ কর তুমি, কিছু যেন দেখি।

বাহিরের নৃত্য গীত ভাল, কিন্তু মন দেখাও তুমি, এ হলে বিশ্বাস করি, নতুবা কিছুতে নয়। বুকে হাত দিয়া দেখি আমি চিকিৎসকের মত, ভিতরে কি হইয়াছে; জমাট নীরেট ব্রহ্মবাজনার সুর পাওয়া যায় কি না, কাণ দিয়া দেখি। হরিনাম বাজে, একতারা বাজে, নববৃন্দাবনের পাহাড়ের উপর যোগ ধ্যান চল্ছে বেশ, এ বোঝা যায় কি না, দেখি। বুকের ভিতর যদি এ সব শোনা যায়, দেখা যায় বেশ, তোমার উৎসব সফল হয় তবে। উৎসবান্তে এঁরা এমন কিছু নিয়ে যাচ্চেন কি না, যা ছিল না। এ হতভাগার বাড়ী হইতে বৎসরান্তে কিছু লইয়া যাইতেছেন কি না, দেখিব। শূন্য মন নিয়ে যাচ্চেন কি? কিছু পেলাম না বলে পাছে ফিরে যান। *ঈশ্বর, যে কিছু না পেয়ে চলে যাচ্চে, তার মনে তো এ ভাব হচ্চে। পিতা মাতা, আরও একটু সহজ হবে না? ধর্ম্মকে এত কঠিন করে রাখ্‌বে? এঁরা যে এলেন দেশদেশান্তর থেকে, কিছু কি নিয়ে

যাবেন না? প্রচারকেরা উৎসবের পূর্ব্বে যা ছিলেন, তার চেয়ে কি ভাল হবেন না? পাঁচ মিনিট ধ্যান করে যা হইত, এখন এক মিনিট ধ্যান করে তা কি হবে না? নূতন নাচ কি শেখাবে না? দেবতাদের বাড়ী থেকে নূতন ব্যাণ্ড কি আসিবে না? ব্রহ্মদর্শন ভাল হয় না, ধ্যানের সময় বসে "চিন্তা তাড়া তাড়া" যত বলি, তত অন্য চিন্তা আসে। সব ব্যাঘাত রহিল কি? ধ্যান করিতে শিখিলাম, কেহ তো বলে যাচ্চে না? ধ্যানে বসিলেই ব্রহ্মদর্শন হয়, কেউ বলে যেতে পাচ্চে না? ভক্তির নৃত্য ভাল জমাট হলো না, যোগ প্রেমের মিলন হলো না ভাল। ভাইতে ভাইতে মিল হলো না। সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এক হবার কথা ছিল, কৈ হলো এক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরিতে তন্ময়ত্ব।

কমলকুটীর, সোমবার, প্রাতঃকাল, ১৭ই মাঘ, ১৮০৪ শক; ২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় ঠাকুর, গত হইতে অনুষ্ঠান বহু দূরে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে, সাধনক্ষেত্র হইতে মুক্তি-ধাম বহু দূরে, আমাদের চেষ্টা হইতে লক্ষ্য বহু দূরে। তোমার সঙ্গে এক হয়ে প্রেমে তদ্গত আর তন্ময় হইব। এই যে শরীর আছে, ইহাকে ব্রহ্মময় দেখিব। উৎসবে ধন দান করেছ, আশীর্ব্বাদ করেছ, এখন আমার হাতে, শ্রীহরি, তন্ময় হওয়া। হরির যা করিবার, করেছেন। মা লক্ষ্মী স্বয়ং সন্তানের হাত ধরে নৃত্য করেছেন। মার হস্ত সন্তানের হস্তের সঙ্গে একত্র হয়েছে। ধ্যানেতে ভক্তিতে

যোগেতে মার এবং ছেলের চক্ষু এক হয়েছে। ভক্তের মাথায় মার আশীর্ব্বাদ পড়েছে। এখন, প্রেমময়ি, যে মিথ্যা কথা বলিয়া ওজর করিবে, তার কথা কেহ যেন বিশ্বাস না করে। তোমার আশীর্ব্বাদ যখন হয়ে গিয়েছে, তখন, নাথ, হরিময় হওয়া আমার হাতে, তোমার হাতে কৈ? ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়ে দিয়েছ, এই ঘরে হীরা মুক্তা সোণা ঢেলে দিয়েছ, আর কি দিবে? আর কি করিবে? সুধাসমুদ্রের ধারে নিয়ে গিয়ে বসাইয়া দিয়াছ।

বাড়ী যাওয়ার সময় উৎসবের যাত্রীরা হয় ব্রহ্মকে লইয়া যাইবেন, নতুবা যার বাড়ীর ব্রহ্ম, তার বাড়ীতে থাকিবেন। তন্ময় হয়ে যাব, ব্রহ্মচক্রে ঘুরিব, ব্রহ্ম আকাশে উড়িব। শরীর স্বর্গময় হয়ে যাবে। তাই হয়ে যাব, ঈশার ও গৌরাঙ্গের যা হয়েছিল। আমাদের কাল শরীর যদি গৌরাঙ্গ হয়ে যায়, ব্রহ্মেতে লীন হয়ে যদি ব্রহ্মদেহ হয়ে যায়, তবে কিছু কাজ গুছিয়ে নিয়ে চলিলাম। ভিতরে সমস্ত হরি হয়ে গেল। নিশ্বাস পড়ে হরিতে, রক্ত চলে হরিতে, হরিপাদপদ্ম হইতে রক্ততরঙ্গ বাহির হইয়া শরীরে চালিত হয়। তন্ময় হরিময় শরীর।

তনু, তুমি কি তন্ময়? না, সংসারময় পাপময়, লোভময় নরকময়? তনু, বল, তুমি হরিময়? গৌরাঙ্গ-ঈশা-বুদ্ধময় কি না, বল। শরীর আমার তন্ময় কি না, আগে পরীক্ষা করিব। বুকের তার সুতার সেতার, চমৎকার সুতান বাহির হয়। ব্রহ্মেতে সমুদায় শরীর তন্ময়। পূজার সময় স্বামী স্ত্রীকে গহনা দেয়, সেই গহনাগুলি পাড়ার সকলকে না দেখাইলে সতীর আমোদ হয় না। শ্রীহরি, উৎসবে এতগুলি সতী এয়েছেন, এঁরা সকলে কি ভাঙ্গা এক একখানি গহনা নিয়ে বাড়ী যাবেন? না, সকল সতীকে ঘরে ডেকে গহনা দিয়েছ? হে দয়াসিন্ধু,

তুমি দিয়েছ পিতা হয়ে, পতি হয়ে; তোমার ধন নিয়ে ধনী, তোমার ভূষণে তন্ময়। এবার তোমার একখানি গহনা নিয়ে পরেছি। আহ্লাদ আর ধরে না। পাড়ার সকলে দেখ, সৎ সতীকে কি দিয়েছেন। এবার তন্ময় শরীর।

হরি আমাতে, আমি হরিতে, তোমার ভিতর ঐ আমি, আর আমার ভিতর এই তুমি, এই যে নিবিষ্ট হওয়া, এইটি তুমি এই কয়জন ভক্তকে, হরি, করে দাও। এলে যদি, তবে দুর্ব্বল পাপ-কলঙ্কিত শরীরকে রূপবান্ কর, কৃষ্ণাঙ্গকে গৌরাঙ্গ কর, তন্ময় কর। ঋষিতেজ আমাদের ভিতর দাও, তুমি আমার হয়ে যাও, আর আমি তোমার হয়ে যাই। আমার রক্ত মাংস আর জড় যেন না থাকে। আমি এবং আমার বন্ধু বান্ধব সকলে এক হয়ে তন্ময় হয়ে যাই। সাধনে ভজনে প্রত্যেক ভক্তকে খেয়ে ফেলেছি। আর ভাইদের ছেড়ে দেব না। হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করেছি। তন্ময় হরিতে, আর তন্ময় ভাই বন্ধুতে, সকলে এক হয়ে গেলেন। ভিতরে কেবল ব্রহ্মনিনাদ শুনি, ব্রহ্মবাদ্য শুনি, চিরকাল উৎসব সম্ভোগ করি। পিতা, দয়াময়, সকলকে একাকার করিয়া তোমার চরণে তন্ময় করিয়া দাও, এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য-বৃন্দাবন।

কমলকুটীর, মঙ্গলবার, প্রাতঃকাল, ১৮ই মাঘ, ১৮০৪ শক;
৩০শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হরি হে, এই দুই দিনের মধ্যে উৎসবচক্র থামিবে।' সম্ভাবনা এই, ইহার পর পাপী আবার পাপ করিবে, ঝগড়াটে আবার ঝগড়া করিবে, অবিশ্বাসী অবিশ্বাসে ডুবিবে। শয়তান ছুটি লইয়াছিল এক মাসের জন্য, আবার বুঝি আসিতেছে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া; আবার বুঝি নরকের দরজা খুলিতেছে। আমাদের মনের কুপ্রবৃত্তি সকল বাড়ী গিয়াছিল এই এক মাসের জন্য ছুটি লইয়া। আবার যে তারা বিকটাকার ধরিয়া আসিবে না, কে বলিল? একটা মাস তোমার সঙ্গে লেখা পড়া, তা তো শেষ হয়ে আস্‌ছে। যাঁর যেটি প্রিয় পাপ, যাঁর রক্ষিত যে পাপ হৃদয়ে ছিল, যাঁর পোষিত সে শয়তান ছিল, এক মাস খেতে না পেয়ে কাঁদিতেছিল, আবার আসিবে। ধর্ম্মরাজ্যের সুবসন্ত এমনি করে আসে, আবার চলে যায়। শ্রীহরি, পৃথিবীর এই জোয়ার ভাঁটা নিবারণের উপায় কি আছে? পাপ একেবারে কি দুর করিয়া দিবার উপায় নাই? দয়াসিন্ধু, উপায় কিছু করে দাও।

এই যে আমরা একটা মাস সংসারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়েছি, আছি ভাল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করে দাও। হে প্রেম-সূর্য্য, চির-উজ্জ্বল থাকিয়া হৃদয়ের গগন পরিষ্কার করিয়া রাখ। এবার বৃন্দাবনে এসে সপরিবারে নিজস্ব বাড়ী জায়গা জমি কিনেছি। মা, আমার শ্রীবৃন্দাবনে এ কি বাসা? ভাড়া বাড়ী? এক মাস পরে কি তাড়িয়ে দেবে? ভাড়া ফুরিয়েছে বলে কি মাসের শেষে দূর করিয়া দেবে? এমন বৃন্দাবনের সুখ হইতে কি বিচ্যুত করিবে?

নববৃন্দাবনের সম্বন্ধ শেষ হইল? যে যার আপনার আপনার পুরাতন বাড়ীতে চলে যাবে? আবার সেই রাগ লোভ কাম রিপুদের বাড়ীতে যাব? পাপনগরে গিয়া ডাকাতদের দলে গিয়া মিশিব? হে ভগবান্, দয়া করে এমন ব্যবস্থা কর, এইখানেই যাতে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাই। বৃন্দাবনের শ্রীহরি, হাত জোড় করিয়া তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমার আনন্দের শ্রীবৃন্দাবনে চিরবাসী করিয়া রাখ।

আবার রাগিব? আবার লোভ করিব? আবার অহঙ্কারের আগুনে পুড়িব? আবার কুপ্রবৃত্তিগুলো আমাদের কাছে আসিবে? সাধ্য কি। দয়াময়, চিরকালের জন্য স্থান দাও। বৃন্দাবনে থাকিব। এমন বাতাস আর কোথা তো বয় না। এমন যমুনা আর কোথাও নাই। এমন ফুল আর কোথাও ফুটে না। আর পুরাতন বাড়ীতে কেন যাব? এবার বৃন্দাবনবাসী হয়ে থাকিব। ভক্তকুল আমাদের কুটুম্ব হলেন। সাধুদের পাতের খেয়ে মানুষ হব। ওঁদের বাগানে গিয়া বেড়াব। হে মাতঃ, নূতন বাড়ীর প্রেমে খুব মাতিয়ে দাও। সমুদায় শ্রীসম্পত্তি এখানে পেলাম, ভাই বন্ধুদের নিয়ে এখানে থাকি। হে মঙ্গলময়ী, শ্রীমতী জননী, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন নববৃন্দাবনে নিত্য-বৃন্দাবনে চিরবাসী হইয়া, এখানে শ্রীসম্পত্তি সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শান্তিবাচন।

কমলকুটীর, বুধবার, প্রাতঃকাল, ১৯শে মাঘ, ১৮০৪ শক;
৩১শে জানুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে হৃদয়নাথ, হে হৃদয়শোণিতের জীবন এবং উজ্জ্বলতা, অগ্ন * * * তোমাকে আমরা ধ্যান করিয়া, যোগেতে তোমাকে লাভ করিয়া, উৎসবান্ত করিব। উৎসবের সমুদায় রস আজ ঘনীভূত হইবে। তোমাকে আজ বুকের ভিতর করিয়া রাখিবার দিন, আজ মহাপুরুষদের সঙ্গে নিত্যকুটুম্বিতা-স্থাপনের দিন, আজ হরিধ্যানের দিন, ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে এক হইবেন তাহার দিন। আজ এক হইয়া ব্রহ্মবিরুদ্ধে, ভ্রাতৃবিরুদ্ধে সমুদায় পাপের প্রায়শ্চিত্তের দিন। আনন্দসরোবরের চারিদিকে, শান্তিসরোবরের চারিদিকে ভক্তমণ্ডলী আজ ব্রহ্মেতে বিলীন হইবেন। আজ ভাগবতী তনু হইবে। সকলের শরীর আজ ব্রহ্মেতে উজ্জ্বল হইবে, তাই কর।

আজ তোমার সহিত গভীর মিলন, আজ তোমার অন্তঃপুরে আমাদের নিমন্ত্রণ, আজ অন্তঃপুরে যাইয়া মার হাতের রান্না খাইব। আজ দাস দাসীদের বেতন পাইবার দিন। আজ হাত পেতে তোমার কাছে দাঁড়াইব, তুমি পরিশ্রমী সাধকের হাতে পুরস্কার দিবে, বেতন দিবে, আজ কল্পতরু হইতে ফল পাইব। এই এক মাস গাছের গোড়ায় যে জল দিলাম, আজ তাহার ফল পাইব। আজ পৃথিবীর সঙ্গে যে স্বর্গের শুভ উদ্বাহ হইবে। আমরা শঙ্খ বাজাইব। এক মাসের উৎসব আজ বুকের ভিতর বাঁধিব। আজ যে পাপ ধৌত করিব, হৃদয়কে নির্ম্মল করিব। আজ এমন সুধা মুখে ঢালিব, যে সুধা কখন খাই নাই। আজ এমন খাওয়া খাইব, যে খাওয়া কখন

খাই নাই। আজ এমন কাপড় পরিব, যা কখনও পরি নাই। আজ যে, মা শান্তিদায়িনী, তুমি স্বয়ং তোমার করকমলদ্বারা ভিতরের সমুদায় পাপ অশান্তি দূর করিয়া দিবে।

আজ অনেক সাধ, অনেক আশা মিটাইবার দিন। হরি বিনা এত আশা মিটাইবে কে? হে শান্তিদাতা, আজ ভক্তদিগকে সমস্ত ঘনীভূত করিয়া লইতে দাও। বেতন লইবার দিনে কেহ যেন অনুপস্থিত না হয়। আজ অমৃতসরোবরের ধারে খেলা করিব। হে হৃদয়ের ঈশ্বর, আমরা যে সমস্ত সাধন এক করিতে গেলাম, আজ সে মহাযোগের দিন। ব্রহ্মোৎসব শেষ করিতে চাই শান্তিজল-পানে। আজ যুগলসাধনে যত স্বামী স্ত্রী ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিয়া শান্তিজল পান করিবেন। তোমার চরণে প্রত্যেকে "শান্তিঃ" বলিবেন। ধ্যানশীল সদাত্মা সকল আজ পরস্পরকে স্মরণ করিয়া শান্তি বলিবেন। আজ সমুদায় দেশ শান্তি বলুক। আজ ভাই ভাইয়ের হাত ধরিয়া শান্তি বলিবেন। কলহ আর রহিবে না। প্রেরিতে প্রেরিতে চিরমিলন। আজ সমস্ত অশান্তি দূর করিতে হইবে। আজ ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া সকলে শান্তিতে মিলিত হইবেন। তোমাকে প্রণাম করি, শান্তিজল পান করি, ভাইদের স্মরণ করি, শান্তিতে উৎসব শেষ করি।

শ্রীমতী, তোমার যথার্থ শ্রী তো পাই নাই এখনও। আজ সস্ত্রীক সবান্ধব শ্রীবিশিষ্ট হই। আজ সমুদায় দলকে জোর করিয়া সুন্দর সুশ্রী সুখী কর। * * * আজ, কমলা, হৃদয়-কমলের উপর দাঁড়াও। আজ সকলকে দেখা দিও। আজ বক্ষের ভিতর তোমাকে বসাইয়া চিরপ্রসন্ন হইব। আজ আনন্দের সহিত সকলকে লইয়া ব্রহ্মসরোবরে ঝাঁপ দিব, ঝাঁপ দিয়া নিত্যানন্দের ভিতর চিরমগ্ন হইব।

আজ সাধুদের আহার করিতে দিও। শ্রীঈশার বিবেক, শ্রীমুষার

ব্রহ্মবিশ্বাস, শ্রীবুদ্ধের নির্ব্বাণ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের মত্ততা এক করিবে? কথানি চরিত্র একখানি করে আজ খাইয়ে দিও। আজ আমরা কজন তোমার অন্তঃপুরের ঘরে বসে খাব। আজ মার হাতের রান্না খেয়ে, শান্তিজল পান করে, মার চরণে প্রণাম করিব। হে মঙ্গলময়ি, হে দয়াময়ি মা, কৃপা করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আজ তোমার অন্তঃপুরে গিয়া, তোমার হাতের রান্না খাইয়া, খুব আনন্দে মত্ত হইব, এবং মাতৃপ্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রাপ্তধন-রক্ষা।

কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, প্রাতঃকাল, ২০শে মাঘ, ১৮০৪ শক;
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনশরণ, আনন্দবর্দ্ধন, উৎসবের পরের সময়, এই যে সময় বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম, তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, যদি অবহেলাতে হারাই, মহাবিপদ্। এই জন্য তব সিংহাসনতলে মিনতি করি, যাহা পাইলাম, যেন অবহেলাতে না পলায়ন করে। এ যাত্রায় উৎসবধনকে হৃদয়ে রক্ষা করিতে যেন সমর্থ হই।

তুমি আর বাহিরের আড়ম্বর হয়ে থেকো না আমাদের কাছে। তুমি রসনায় রস হও, প্রাণের রক্ত হও। তুমি যদি সহায় হও, তবে এবার জন্মের মত সংসারকে ফাঁকি দিলাম। তুমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ ভাব স্থাপন কর, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী

স্বামীকে দেখিবেন তোমার ভিতর দিয়া। দুই জনের মধ্যে ব্রহ্ম। এমনি হবে পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ। চক্ষে চক্ষে ব্রহ্মদর্শন, তার পরে স্ত্রীদর্শন, পুত্রদর্শন, ভাই ভগিনীদর্শন। যাহা দেখিব, হরিভাবে দেখিয়া তবে উপলব্ধি করিব। ব্রহ্মের ভাবে সকলকে দেখিব। তোমার পুণ্যের অঞ্জনে চক্ষুকে রঞ্জিত করিয়া তবে সকলকে দেখিব। এবার ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়। এই প্রার্থনা করি তোমার কাছে, এবার চক্ষে চক্ষে, কর্ণে কর্ণে, রক্তের ভিতর বসিয়া যাও। আমাদের হাড়ে হাড়ে ব্রহ্ম হবে। মা জননি, তোমার প্রেম, তোমার ধর্ম্ম আমাদের হাড়ে হাড়ে ঢুকিয়া যাইবে।

এবার ধর্ম্ম সীমার অতীত হবে, হাত বাড়িয়ে ধর্ম্মের সীমা আর পাব না। পরমেশ্বর, একজন মহাজন খুব ধর্ম্মরত্ন সঞ্চয় করিয়া বাড়ীতে রাখিল, সিন্দুকে রাখিল, চাবি হাতে রাখিল; যখন দরকার হইল, খুলিয়া খরচ করিল, ক্রমে ক্রমে সব শেষ হইল! আর একজন সুচতুর সুরসিক মহাজন অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া, সিন্দুকে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া, চাবি সমুদ্রে ফেলিয়া দিল; তার পক্ষে ইচ্ছা হইলেও ধনক্ষয় করা অসম্ভব। হরি, আমরা যদি উৎসবধন সঞ্চয় করিয়া, বুকের ভিতর বাক্সবন্দী করিয়া, চাবি হরির অতলস্পর্শপ্রেমসমুদ্রে ফেলিয়া দি, তবে ইচ্ছা করিলেও ধনক্ষয় করিতে পারিব না, পাপ করিতে পারিব না। তিনি নিরাপদ, যাঁর চাবি নাই হাতে। প্রেমজলে চাবি ফেলে দি আজ। হে হরি, এমনি করে পাপ শেষ করে ফেল, যেন আর আসিতে না পারে।

আপনার হাতে ধর্ম্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিন্ধু, মানুষের ধর্ম্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও। ঠাকুর, সঙ্কটের সময় তোমার দাসদের রক্ষা কর। হরির পাদপদ্মে

পড়িয়া আছি, আর যেন উঠিতে না পারি। পাপের বাড়ী যাইতে পারিব না, আর পাপ করিতে পারিব না। ছেলেমানুষদের মত তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিব। নরকে যাবার দ্বারটা যেন বন্ধ হয়ে যায়। হে দয়াময়, এই যে তোমার প্রসাদে এত ধনসঞ্চয় করিলাম, তা যেন আমাদের চিরদিনের সম্পত্তি হয়। আমাদের পক্ষে পতন হওয়া যেন একেবারে অসম্ভব হয়; আর ভয় যেন না থাকে; কেহ যেন মনের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে। এবারকার ধন চাবিবন্ধ ধনের মত হইয়া রহিল। হাড়ের ভিতর শিষ্ট ভাব, মধুর ভাব, পুণ্য ভাব যেন প্রবেশ করে, মা মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিরজীবনসখা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৩ শক;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমাত্মন্, তোমার চরণের মঙ্গল-চ্ছায়াতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের সকলের আত্মাকে তোমার পবিত্র জ্যোতিতে পবিত্র কর। অদ্যকার উৎসাহ যেন অদ্যই অবসন্ন না হয়। তুমি যেমন অদ্য আমাদিগকে দেখা দিতেছ, এইরূপ চিরদিন নয়নের সমক্ষে থাকিয়া, সর্ব্বদা পাপ তাপ বিঘ্ন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। এই পৃথিবীতে আমাদের রক্ষা করিবার আর কেহ নাই। তুমিই আমাদের পিতা মাতা, তুমিই আমাদের সুহৃদ্। সংসারের অন্ধকার মধ্যে তুমি আমাদের আলোক; ভয় ও দুর্ব্বলতার মধ্যে তুমি আমাদের বল;

অনিত্য সম্পদের মধ্যে তুমি আমাদের চিরসম্পদ্। নাথ, যখন তোমার পথের পথিক বলিয়া, তাবৎ সংসারীরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি একাকী নিকটে থাকিয়া চিরজীবনসখা চিরসুহৃদ্ বলিয়া, আমাদিগকে আশ্রয় দিবে। তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কোথায় পাইব? সংসার কেবল যন্ত্রণারই আধার, ইহার সুখ কেবল দুঃখের কারণ। অতএব, হে জীবনের জীবন, আমাদিগকে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত কর, এবং আমাদের সমুদায় প্রীতি তোমাতে স্থাপিত কর। তোমার নাম প্রত্যেক পরিবারে কীর্ত্তিত হউক; সর্ব্বত্র তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক। হৃদয়নাথ, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তোমার কার্য্যে নিয়োগ কর।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৬ শক;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদের পিতা ও প্রভু। যাহাতে দৃঢ়ব্রত হইয়া চিরদিন তোমার পদসেবা করিতে পারি, এ প্রকার একাগ্রতা ও ধর্ম্মবল বিধান কর। আমাদের ধন সম্পত্তি, আমাদের শরীর মন, আমাদের মান মর্য্যাদা, সকলই তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার মঙ্গলকার্য্যে নিয়োগ কর, যেন তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া, তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করিয়া, এই ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আশানুরূপ উন্নতি।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৭ শক;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

হে অনন্তদেব! অদ্য তুমি এই পবিত্র উপাসনা-মন্দিরে বিরাজ করিতেছ। অদ্য সম্বৎসরের আশা পূর্ণ হইল। আমরা এক বৎসর কাল যে উৎসবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই উৎসব আজি আসিয়াছে। অদ্যকার উৎসবে ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া, এই সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত রহিয়াছেন; আমাদের সকলের হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ করিয়া সমুদায় বৎসরের আশা পূর্ণ কর, যেন শূন্যহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া না যাই। যেমন আশা করিয়াছিলাম, তাহার উপযুক্ত উন্নতি লাভ করিয়া যেন গৃহে প্রতিগমন করি। আমাদের মলিনতা পরিহার কর, পাপ তাপ হইতে আমাদের আত্মাকে মুক্ত কর। অদ্যকার উৎসবে সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হও।

অদ্য আমাদের পাষাণ হৃদয়ে কি আনন্দ হইতেছে! অদ্য এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে নর নারী একত্র উপাসনা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। এই পবিত্র সমাজমন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, ইহার এতদূর উন্নতি হইবে? প্রথম তোমার সত্য যখন বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল, তখন কে মনে করিতে পারিত যে, তাহা অন্তঃপুরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিবে? কে মনে করিত যে, আমাদের দেশের মহিলাগণ জ্ঞান, কর্ম্ম, পবিত্র প্রীতি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিবেন? কিন্তু অদ্য আমরা যাহা নাও আশা করিয়াছিলাম, তাহার অতীত ফললাভ করিয়াছি। ধন্য সেই সকল সাধু, যাঁহাদের

যত্নে ও সাধুভাবে এই পবিত্র সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অদ্যকার দিনে এমন উন্নতি লাভ করিল! ধন্য জগদীশ্বর! তুমি ধন্য, তুমি ধন্য! তোমার প্রসাদে বঙ্গস্থান দিন দিন উন্নত হইতেছে! ধন্য তোমার করুণা! তোমার করুণাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তোমার করুণাতেই এই উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া আমার হৃদয় উন্নত ও কৃতার্থ হইতেছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী অজ্ঞান, নর নারী উজ্জ্বলরূপে তোমাকে এইক্ষণে প্রত্যক্ষ করিতেছে। তাহারা তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেছে। আমাদের ভগিনীগণ কোমল-হৃদয়ে, প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে, তোমাকে জীবন সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। আমরা সকলে ভ্রাতৃভাবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতেছি, তোমার সাধনা করিতেছি।

হে পরমাত্মন্! তোমার বলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে, কি না সংঘটিত হইতে পারে? হে জীবনের জীবন! তোমার প্রসাদে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ চিরস্থায়ী হউক। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হউক। আমাদের সকলের মধ্যে সদ্ভাব বিস্তার হউক। হে পরমেশ্বর! আমি অনন্যগতি হইয়া সম্বৎসর পরিশ্রমের পর আবার তোমার নিকট অদ্য উপস্থিত হইয়াছি। এই এক বৎসরের মধ্যে নানা ঘটনা, নানা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার পবিত্র হস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে একই ভাবে ধারণ করিয়া আছে। সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, মঙ্গল ভাবের জয়-পতাকা কেমন উড্ডীন হইয়াছে!

হে পরমাত্মন! তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। গত বৎসর যাহা কিছু দোষ করিয়াছি, ক্ষমা কর। আমি গত বৎসরে আমার অসদ্ভাবের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি নির্যাতন করিয়া থাকি, তাহার জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; তুমি ক্ষমা কর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি পরিশুদ্ধ, পবিত্র; তোমার নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করি না। গত বৎসর যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমাকে হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লও। সকল ভ্রাতা ভগিনীর তুমি সাধারণ জীবন। আমরা যেন সকলে এক হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ-সাধনে যত্নশীল হই। আপনার আপনার স্বার্থভাব লইয়া যেন ব্রাহ্মধর্ম্মকে না নির্যাতন করি। তোমার সত্য যেন হৃদয়ে ধারণ করি, সদ্ভাব দ্বারা অসদ্ভাবকে যেন চূর্ণ করি। আজি আমার মনে যে সদ্ভাব, যে আনন্দ হইয়াছে, এই আনন্দকে, এই সদ্ভাবকে যেন চিরদিন আলিঙ্গন করিতে পাই। এখানে আমাদের ভ্রাতারাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন, ভগিনীরাও অদ্য উপস্থিত হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মসমাজ আমাদের গৃহ হইয়াছে, তুমি এই পরিবারের গৃহদেবতা হইয়া, এখানে বিরাজ করিতেছ। যাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মঙ্গল কর। তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন।

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক;

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলস্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বর! অদ্য তোমার প্রসাদে তোমার জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। তোমার নিকট বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি তুমি অদ্য সংস্থাপন করিলে, সেই পবিত্র মন্দিরের মঙ্গল সাধন কর। আমাদের আশা

ভরসা সকলই তুমি, তোমারই চরণে আমরা এই মন্দির অর্পণ করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যে, এখানকার হৃদয়ভেদী উপদেশে নির্জীব হৃদয় সকলও যেন বিগলিত হয়। ভূলোকে দ্যুলোকে তোমার মহিমা। সমুদায় আকাশে তুমি পূর্ণভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছ। সেই যে তুমি একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা—তোমারই পবিত্র নামে এই ভিত্তি সংস্থাপিত হইল—এইজন্য যে, তুমি সকলের হৃদয়কে অধিকার করিবে। হে পরমেশ্বর! আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না, তোমারই কৃপায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবর্ষে তোমার নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, কত নর নারী তোমার নাম ঘোষণা করিবে, এইরূপে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে। ভূলোকে যে নাম পরিকীর্ত্তিত হইবে, তাহা দ্যুলোকে প্রতিধ্বনিত হইবে। তুমি একদিন তোমার সকল সন্তানকে বিমল আনন্দ বিতরণ করিবে। ভবিষ্যতে কত পাপী পরিত্রাণ পাইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্থি চর্ম্ম দ্বারা যে এই সমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থাপিত হইল, তাহা আমার পক্ষে পরম আনন্দের বিষয়, তজ্জন্য আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রার্থনা মুক্তির উপায়।

চিৎপুর, গোপাল মল্লিকের বাড়ী, মধ্যাহ্ন, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৮৯ শক; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

হে পরমেশ্বর! জীবের প্রতি তোমার অতুল স্নেহ। শরীরকে সৃষ্টি করিয়া তুমি ক্ষান্ত নহ; ক্ষুধার সময় আহার দিয়াও ক্ষান্ত নও,

এমনই দয়াল তুমি! তোমার যে প্রেমরাজ্য, পাছে তাহা লাভ করিতে গেলে কষ্ট হয়, এইজন্য বলিয়া দিয়াছ—কেবল যদি মনের সহিত প্রার্থনা করি, তাহা হইলে সকল কষ্ট দূর হইবে। পাপীর প্রতি তোমার অসীম স্নেহ, এইজন্য তুমি বলিয়াছ, তাহাদের পাপ থাকিলে ভয় নাই। এখন, নাথ! আমাদের হৃদয়ের দুর্দ্দশা কিরূপে জানাইব? তুমি অন্তর্যামী মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইয়া প্রার্থনারূপ অমূল্য উপায় প্রেরণ করিলে; কিন্তু আমরা এমনই কঠোর যে, এই সুন্দর উপায় অবলম্বন করি না। তুমি বলিয়াছ, ভক্ত হইয়া আমাকে ডাকিও, আমি তখন তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিব; যখনই ক্রন্দন করিবে, তখনই তোমার নিকট যাইব। হে পরমেশ্বর! তোমার এত দয়া থাকিলেও, কত সময়ে আমাদিগের হৃদয় শুষ্ক থাকে। কিন্তু কেমন করিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা জানি না। হে পরমেশ্বর! যাহাতে তোমার ব্রাহ্ম সন্তানেরা তোমাকে প্রার্থনা করিতে পারে, তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা দাও। আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, প্রার্থনাই একমাত্র মুক্তির উপায়; কিন্তু তুমি যে সকলের সমক্ষে প্রকাশিত আছ, তাহা দেখিতে পাই না। হে জগদীশ! যদি বাস্তবিক দীন দরিদ্রদিগকে পরিত্রাণ করিতে চাও, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। যাই দেখিব তুমি সম্মুখে, অমনই তোমার চরণ ধরিব। কেবল তোমাকে ডাকিতে চাই, অবশিষ্ট তুমি আপনি করিবে। ইহার জন্য তোমার নিকট কাতর-ভাবে এই ভিক্ষা করিতেছি, হে দীনবন্ধু! প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়া সকলকে নিস্তার কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা।

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯০ শক;

২৩শে জানুয়ারী, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময়, তোমার উপাসনা-মন্দিরে তোমার চরণতলে আমরা উৎসব করি। তোমার নিকট এই প্রার্থনা—তুমি আমাদিগের নিকট উপস্থিত থাকিয়া হৃদয়ের পাপ তাপ দূর কর। আমরা যেন তোমাকে একমাত্র পরিত্রাতা জানিয়া তোমার পূজা করিতে পারি। যে সকল প্রাণ তোমা হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহারা তোমাকে পূজা করিবে, এই আশা। এস, আশীর্ব্বাদ কর। এই যে তুমি আমার জাগ্রৎ পিতা। প্রার্থনা শুনিয়া তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। এখানে তোমার উপাসকগণ মিলিয়া উপাসনা করুন। অসত্য যাহাতে যায়, তাহার উপায় কর। প্রেমস্বরূপ, যাহাতে অপ্রণয় যায়, তাহা কর। ব্রহ্ম-গৃহকে তোমার পক্ষপুটে রাখিয়া রক্ষা কর। তুমি ভক্তবৃন্দের প্রাণ, তাহারা তোমাকে ডাকিতেছে; এস, পাপীদিগকে উদ্ধার কর। আমার মত অনেক পাপী এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধর্ম্ম বিতরণ করিয়া কৃতার্থ কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সত্য নাম, আনন্দ নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সব কেড়ে লও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৭৯৬ শক; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

প্রাণেশ্বর! আজ এই প্রার্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও। এখন যাহা বলাবে, আমরা সকলে তাই বলিব। এই বেলা আমাদের হৃদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন আমরা তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর আমাদের না থাকে। আজ যেমন তোমার, তেমনই চিরকাল আমি এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! আজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎসরের শোক চলিয়া গেল। একি স্বর্গের যাদু? তোমার নামে সকল শত্রু পলায়ন করিল। সুযোগ হইয়াছে, প্রাণনাথ! পরিষ্কৃত আকাশে সন্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সন্তানদিগকে চিরপ্রমত্ত করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের পুরাতন চক্ষু নূতন হইল। কোন্ দেশ হইতে কি মন লইয়া আসিয়াছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল! এই নিগূঢ় কৌশল কে জানে? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম, এই ভক্তিঘরে বসিয়া, ভক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমরা প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। একদিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদিন পরে আমাদের ভক্তি প্রেম-ফুল শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্তহৃদয়ে তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াছ, তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং

তুমি যে নদী প্রবাহিত করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তিজল পাঠাইতেছ, তাহা যে ফুরাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়া দিচ্ছ, বৎস! বল্ না, তোর এই ভক্তি-জল ফুরাইবে না। তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি মরিব না। অজর, অমর তোমার এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ! প্রাণগতি! তোমাকে ভালবাসিব, আর যাঁহারা তোমার সন্তান, তাঁহাদিগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে প্রাণেশ্বর! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দর্য্য দেখাইতে তুমিই পার, মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া পৃথিবীতে তোমার স্বর্গের শোভা দেখাও; তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে যে সকল সাধু লোক আসিবেন, তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া বলিবেন, ঐ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির ধূঁয়া উঠিতেছে। আমরা পৃথিবীতে ইহা দিয়া যাইব। এই কি তোমার সেই স্বর্গের ঘর? সেই শান্তি-নিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। ঐ সোণার শৃঙ্খল হাতে লও, আর আমাদের মুখে ক্রমাগত প্রেম-মদ ঢাল; আর যখন দেখিবে, আমরা মদ-পানে মত্ত হইয়াছি, তখন ঐ শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া ফেলিও। যদি অচেতন করিতে হয়, এই ভক্তি-রসে আমাদিগকে অচেতন কর। হে সুচতুর হইতেও সুচতুর পরমেশ্বর! তুমি দুষ্ট সন্তানদিগকে বাঁধিয়াছ। আরও প্রেমের কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস, পিতা! এতদিন পর আজ তোমাকে ধন্যবাদপূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি-ফুল-মালা লইয়া তোমার চরণে দিই। অবাক্ ভক্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর! সৌন্দর্য্যপূর্ণ প্রেমময়ী জননি! প্রাণ ভগ্ন হয়, যখন ভাবি, কেমন করে তোমাকে ভুলিয়া যাই? হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহ্লাদিত অন্তঃকরণে, তোমার

ভক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাসীগণ, দেখ, সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মাকে দেখিয়া সুখী।

ভারতাশ্রম, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৬ শক; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

হে নরনারীদিগের পরম দেবতা, এই উৎসব-সময়ে তোমার নিকট জগদ্বাসিনী সমস্ত ভগ্নীদিগের যাহাতে কল্যাণ ও পরিত্রাণ হয়, এজন্য যাচ্ঞা করিতেছি। তুমি যেমন পুরুষদিগকে অল্পে অল্পে উন্নত করিতেছ, সেইরূপ কোমল-প্রকৃতি নারীগণও যাহাতে তোমার নিকটে বসিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত হন, এই বিধান কর। যে সকল ভগ্নীরা এখনও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে শিখিলেন না, এখনও যাঁহারা পাপ কুসংস্কারে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, তুমি বিনা কে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবে? না পান তাঁহারা সাহায্য স্বামীর নিকট, না পান তাঁহারা সাহায্য পিতা মাতার নিকট। পিতা, তোমার সে সকল দুঃখিনী কন্যাদের কি করিলে? তোমার সত্যের আলোক কি পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগেই বদ্ধ থাকিবে? তুমি তো পক্ষপাতী নহ। পুত্রকে চরণতলে স্থান দিবে, আর কন্যাকে বিদায় করিয়া দিবে, পিতা, এমন নিষ্ঠুর তো তুমি নহ। কন্যাদিগের দুঃখ দূর করিবে, তাই তো এই আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছ। আশীর্ব্বাদ কর, যাঁহারা এই আশ্রমে বাস করেন, তাঁহারা যেন পৃথিবীর জঘন্য অপবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গের দেবভাব এবং দেবীভাব পাইয়া, পৃথিবীতে পারিবারিক পবিত্র শান্তির উদাহরণ

প্রদর্শন করেন। জগতের ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া, নাথ, কবে একত্র তোমার নিকট উপস্থিত হইব? নাথ, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমাদের যত জাতির ভগ্নী আছেন, সকলের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ-বারি বর্ষিত হউক! সকল নারী তোমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হউন। যেমন আজ এই ভগ্নীরা তোমার চরণতলে বসিয়াছেন, এইরূপ তোমার সমুদয় কন্যারা তোমার কাছে বসিতে শিক্ষা করুন। তোমার প্রেম-রাজ্য সমস্ত নারীজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কর। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

প্রেমময়ি জননি, স্নেহের পিতা মাতা, কি দুঃখ তাঁহাদের, যাঁহারা তোমাকে দেখিতে পান না। তোমার হাত দিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দাও, যে একবার তোমার দর্শন পায়, তাহার তো দুঃখ থাকে না। পিতা, এই তোমার সমক্ষে কয়েকটী ভগ্নী বসিয়া আছেন, ইঁহারা তোমাকে কিরূপে দেখিবেন? আবার ইঁহারা ছাড়া যে আমাদের আরও কত দুঃখিনী ভগ্নী আছেন, তুমি তাঁহাদেরও উপকার কর। তুমি তো জান, অন্তর্য্যামী, তোমাকে বলিব কি? তোমার অদর্শন-যন্ত্রণা যে সহ্য হয় না। প্রাণ থাকৃতে তোমার মুখ দেখিলাম না, এই দুঃখ সহ্য হয় না। আর কে আছে ইঁহাদের দুঃখ দূর করে? তুমিই অগতির গতি। তোমার ঐ চরণের সঙ্গে ইঁহাদের হৃদয়গুলিকে বাঁধ। যেমন রূপ লাবণ্য দেখাইয়া ভক্তজনের লোভের বস্তু হইয়াছ, তেমনই যেন শুনিতে পাই, আজ আশ্রমের অমুক ভগ্নী, কাল অমুক ভগ্নী তোমাকে দেখিয়া সুখে মত্ত হইয়াছেন। নাথ, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার আশী-র্ব্বাদে সকলই হয়।

ঈশ্বর! তোমার সন্তান তোমাকে দেখিতে চায়, তুমিও তোমার সন্তানকে দেখা না দিয়া আর কাহাকে দেখা দিবে? এবং তোমার রূপ-লাবণ্য আর দেখিবেই বা কে? পিতা! অনেকবার তোমাকে

দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। আরও ইচ্ছা হয়, তোমাকে আরও ভাল করিয়া দেখি। হে প্রিয় পিতা! তুমিও ইচ্ছা কর দেখা দিবে, তোমার দুঃখিনী কন্যারাও তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইচ্ছার তো মিলন হইল। দুঃখিনীকে এত দিনের পর পিতা দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, এই কথা তোমার প্রত্যেক কন্যা বলিতে শিখুন। বিচার কর, বিচারপতি! যদি তোমার সন্তান তোমাকে না দেখিল, তবে জীবন কি জন্য? আশীর্ব্বাদ কর, তোমার বঙ্গদেশের মেয়েরা, তোমার দর্শনের আলোকে তোমাকে মা বলে ডেকে সুখী হউন, প্রফুল্ল হউন! সকলকে নিকটে ডেকে দেখা দাও। তোমার দর্শন পেতে যেন সকলের অভিলাষ হয়। আজ যেমন শোভা করিয়া বসিয়া আছ, এমনই তুমি তোমার স্বর্গে চিরকাল তোমার ভক্তদিগের সঙ্গে বসিয়া আছ। স্বর্গের লোকদের দুঃখ নাই, অদর্শন-যন্ত্রণা কি, তাঁহারা জানেন না। কবে আমরাও স্বর্গে বসে তাঁহাদের ন্যায় চিরসুখী হইব? "হৃদে হেরিব, আর অভয় চরণ পূজিব?" আজ আর কাঁদিবার সময় নাই। হে দয়ার সাগর! এই যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল, কৃতজ্ঞতা লও। এই ভিক্ষা করি, এই যে কাঁদিলাম, এই জলে যেন ফল হয়। পিতা! এত অনুগ্রহ দেখালে এই কয়েক দিন। তোমাকে ছাড়িয়া যাই কিরূপে? তাই ডাকিতেছি, জননি! কাছে এসে বস, এই আমাদের অবিশ্বাসী মস্তকের উপর তোমার শ্রীচরণ স্থাপিত কর। তোমার প্রসাদে পরস্পরের সঙ্গে পবিত্র প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন করিব। তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে আমাদের হৃদয়ে গভীর আহ্লাদের জল উথলিয়া উঠিবে। হে মাতৃহীনের মাতা! ভাই ভগ্নী সকলের জননি! এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জগতের জন্য প্রার্থনা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক ;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে পতিতপাবন ঈশ্বর, ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি! প্রেমময় রাজা! সমস্ত জগতের কল্যাণের জন্য তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি। হে ঈশ্বর! অনেক দিক্ অন্ধকার রহিল। তুমি সেই যে সুন্দর করিয়া নর নারীর মুখ রচনা করিয়াছিলে, আজ আর সেরূপ নাই। তাহারা তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, তোমার শত্রু হইয়া, কি হইয়া পড়িয়াছে, দেখ। তুমি যাহাদিগকে সুখী করিয়া রাখিবে মনে করিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে আজ দশ জন মরিল, আরও কত মরিতে প্রস্তুত, তোমার নিকট এই সংবাদ আসিতেছে। লোকে তোমাকে মানে না, কবে তোমার সন্তানগণ সুখী হইবে? দুঃখের আগুন যে খুব জ্বলিয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বর, শুন, তোমার সন্তানগণ কাঁদিতেছে, নৌকা ডুবিতেছে। গৃহ পাপের অগ্নিতে পুড়িল। তুমি স্নেহ করিয়া তাহাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়াছিলে, সেই রত্ন দিয়া তাহারা পাপ কিনিল। সুপ্রভাত বুঝি হইল—ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছে। দুঃখের পৃথিবী বুঝি আবার সুখের পৃথিবী হইল। এমন পিতা দেখি নাই। কবে সকলে মিলিয়া তোমার নামের জয়ধ্বনি করিব? কবে বাহিরে হৃদয়ের ছবি দেখিয়া আনন্দিত হইব? জানি না, কত বৎসর পরে, কত সহস্র বৎসর পরে, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার সত্যের জয়, প্রেমের জয়, পুণ্যের জয় হইবে। কবে সেই শুভদিন আসিবে? জগদীশ্বর! আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশা ও সাহস দাও। আশীর্ব্বাদ কর, পাপের মলিনতা দূর করিয়া দাও। প্রকাণ্ড পৃথিবী তোমাকে জানে না, তোমাকে

চিনিতে পারে না; যদি তোমার দয়া অবতীর্ণ হইয়া বিশেষ প্রেম প্রচার করে, তবে ইহার দুঃখ ঘুচে। হে প্রাণারাম! যেন প্রত্যেক হৃদয়ে, প্রত্যেক পরিবার মধ্যে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া, দুর্ব্বলকে সবল, নিরাশকে আশাপূর্ণ, দুঃখীকে সুখী করে, জগদীশ্বর, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

চরণপদ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক;
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়ার সাগর পরম পিতা! এই যে দগ্ধ বক্ষ দেখিতেছ, ইহাতে একটী দাগ আছে, এই দাগের সঙ্গে যেন তোমার চরণপদ্মের দাগের মিলন হয়। তোমার ঐ চরণপদ্ম যদি এখানে বসে, আঃ! বলিয়া প্রাণ জুড়াইব। তোমার পাদপদ্ম নিরাকার, আমার হৃদয়ও নিরাকার, তথাপি আমার হৃদয় তোমার ঐ পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া স্বর্গে যাইবে। অমুক মানুষ স্বর্গে গেল, এই বিজ্ঞাপন পৃথিবীতে যাইবে। আমি লোভী, পৃথিবীর ধনের জন্য নয়, তোমার চরণপদ্মের জন্য। তোমার চরণপদ্মের যে গুণ শুনিলাম, তাহাতে কাহার না লোভ হয়? গরিব কাঙ্গাল অনেক প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছে, এখন ঐ চরণপদ্মে স্থান দাও। যদি ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া, প্রতিকূল হইয়া, শত্রুতা করিয়া, তোমার কথা না শুনেন, তবে কার্য্যবিহীন মানুষ জীবন ধারণ করিতে পারিবে কেন? এই এক নিষ্ঠুরতা, সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। বুকের মধ্যে তীর বিদ্ধ হইল, তোমার কথা কহিতে

পারিব না। ভিতরে ধাক্কা দিয়া উঠিতেছে, কত সুন্দর কথা; কিন্তু বলিতে পারিব না, এ অত্যন্ত ভয়ানক নিষ্ঠুরতা। সব কর্ণ শ্রান্ত হইয়া গেল, তোমার কথা আর তাহাদের ভাল লাগে না। তাহারা বলে, জ্ঞানবানের কাছে এ সকল কথা বলিও না, ছেলেদের কাছে বল; এই কথা বলিয়া লোকগুলো চলিয়া যায়। কাজ করিতে দিবে না। তোমার কথা বলা কি অপরাধ? তোমার কথা না বলিয়া, এমন ছাই কথা কোথা হইতে আনিব, যাহাতে সংসারাসক্ত লোকদিগের মন তুষ্ট হইবে? আর সংসারের কথা সমস্ত দিন বলিবই বা কেমন করিয়া? তুমি যখন মুখে আসিয়া অবতীর্ণ হও, তখনই ভক্ত তোমার কথা বলে। মন যদি তোমাকে ভালবাসে, মুখ তোমার কথা বলিবেই বলিবে। তুমি তো তোমার কথা বলাও। কেহ কি তোমার গুণ গান করিতে পারেন, তুমি না বল দিলে? ধন মানের গুণ গান করে, এমন অনেক লোক আছে; দুই পাঁচটা লোক যদি সমস্ত জীবন দিয়া তোমার ধনের কথা বলে, তাতে ক্ষতি কি? পাঁচটা লোককেও তারা তোমার কথা বলিতে দিবে না? হে ঈশ্বর! তুমি ধমক দিয়া জগৎকে বল, এমন কথা যেন আর না বলে। এমন কথা চাপা দিলে কি হবে? তবে কি মনের ভিতর যাব? সজনে সাধন হয় না, এই বলিয়া কি তবে নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইব? তবে কি একা আপনার কুটীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিব? একটা লোক তাঁহাদের উপরে নয়, তাঁহাদের চরণে এইজন্য থাকিতে চায় যে, তাঁহাদিগকে তোমার কথা শুনাইবে; তাহাতে কি তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না? যার স্থান তাঁদের পদতলে, সেই স্থান সে না পাইলে যে তাহার মৃত্যু। এত লোক দেশ দেশান্তর হইতে আসিলেন—এত দুঃখী পুরুষ, এত দুঃখিনী মেয়ে—এবার কি ইহারা ভক্তিতে প্রেমেতে আর্দ্র হইবেন না? ইঁহাদের চক্ষু তোমাকে

দেখুক, কেবলই ঐ শ্রীমুখ দেখুক; তোমার চরণপদ্মের ভিতরে, ঐ সুখের সমুদ্রের ভিতরে ইঁহাদের স্থান হউক। আরও যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারাও ঐ পাদপদ্মের ভিতরে আসিয়া আরাম লাভ করুন। দয়াময়! আশীর্ব্বাদ কর, উৎসবের দিন কাঙ্গাল গরিবেরা ব্রহ্ম-পাদপদ্মে স্থান পাউক, তোমার চরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি।

হে দীনসখা! কি শুনিলাম, কি আশ্চর্য্য কথা, তোমার নিজের শ্রীমুখের কথা। আর কিছু চাও না, কেবল তোমার সন্তান তোমাকে একবার ডাকুক, এই তুমি চাও। কে কখন তোমাকে ডাকে, শুনিবার জন্য তুমি দিবানিশি জেগে আছ। তুমি এমনই করে আপন মুখে বলে দাও। ভালবাসাটা কি সামগ্রী! তোমার ভালবাসার কাছে গেলে ভক্ত মূর্চ্ছিত হন। একবার ডাকিলে তুমি কাছে এস, এ কথা কতবার পরীক্ষা করিয়াছি, দুষ্ট মন তবু মানে না। একটু বিপত্তির মধ্যে পড়িলে সে তোমার নামে অবিশ্বাস করে। আমাদের দুষ্ট কুটিল মন তোমার দোষ দেয়। এই অবিশ্বাসী নিরাশ মনকে কুটিলতা হইতে রক্ষা কর। এই তো দেখা দিলে উৎসবের দিনে। এখন তো উৎসবের জল শুকায় নাই, প্রেমনদী শুকায় নাই। এই বুঝি সকল পাপীদের মন সিঞ্চন করিলে। অনুতপ্ত হৃদয় কাঁদিলে হু হু করিয়া জল বাড়িয়া যায়। এবার আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রস্ফুটিত পাদপদ্মের ভিতরে চিরকাল বাস করি। কঠোর নাস্তিক পাষণ্ড চক্ষুকে বলিব, আগে জল ফেল। যাই জল পড়ে, অমনই পদ্মফুল ফুটে কেন? একবার যাই বলে—আমি গরিব কাঙ্গাল—অমনই ফুল ফুটে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে—।" ইহা তোমারই মুখের কথা, যথার্থ কথা। এই ফুল যখন দেখাইলে, আর অন্য ফুলের প্রয়াস রাখা হবে না। সকলকে বলিব, ফুল দেখতে কে যাবি আয়। "হে

ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, আজ যাহা শিখাইলে, তাহা সাধন করি। এমনই করে তোমার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকি। তোমার পবিত্র পাদপদ্ম আমাদের কলঙ্কিত মস্তকের উপর স্থাপন কর। ঐ পদ্মে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় সরস রাখিব, আরামে সুখে দিন যাপন করিব। হে দীনবন্ধু কাঙ্গালশরণ! উৎসবের রাজা! আমরা ভাই ভগ্নী সকলে মিলে তোমার চরণপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শুভদিনের প্রসাদ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, সোমবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৭ শক; ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় পরমেশ্বর, আজ তো শুভদিন। শুভদিনে প্রাণ যখন কোমল হয়, তখন যদি সঙ্কল্প-বীজ রোপণ করি, তাহা ফলিবেই ফলিবে। আজ যেমন প্রাণ অনুকূল হইয়া আছে, কাল হয় তো তেমন হইবে না। আজ যত কাঁদিয়াছি, আমার চক্ষের সেই জল যেন বৃথা মন্দিরে পড়িয়া না থাকে। শুভদিনে, হে প্রাণনাথ! তোমার যে চরণপদ্মের কথা শুনিলাম, ঐ পাদপদ্মের মধুপানের জন্য উন্মত্ত হইতে হইবে, তাহা কি ভুলিয়া যাইব? ভুলিয়া গেলে কেহ কি সহায় হইয়া স্মরণ করাইয়া দিবে না? খুব ভাল ঈশ্বর তুমি, তোমার পূজা করিয়া আমাদের যেন মন্দ না হয়। যাহা কিছু দিবে, আজ দাও। কাল কে জানে, হয় তো অবসন্ন হইয়া পড়িব। আবার হয় তো কোন ঘটনা আসিয়া মনকে বিরক্ত করিয়া দিবে। আজ কেন বীজ দাও না, আজ কেন বৃষ্টি হউক না। শুভক্ষণে বীজ বপন, শুভক্ষণে

(মাঘের শেষে) তোমার বৃষ্টি হউক। হে দীনবন্ধু! চিরকাল এই দিন স্মরণ করিয়া রাখিব। নিঃসম্বলের সম্বল হইবে। আজ যে দুঃখীর বেশে ফিরিয়া যাইবে, তার স্ত্রী পুত্রের কি হইবে? আনন্দের সহিত নাম গান করিতে করিতে যদি ঘরে যাই, তোমার মঙ্গলরাজ্য বিস্তার করিতে পারিব। আজ কি কোন শুভ সঙ্কল্প করি নাই? বল না, হে ঈশ্বর! কৃপা-নয়নে তাকাও, এই দগ্ধ মুখ সুন্দর হইয়া উঠিবে। স্বর্গের বীজ ছড়াইয়া দাও। শুভক্ষণে ভাই ভগ্নী সকলে মিলিয়া স্বর্গধামে যাত্রা করিব, দীননাথ! তুমি প্রসন্ন হইয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

দয়ার চন্দ্র প্রেম-জলধি পরমেশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের সকল প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করিলেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন। দয়াময় ঈশ্বর তিনি। তাঁহার উৎসব করিতে আসিয়াছিলাম, এখন আবার সেই সংসারে যাইব, যেখান হইতে আসিয়াছি। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন, যথাসময়ে শান্তি-ফল পুণ্যফল লইয়া ঘরে যাইতে পারি। যাহাতে আমরা প্রেমিক ভক্ত হইয়া তাঁহার চরণপদ্মে লুকাইয়া থাকিতে পারি, ঐ পাদপদ্মের মধুপানে পুলকিত এবং প্রমত্ত হইয়া জীবন শেষ করিতে পারি, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন!

হে দীনশরণ! উৎসব অনেকবার আসে না। কি শুভক্ষণে এমন সুখের উৎসব প্রকাশ করিয়াছ। দয়াময় ঈশ্বর! তোমাকে লইয়া যে পাপীরা সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতে পারে, আমরা তো জানিতাম না। উৎসবের ফল উৎসব থাকিতে থাকিতে দাও, এই শুভ সময়ে কিছু ফল দাও। তোমার সন্তানেরা তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য কিছু লইয়া যাক্। দুই পাঁচ দশ জনও যদি ভাল

হয়, পৃথিবীর খানিক দুর্দ্দশা তো ঘুচিবে। ইহারা এই উৎসব-ভূমিতে পড়িয়া আছে, ইহাদের অন্তরে কিছু ধন দাও। দয়াময় ঈশ্বর! বৎসরকার দিন একখানা পবিত্র বস্ত্র দাও। ঐ পাদপদ্ম বুকে বাঁধিয়া যেন চিরকাল থাকিতে পারি। পাদপদ্ম-ধনের কাঙ্গালী আমরা। দয়াল! তোমার শ্রীচরণ দাও, অন্য কিছু চাই না। আমাদের ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সর্ব্বস্ব, ইহকাল পরকালের আরাম তোমার ঐ পাদপদ্ম। একবার তোমার পবিত্র শ্রীচরণ আমাদের মস্তকে স্থাপন কর। ঐ চরণপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে শুদ্ধ হইব, দিন দিন উহার ভিতরে যাইতে চেষ্টা করিব, উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহানন্দে দিন যাপন করিব, সকল ভ্রাতা ভগ্নী মিলিয়া এই আশা করিয়া, তোমার দেবদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধ্যানের ভিতর মিলন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৯ই মাঘ, ১৭৯৮ শক;
২১শে জানুয়ারী, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মতত্ত্ব! এত দিন মনে করিয়াছিলাম, ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না; কিন্তু তোমার প্রসাদে এখন দেখিতেছি, যত মূল-দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব, ততই ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়া আগে যেটুকু সুখ শান্তি পাইতাম, সেটুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে

গলায় ছুরি দেয়, তাহার স্থিরতা নাই; তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ। নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর ধ্যান আরম্ভ করিয়া দিলাম। গভীর ধ্যান যোগের পথ অবলম্বন করিয়া মনে করিলাম, আর কাহার সঙ্গে দেখা হইবে না, আর বুঝি পৃথিবীর অভিমুখে ফিরিব না; কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া, তোমার সাধকদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিতেছ। দয়াসিন্ধু, তোমার কৃপাতে বুঝিলাম, তোমার ভিতরে আবার সকলকে পাইব। মনুষ্য-জাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার ঐখানে গিয়া এক পরিবার হইবে। হে প্রিয়তম ঈশ্বর, সকল মানুষ একটী মানুষ হইবে। এখন জানিলাম, তোমার শ্রীচরণ লইয়া যে থাকে, তার সর্ব্বস্ব লাভ হয়। আর সে শত্রুদিগের কাছে যাইবে না। গভীর ধ্যানের ভিতরে নিশ্চয়ই মিলন হইবে। পিতা, বাহ্যিক আয়োজন করিয়া মিলিত হইতে চাহি না। প্রেমবৃক্ষতলে ভক্তিনদীর তটে যোগ সাধন করিব, যোগ করিতে করিতে প্রেমেতে সকলের সঙ্গে মিলিত হইব। পরমাত্মন্, দেখিব, কোটী কোটী নিরাকার আত্মা কেমন আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। হে দয়াসিন্ধু, সকলকে যোগপথে টানিয়া লইয়া যাও, সেই স্থানে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গরিব বৈরাগী।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২৩শে জানুয়ারী, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু কৃপাময় হরি, তোমার সন্তানদিগকে কি "ওরে নর নারী, বৈরাগ্যের পথ ধরিস্‌নে", এই কথা বলিব ? আমি এমন কথা যেন বলি না, পিতা, অনুগ্রহ করিয়া তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমি যেন সমুদায় কষ্টের মধ্যে সহাস্য মুখ ধারণ করিতে পারি। আমি যেন জগৎকে বলিতে পারি, বৈরাগ্য-পথে লাভ আছে। আমি একদিন আকুল হইয়া দীনভাবে, কোথায় আমার প্রাণেশ্বর, কোথায় আমার প্রাণেশ্বর, এই বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম, এই জন্য রাজা হইলাম। আমি বলিলাম, সংসার আমার ভাল লাগে না। প্রতিফল কি হইল ? রাজা হইলাম। আমি বলিলাম, কেবল আমার প্রাণেশ্বরের গুণগান করিয়া বেড়াব, বনের পাখীগুলো বলে, আমরাও তোমার সঙ্গে 'হরিসুন্দর' নাম কীর্ত্তন করিব। হে ঈশ্বর, একবার পূর্ণ মাত্রায় চক্ষে ভক্তির এক বিন্দু জল ফেলিতে অধিকার দাও। আমাদিগকে গরিব বৈরাগী কর। প্রেমময় হরি, তোমার জন্য গরিব হইলে, তুমি যে তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মস্তকে রাজ-মুকুট পরাইয়া দাও, তোমার নামের এই মহিমা জগতে প্রকাশ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দুঃখ চাহিলে সুখ দাও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৫ই মাঘ, ১৭৯৯ শক ;
২৭শে জানুয়ারী, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াময় ঈশ্বর, কেন মরিতে বলিয়াছিলাম, কষ্ট দাও, দুঃখ দাও ? তুমি যে আমার কথা শুনিলে না। আমি যে পঁচিশ বৎসর পাপ করিলাম, সকলই কি তুমি ভুলিয়া গেলে ? কোথায় দণ্ড দিবে, না, শেষে দেখি প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইল। পিতা, আগে তোমার বাহিরের ঘরে বসিয়া খাইতাম, এখন জননীর চরণতলে বসিতে হইল। আমার দুষ্ট আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া তোমার গৃহ হইতে পলায়ন করিল ; কিন্তু আমার ভাল আমি তোমার চরণতলে বসিল। মা, আর যে তোমার ঐ শ্রীচরণ ছাড়িতে পারি না। দণ্ড দিবে, রাজা, তুমি কি এরূপ আনন্দ দিয়া ? তোমার সুখ ভোগ করিতে করিতে যে বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। মা, কি আর তোমার কাছে প্রার্থনা করিব। এই বর দাও, যেন খুব ভক্তির সহিত স্নেহময়ী জননীর শ্রীপাদপদ্ম এই তাপিত বক্ষে ধারণ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হই। জননী, তুমি আমাদের একজনকেও ঘৃণা করবে না, অত্যন্ত জঘন্য ছেলেকেও তুমি স্নেহ করবে ? আমরা সকলে তোমার স্বর্গে থাকব ? পাপের জন্য দণ্ডগুলো খুব মিষ্টি করে দেবে ? এখন আশার কথা। ব্রাহ্মসমাজের কি সৌভাগ্য হইল ! মা, তোমার কাছে মৃত্যু চাহিলে তুমি দাও নবজীবন, বন্ধুবিচ্ছেদ চাহিলে তুমি করে দাও বন্ধুসম্মিলন। তোমার স্নেহ আর সহ্য হয় না। ওকি আবার ? তুমি তোমার ঐ ভক্তকে বলিয়া দিতেছ, এই কথা সকলকে বলিস্—অমুক লোক আমার কাছে দুঃখ চাহিতে আসিয়াছিল, আমি তার

হৃদয় ভরিয়া প্রেম এবং সুখ শান্তি দিয়াছি। জননী, এমনই করে তুমি মানুষকে ডুবাও। প্রেমদানে চিরকাল তুমি পাপীদিগকে উদ্ধার কর, এই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৬শে জানুয়ারী, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

স্বর্গরাজ্যের অন্তঃপুর, তোমার দ্বার খুলিয়া দাও, হে হরি, হে জননী, তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতরে লুকাইয়া রাখ। হে শ্রীহরি, তুমি আমার এই বন্ধুদিগকে নারীর কোমল প্রকৃতি দিয়া তোমার অন্তঃপুরে রাখ। এই উৎসবে এই সার কথা। নারী-প্রকৃতি পাইয়া, যিনি নারীর নারী, প্রধানা নারী জগজ্জননী, তাঁহার অন্তঃপুরে বাস করিয়া কেবলই সুখে খেলা করিব। ভক্তবাঞ্ছা-কল্প-তরু, আমাদিগের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমের ঋণ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০০ শক;
২৬শে জানুয়ারী, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ও হরি, ভাল হরি, দয়াল হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, সুন্দর হরি, আমাদিগের প্রতি তোমার বড় অনুগ্রহ। তুমি আমাদিগকে এত

ভালবাস, আমরা কি জানি? আমরা জানিতাম, কে একজন ঈশ্বর কোথায় গোপনে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখা যায় না; কিন্তু হরি, তুমি করিলে কি? তুমি এই মলিন পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছ, শুদ্ধ তাহা নহে, তুমি আমাদের বাড়ীর বাসন মাজিতেছ, গৃহের সামান্য কার্য্য সকল পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিতেছ। হরি, এ কি হইল? বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা হইয়া তুমি পাপীর গৃহে দাসত্ব করিতেছ! হরি, কেন ঋণ বাড়াও? মরণ কালে কি বলিব? ঋণের উপর সুদ বাড়িতেছে। একে পয়সা কড়ি কিছু নাই, তার উপরে আবার তোমার এ সকল ঋণ। আমাদের কি হইবে? অনাথ-নাথ, তুমি যে রকম প্রেম বিলাইতেছ, ইহাতে দেশ শুদ্ধ লোক তোমার প্রেমে পাগল হইয়া উঠিবে। পাপী তরাইতে তুমি যেমন চতুর, এমন আর কেহ নাই। তুমি আমার যুবক ভাইদের সঙ্গে কথা কও। তুমি আমার ভগ্নীদিগের সঙ্গে কথা কও। ও হরি, এই দেশের কত কৃতবিদ্য লোক যে একবারও তোমার নাম করে না। হে হরি, হে দয়াময়, হে আমার বক্ষের ধন, একবার আমার কাছে এস। ও মা, কেবল আমাকে সুখী করিলে হইবে না, সকলকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও, সকলকে সুখী কর।

সকলে আজ সুখের দৃশ্য দেখ, হরি আজ কত লোককে কাঁদাইতেছেন, হরির প্রেমে আজ কত লোক মাতিল। হরি, তুমি আমাদিগকে পাগল করিলে। আর তোমাকে যাইতে দিব না। আবার কি কাল সকালে তোমাকে বলিব, হরি, যাও, যাও। গলায় বস্ত্র দিয়া বলিতেছি, আমাদের গলায় ভক্তিরজ্জু বাঁধিয়া আমাদিগকে টানিতে থাক। যে দিকে তুমি টানিয়া লইবে, সেই দিকে যাইব। যখন তোমার ঘরে পৌছিয়াছি, তখন

নিশ্চয়ই সুখী হইব। করুণাসিন্ধু, তোমার প্রেম-লীলার শেষ হয় না। তোমাকে ছাড়িব না। নাথ, তুমি আমাদিগকে অমর করিলে কেন? এই শতাব্দীতে তুমি দুঃখী অবিশ্বাসী নাস্তিক বঙ্গবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য এত প্রেম-লীলা করিবে, আমরা জানিতাম না। বলে দাও, পিতা, আমরা মরিব না। আজ উৎসব-রাত্রে তোমাকে মনের কথা বলিয়া কত আহ্লাদ হইতেছে। যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকি, ততক্ষণই লাভ। চোর যতক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকে, ততক্ষণ তাহার কত রত্ন লাভ হয়। বৎসরের মধ্যে এই এক উৎসব রাত্রে তোমার সঙ্গে বাস কি সামান্য লাভ? যাঁহারা কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও, হরি, তুমি বলিতেছ,—"তোরা কেন এই মাঘোৎসব দেখ্‌তে এলি? আয়, প্রাণের সন্তানগুলি, তোদের আজ প্রেমসুধা পান করাইয়া মাতাইব।" পিতা, একবার কাছে দাঁড়াও; চিরসুহৃদ্, আমার বন্ধু, কাঙ্গালের বন্ধু, আমার নয়নের তারা, আমার গলার হার, আমার হীরকখণ্ড, আমার চিরকালের ধন, আমার আর কেহ নাই, আমার কেবল তুমি আছ। আমি আর কার কাছে কাঁদিব? তোমাকে দেখিয়া আমার মুখ কেমন উজ্জ্বল হইল। ছিলাম আমি অত্যন্ত কদাকার কাল, তোমার জ্যোতিতে সুন্দর হইলাম। পিতা, সমক্ষে দাঁড়াও, সকলে মিলে ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে পড়ি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতির মধ্যে মায়ের পূজা।

সাধন-কানন, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৬ই মাঘ, ১৮০০ শক ;
২৮শে জানুয়ারী, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ আর অপ্রকাশ, অত লুকাইয়া রাখ কেন? অত প্রকাশ করিয়া রাখ কেন? যদি হীরার বাক্সের ভিতরে একটী তৃণ রাখিয়া দিতে, সেই তৃণকে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কত মানিতাম; আর যদি এই অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষগুলি সোণা দিয়া মোড়া হত, ইহাদিগকে কত মূল্যবান্ জ্ঞান করিতাম। আর যদি তোমার পাখীগুলো জরির সাটিনের জামা পরিয়া এবং মুক্তার মালা গলায় দিয়া উড়িত এবং তানপুরা হাতে লইয়া গান করিত, তাহা হইলে প্রাণের পাখী বলিয়া পৃথিবীর লোকগুলি তাহাদিগকে ঘরে ঘরে কত আদর করিয়া লইয়া যাইত। রাস্তার তৃণগুলিকে কেহ গ্রাহ্য করে না, যাওয়ার সময় একবার জিজ্ঞাসাও করে না, তুমি কেমন আছ? আমাদিগের গায়ে দিলে সাল, আর যার সাল আছে, তাহাকে সাল দিলে না। আমাদিগকে গানের অধ্যাপক করিলে; কিন্তু যে পাখী কত গান করে, তাহাকে কেহ অধ্যাপক নাম দিল না। চণ্ডালেরা ব্রাহ্মণের আকার ধরে বড় জাঁক করৃত। ব্রাহ্মণ তরু, ব্রাহ্মণ পাখী, কেন না তাহারা ব্রহ্মের হাতের। আমি যে শত অপরাধে অপরাধী, তৃণের এবং পাখীর গৌরব করিলাম না, আমার দ্বারা তোমার উদ্যানের অমর্য্যাদা হইল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণহত্যার দোষে দোষী হইয়া পাতকীর বেশে তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি। ব্রহ্ম বাস করেন যে সকল বস্তুতে, তাহাদের অনাদর করিলাম। তোমার বাগানের পুষ্পগুলি সুন্দরী স্ত্রী, তাঁহারা কেমন করিয়া মার পূজা

করিতে হয়, শিখাইয়া দেন। স্বাভাবিক বৈরাগ্য-মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আড়ম্বর ছাড়িয়া দি, আর বিকৃত স্থানে দুর্গন্ধে যেন মলিন না হই। বীজ-মন্ত্র তোমার সরল বৈরাগ্য, যাহাতে ইন্দ্রিয়-দোষ থাকে না, বিকার থাকে না। তোমার বাগানের বৃক্ষ লতা, পুষ্পগুলি যোগী ঋষি হইয়া আমাদের মন ভুলাইতে আসিয়াছেন। এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে যে বেঁচে যাবে যাক্, এই শুভ স্থানে এই শুভক্ষণে যে মুক্তি পাবে সে পাক্! মা, জননী, মনোহর বন্ধু, মঙ্গলময় হরি, প্রকৃতিগঙ্গায় আমাদিগকে স্নান করাইয়া, তুমি এই অবাধ্য সংসারপরায়ণদিগকে শুদ্ধ এবং সুখী করিয়া লও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উৎসবের দ্বার উদঘাটন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, বুধবার, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক; ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিতেছেন। হে বিঘ্নবিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহা স্থায়ী হইবে, আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে দ্রঢ়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই ঋণের কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোক যন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলম্বন

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাম্বৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব। আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজল বর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে; বিবাদ বিরোধ রাখিবে না; তোমার শান্তিক্রোড়ে তুলিয়া সকলকে শুদ্ধ ও সুখী করিবে। তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বব্যাপী পূর্ণবিশ্বাস হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকটে এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার হাতের জিনিস।

মঙ্গলবাড়ী, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২২শে জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে স্নেহময়ী জননি, তোমার হস্তরচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে! আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আমার চরণে

মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি। এই যুগে তো তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন সকলে জানি, কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে না। ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইল। সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের জিনিস। এ বাড়ী যে ছোঁবে, সে পবিত্র হবে। প্রচারক বন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাঁহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কালকের জন্য ভাব্‌ছে না যাহারা, তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধু-সম্মান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০৩ শক;
৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমের সমুদ্র, কে জানে তোমাকে, কে জানে তোমার ভক্তকে? খাই দাই বেড়াই, সামান্য ভাবে আছি। এ কঠিন কর্ম্মে যে সাহস হয় না। আমি বাজারে গিয়া পুতুল বাছিয়া কিনির, এ ভরসা আমার নাই। সাধু লইয়া মহাসংগ্রাম হইয়াছে পৃথিবীতে। কত দেশ পরিপ্লাবিত হইল সাধুর জন্য—মানুষের শোণিতে। ভক্তে ভক্তে সংগ্রাম। এখন এই উনিশ শতাব্দীতে কি করা উচিত? গরিবের ছেলে আমরা, জ্ঞানহীন, পুরাণ পাঠ করিয়া

ছেলে চিনিতে পারিব না। ভক্তের প্রাণধন, ভক্ত আমাদের গলার হার। ভক্ত নামের ন্যায় মিষ্ট শব্দ আর কাণে যায় নাই। ভক্ত না থাকিলে খাওয়া হয় না, নিদ্রা হয় না। তোমাকে ভালবাসিব, আর তোমার ভক্তকে তাড়াইয়া দিব, তোমার সাম্‌নে ভক্তের গলা ছেদন করিব, ইহা আমরা কোন মতেই পারিব না। বিশেষ উৎসবের সময় তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিব, হৃদয় শীতল হইবে। আগে তোমাকে চাই, তার পর দেবীনন্দনকে চাই। যত ধন স্বর্গে আছে, পুত্রধনের ন্যায় আর কি ধন আছে? ধন আনিবে তো, দয়াময়ি, সমুদায় ধন লইয়া এস। এক দিকে ঈশা, এক দিকে শ্রীচৈতন্য লইয়া এস। ভক্তধনে ধনী কর, ব্রহ্মধনে ধনী কর, স্বর্গধনে ধনী কর। তাই বলে সমস্ত সাধুদিগকে আলিঙ্গন করিব। বলিব, জননীর সঙ্গে এসেছ, বৎসরান্তে আলিঙ্গন দাও। স্বর্গ আলিঙ্গন করিবে পৃথিবীকে, পৃথিবী কৃতার্থ হইবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এই সুখ দাও, এই শান্তি দাও। হে সন্তান-বৎসল, যেন প্রেম ভক্তি দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারি। সাধুদের সম্মান করিয়া যেন হৃদয়কে নববৃন্দাবন করি। এই সুখে যেন সুখী হইতে পারি, দয়াময়ি, সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববাজার।

কমলকুটীর, বুধবার, ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে দয়াবান্, বাজারে লাঠালাঠি, দোকানদারের মধ্যে ঝগড়া উপস্থিত। আমি বলিতেছি, ঠাকুর, ও সকল জিনিষ এখানে বেচিতে

পাবে না; ইহারা বলিতেছেন, অবশ্য বেচিব। আমি বলিতেছি, ঝুঁটো জরি এখানে বিক্রয় করিতে দিব না, এ অতি পবিত্র বাজার, খাঁটি জিনিষ দেখাও; ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র, বিক্রেতাগণ খাঁটি বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন। জলো দুধ, পচা দুধ বিক্রয় কচ্চেন। দেখ একবার, ঠাকুর, তোমার কাছে নালিশ কচ্চি, তোমার বাজারে পচা জিনিষ বিক্রয় করিতেছে। আমি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলি, আবার আনিয়া রাখিতেছে। ঠাকুর, তোমার আজ্ঞা, এখানে এই নূতন বাজারে কেবল খাঁটি জিনিষ বিক্রয় হইবে। দামও খুব চড়া হবে, যে পারিবে, যার ইচ্ছা হবে লইবে। কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হইতে পারিবে না। মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা শাস্ত্র, ষোল আনা ভক্তি, ষোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে। ষোল আনা খাঁটি থাকিবে। কোন ধর্ম্মভাব খাট হবে না। ষোল আনা প্রেম দিতেই হবে। পৃথিবীর দীন দুঃখীরা তোমার এই নূতন বাজারে আসিয়া যে জিনিষ কিনিবে, তাতে কেহ ঠকিবে না। ভেঁজাল মিশাল কৃত্রিম জিনিষ কেউ দিতে পারিবে না। ষোল আনা ক্ষমা, ষোল আনা সত্য রক্ষা করিতেই হইবে। তুমি পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এই নূতন বাজার স্থাপন করিয়াছ। এখানে একজন প্রবঞ্চক দোকানদারও স্থান পাবে না। স্বর্গের খাঁটি অমৃত তুমি তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব। প্রস্তুত আমরা করিব না। তবে সকলকে খাঁটি ধর্ম্ম প্রচার করিতে বল। দেশ দেশান্তর থেকে লোকে জিনিষ কিনিতে আসিবে। সকলে প্রতীক্ষা করে আশানয়নে তাকিয়ে আছে, কবে নূতন বাজারের হাট বসিবে। সকলে তাকিয়ে আছে, কবে নববিধানের উৎসবের নূতন বাজারে মঙ্গল হাট বসিবে। আমার ভয় হয়, পাছে দোকান-

দারেরা ঠকায়, জেয়াদা বিশ্বাসী পেয়ে পাছে দোকানীরা প্রবঞ্চনা করে; যে জিনিষের দুই পয়সা দাম আছে, দুই টাকা লইয়া বিক্রয় করে। পিতা, তোমার বাজারে এমন যেন না হয়। দয়াসিন্ধু, রাজা, হুকুম জারি করে দাও, যেন এ রকম না হয়। ষোল আনা পুণ্য, ষোল আনা ক্ষমা বিক্রয় হইবে। প্রবঞ্চক দোকানদার, আর খারাপ জিনিষ দূর কর। সকলে বলিবে, রাজার নূতন বাজারের মত আর বাজার নাই; সকলে বাজারের প্রশংসা করিবে, রাজার নাম হইবে। রাজার বাজারের মত সৎ দোকানদার আর কোথাও নাই। সকলে বলিবে, আহা এমন উপাসনা! এমন ভক্তি! এমন বিনয়! এমন বৈরাগ্য! এমন পবিত্রতা! কেবল খাঁটি জিনিষ। নববাজারের আনন্দবাজারের খাঁটি জিনিষ দেখে, ক্রয় করে', যাত্রীরা আনন্দে মত্ত হইবে। হে দয়াসিন্ধু, হে মঙ্গলময়, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন প্রবঞ্চনা আর না করি; কিন্তু তোমার বাজারে খাঁটি জিনিষ, স্বর্গের খাঁটি ধর্ম্মভাব বিক্রয় করিয়া, আপনারাও পরিত্রাণ পাই এবং সকল যাত্রীদিগকে সুখী করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবনে নববিধানের মহিমা প্রমাণ।

কমলকুটীর, ১লা মে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, হে বিশ্বনিয়ন্তা, মানুষের জীবনে যাহা ঘটে, তাহা স্থায়ী নহে; কিন্তু মৃত্যুর পর যাহা থাকে, তাহাই স্থায়ী। তোমার পবিত্র নববিধানকে লোকে, আমরা কি করিয়াছি, কি করি, তাহা

দ্বারা পরীক্ষা করিবে না; কিন্তু আমরা যাহা রাখিয়া যাইব, তাহা দ্বারা লোকে ইহাকে পরীক্ষা করিবে। আমরা কি রাখিয়া যাইব, যাহা দ্বারা লোকে নববিধানকে স্বর্গীয় পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে? তোমাকে বারম্বার ডাকিতেছি, হে ঈশ্বর, আমাদিগকে ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিতে দাও। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদিগের বিষয় কি ভাবিবে? আমরা লোককে বলিতেছি, শাক্যের, ঈশার, গৌরাঙ্গের, মহম্মদের, নানকের বিধান যেমন, আমাদের বিধান তেমনি; আমরা অন্যান্য বড় বড় বিধানের সঙ্গে এই বিধানকে শ্রেণীভুক্ত করি। কিন্তু তাঁহাদের বিধানমত জ্বলন্ত ঈশ্বরদর্শন কৈ, বিশ্বাস কৈ, সাধকশ্রেণী কৈ বাড়িতেছে, দীক্ষিতদের সংখ্যা বাড়িতেছে কৈ? পরমেশ্বর, আমরা ঈশা মুষার মত বড় বড় কথা বলিয়াছি। এখন, প্রভু, শেষ রক্ষা যাহাতে হয়, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই বিধান কর। পরমেশ্বর, আমরা আপনারা মিলিয়া এই বিধানের জ্যোতিঃ দুই দিনে নিবাইয়া দিব; দিয়া অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইব। পিতা, আমরা যাহাতে ভারি একটা কিছু করিয়া যাইতে পারি, তাহাই কর। শ্রীঈশা স্বর্গ হইতে নামিলেন; দুই হাতে পুণ্য প্রেম বিলাইলেন। আমরা তাঁহার পথাবলম্বী। শ্রীগৌরাঙ্গ পরিত্রাণ বিলাইলেন—আমরা তাঁহাদের পথে বসিয়াছি। হে পরমেশ্বর, হয় আমরা ঠকাম করিয়াছি, নতুবা যেরূপে পারি, জগৎকে নববিধানের নবসমাচার নবমন্ত্র গ্রহণ করাইব। অতএব, হে ঈশ্বর, আরও ভক্তি দাও, প্রেমিক কর। এখন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় আর বলে না যে, প্রত্যাদেশ পাই, প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। এখন সকলে ঘুমাইয়াছে, আমরা কয়জন কেবল এই শ্মশানে বসিয়া আছি। সজীব ধর্ম্মের বিধান আর নাই, কেবল এই এক খানি। তবে চালাও এই রথ। উৎসাহিত কর, আরও

প্রেমে উন্মত্ত কর। আমরা যে সব কথা বলিয়াছি, তাহা যেন ফিরাইয়া লইতে না হয়। আমাদিগকে এক একটি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কর, আসল কাজে মতি দাও। প্রায় সকলে শুইয়া পড়িয়াছে। সে তেজের বিশ্বাস নাই। আর দলে লোক আনিবার চেষ্টা নাই। পিতা, কিছু রেখে যেতে পারিব না। এজন্য এই ভিক্ষা করি তোমার চরণে যে, মরিবার পূর্ব্বে যেন দশ হাজার লোক তোমার চরণে আনিতে পারি, আর তোমার বিজয়-নিশানের গৌরব খুব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এ বিষয়ে সহায় হও। হে কৃপাময়, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন খুব অগ্নিময় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া, ঈশা মুষা যে পথে গিয়াছিলেন, সেই পথে গিয়া নববিধানের গৌরব পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বাল্যখেলা।

কমলকুটীর, শনিবার, ১লা জুলাই, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে জীবনেশ্বর, হে উৎসাহদাতা, বালকের রাজ্যে বালক হইয়া থাকা যায়, কিন্তু বৃদ্ধরাজ্যে বালকের স্থান নাই। অনুরাগ উৎসাহ উদ্যম যদি হ্রাস হইল, তবে দলের মধ্যে কর্ম্ম করা কঠিন হইয়া উঠিল। গভীর বিশ্বাসের তত্ত্ব কাহাকে বলিব? কে অনুগত হইয়া প্রেমের কথা শুনিবে? বাল্যকালে বলিতাম বালকদিগকে, আদর করিয়া শুনিত, শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বাস করিত বলিয়া কৃতার্থ হইতাম। কিন্তু এখন নববিধানের তত্ত্ব আর কেন জিহ্বা বলিতে চায় না? বাল্যতত্ত্ব গম্ভীর বৃদ্ধদল শুনিবে না। ছোট বালক পড়িয়া রহিল

বাল্যক্রীড়াক্ষেত্রে, আর বৃদ্ধেরা একে একে সকলে চলিয়া যাইতেছে। নরনারী সকলেই বৃদ্ধের মত কথা কয়। অসহ্য সে সকল কথা। খেলা ঘরে আর লোক নাই। একটি ছেলে বসিয়া; কাহার সঙ্গে কথা কহিবে, কাহার কাছে হেসে হেসে মার কথা বলিবে? খেলা ঘরে খেলা করে এমন লোক যে আর আসে না। বৃদ্ধেরা খেলা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া হাসে, অবিশ্বাস করে, অবশেষে চলিয়া যায়। দয়াময়, যাহার খেলা ঘর ভিন্ন আর ঘর নাই, খেলা করা ভিন্ন আর কাজ নাই, বুদ্ধির ধার যে ধারে না, তাহার দশা কি করিলে? যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম ভবে, তাহারা যদি বুড়োবুড়ি হইল, তরুণের কি হইবে? সঙ্কট আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, আর কি খুলিবে না? মহাবিপদে পড়িয়াছি। ঠাকুর, খেলা করিবার লোক পাই না। জানিলাম না বিষয়-কর্ম্ম করিতে, জানিলাম না আশ্রিতদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করিতে, জানিলাম না লোকের তুষ্টি সুখ্যাতি লাভ করিতে; ইহ-লোকের সভ্যতা জানিলাম না, পৃথিবীর চাতুরী বুঝিলাম না। দেশে না হউক, দেশান্তরে কার্য্যক্ষেত্র করিয়া দিতে চাও, দাও। কিন্তু, হে ঠাকুর, যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তাহারা ফেলিয়া গেল। তাহারা যে বৃদ্ধ হইল, জ্ঞানী উচ্চপদ পাইল। আর খোকা যে খেলা ঘরে পড়িয়া রহিল, তাহার কথা কে শুনিবে? জগদীশ, বালককে কি কেহই মানে না? ধ্রুব কি চিরদিন জঙ্গলে সাধন করে? প্রহ্লাদের বন্ধু কি কেহই হয় না? সকলই বৃদ্ধের দলভুক্ত হয়? ইহারা হরিনাম শিখিয়াছে, নববিধানের তত্ত্ব বুঝিয়াছে; আর উৎসাহ নাই শিখিতে। অলস হইয়াছে। পরের কাছে পড়িবে না, পরের মতে সাধন করিবে না। পরমেশ্বর, বালকের ব্যবসায় বুঝি শেষ হয়। তবু লুক্কায়িত বালকমণ্ডলী আছে, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিব। তাহারা

আমার বন্ধু, তাহারা আমার অনুরাগের মধ্যে উপস্থিত। বালকসেবার জন্য আসিয়াছি, বালকসেবা চিরদিন করিব, বালকের ব্যবসায় যেন অকালে শেষ না হয়। দয়াময়, এই এত বড় পৃথিবীতে বিশ্বাসী বালকদল কি কোথাও নাই? বালকের কথা গিয়া তাহাদের কাছে পৌঁছিবে। খেলা ঘর ভাঙ্গিব না, আবার বালক তাড়াইয়া তাড়াইয়া আনিতে হইবে। চিরব্যবসায়ীর ব্যবসায় কি বন্ধ হয়? দয়াময়, দীননাথ, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অন্তরের অন্তরে চিরবাল্য স্থাপন করিয়া, খেলা ঘরের কাজ করিতে করিতে পুণ্যবান্ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দরবারের গৌরব।

কমলকুটীর, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, হে অধমতারণ, এই ঘর পৃথিবীকে শাসন করিতেছে, ইহা তুমি দেখাইয়া দাও। তোমার দরবারের ঘর, স্বর্গ থেকে প্রথমে আলো আসিবার ঘর, এই তোমার সঙ্গে আমাদের কথা কহিবার ঘর, এই স্বর্গ থেকে চিঠি আসিবার প্রথম ডাকঘর। স্বর্গের রাজকুমারেরা এই ঘরে আগে বেড়াইতে আসেন। দেবতাদের আড্ডা, এই চিহ্নিত প্রেরিতদের বসিবার জায়গা বাড়ী, স্বর্গ ও পৃথিবীর মিলন এই ঘরে। হে পিতা, এই ঘর তোমার ঘর, ইহা যেন বিশ্বাস করিতে পারি। এই ঘর সমস্ত পৃথিবীকে যেন শাসন করে, সংযত করে। দয়াময় হরি, তুমি কৃপা করিয়া এই ঘরের মহিমা খুব বুঝাইয়া দাও। নববিধান এই ঘর দিয়া বাহির হইতেছে। বিধাতা,

তুমি এই ঘরের ভিতর পবিত্র স্থানে নববিধানবাদীদিগকে বিধি নিয়ম আদেশ দিতেছ। এই ঘরের যে দরবার, সেই দরবারের যে আইন, তাহা সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিবে। তোমার আদালত এখানে। তুমি আদালত করিতেছ, আর দেবতারা আইন লিখিতেছেন, ভক্তদের মিলনের স্থান এইটী। আর অন্য জায়গায় এঁদের তো দেখা হবার যো নাই। তোমার ঈশার গির্জ্জায় গেলে, সেখানে তো গৌরাঙ্গের সহিত দেখা হয় না। শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে ঈশা তো যাইতে পারেন না। এ দলের লোকের সঙ্গে ও দলের যে ঝগড়া মারামারি। তাই সাধুরা এই ঘর বড় ভালবাসেন। এ ঘর যে সন্ধির রাজ্য। অমূল্য এই ঘর। ইহার মূল্য নাই। একটা প্রকাণ্ড বিধানের দরবার এই ঘরে হইতেছে। এ ঘরে সকলই হচ্চে। কাণা আর কালা যারা, তারা কেবল দেখ্‌তে শুন্‌তে পাচ্চে না। যত শাস্ত্রের মিলন এই ঘরে। যত মতের মিল এখানে হচ্চে। যত সেক্‌রা বসে এই ঘরে সব রকম ধাতু গলিয়ে এক করিতেছে। তোমার এজলাস্ আদালত এই ঘরে। দয়াময়, যত আইন জারি কর, আমরা শুনি। বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান বৈষ্ণব সকলেই এই ঘরে বসেছেন, বেড়াচ্চেন। বর্ত্তমান সময়ে এই ঘরই তোমার প্রধান কীর্ত্তি। ধন্য সে, যে এই ঘরের মহিমা গান করিয়া ইহাকে মহীয়ান্ করিবে। দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, আমাদিগকে কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যে ঘরে বসিয়া তোমাকে ডাকি, সেই ঘরের মহিমা বিশ্বাস করি এবং সেই ঘরে যে সমুদায় কাণ্ড হইতেছে, তাহা ভক্তিনয়নে আরো ভাল করিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবস্থরাদান।

হিমাচল, রবিবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে দীনবন্ধু, হে শুভসমাচারদাতা, সময় আসিয়াছে, যখন তোমার কথা আর গোপন করা যায় না; করা উচিতও নহে। নববিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াইতে হইবে। ভগবানের একতারা বাক্স মধ্যে ছিল, এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে। ঠাকুর, ছিল অস্ত্র খাপের মধ্যে, এখন বাহির করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। তোমার নিদ্রিত অলস ভৃত্যদিগকে একবার আদেশে সঞ্জীবিত কর। এখন সময় আসিয়াছে, যখন আপনি মাতিয়া পরকে মাতাইব। এই সেই শুভ দিন, এখন আপনি রোগমুক্ত হইয়া পরকে রোগমুক্ত করিব। যাহা দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাকা যায় না। কাপড় পুড়িল। আর মন চাপা দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত জায়গায় আগুন দেখা দিয়াছে। জলিল বনে, চারিদিকে প্রেমবহ্নি পাপ ধ্বংস করিল। যাহা দেখিয়াছি, তাহা তো এখনও বাহির হইল না। তবে পৃথিবী আসিবে কেন? ভাল জিনিষ খাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। সামান্য ধর্ম্মের কথা গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি। জলমাখা ক্ষীর সকলের পাতে দিয়াছি। আসল ছাড়িয়া এখনও ভঙ্গিমা! মা, পৃথিবীর স্থরে গান গাইয়াছি। বৈকুণ্ঠের স্থর তো পৃথিবীতে বলি নাই। ভিতরে যে রূপ দেখিয়াছি, সে রূপ কে বলিয়াছে, কোন্ কবি বর্ণনা করিয়াছে? দয়াময়, তোমার বাহিরের ঘরেই যাহা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ টের পায় না। সেইটা পাইলেই সকলেই মরিবে। সে ভয়ানক কথা। মারামারি কাটাকাটি; ভক্তির লড়ায়ে দশ হাজার মরিয়াছে। প্রেমের যুদ্ধে পাঁচ হাজার

প্রথম। আজ যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে নির্ব্বাণ। কেবল মারামারি। এই সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার। মা, এ কথা শুনাইলে পৃথিবী তো পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরিনামের আসল গুণ যাহা ভক্তেরা কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন, তাহা যদি বলা যায়, কোন্ হতভাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে? যাইতেই হইবে। একটা উৎসবে একবার মোহর ছড়াতে ইচ্ছা। তাহা হইলে সাধ মেটে। দেখি, রাজা বড়, কি আমি বড়। জোলো ক্ষীর সকলেই খাইয়াছে; একবার ভাল হাঁড়ির ক্ষীর খাওয়াইতে ইচ্ছা। জোলো মদ অনেকে খাইয়াছে; একবার ইচ্ছা নববিধানের সুরা খাওয়াই, তাহা হইলে সব যেখানকার সেইখানেই থাকিবে। যে আফিসে কাজ করে, তাহার আর উঠিতে হইবে না, আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। অনেক ভক্তির কথা, মা, বলা গেল, তবু ইহারা মানুষের মত। একবার যদি হনুমানের মত ভক্ত হয়, তবে দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, রাক্ষস জয় করে, সতীত্ব-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করে। তবে জানিব, গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে। মা, তোমার প্রকৃত ভাগবত এখনও চাপা আছে। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ছাড়া কি আর নাই? বুকের ভিতর কি কথা গুর্ গুর্ করে না? তবে, মা, আর কেন চাপি? সময় আসিয়া থাকে তো, মা, অনুমতি দাও, ঢাক বাজাইয়া বলি। শুনিতেও সুখ, বলিতেও সুখ। রহস্য বড় মজার জিনিষ। দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গূঢ় কথা বাহির হউক। জগৎ নির্ব্বোধ বোকা, অবাক্ হইয়া শুনিবে। বলিবে, ওমা, এত কথাও ছিল! মা, নববিধান নাম হইয়াছে, নূতন কথা তো বলা হয় না, তাই নূতন নূতন করিয়া জগৎ চেঁচাইতেছে। বলে, ও সুরা খাইয়াছি, ও পুকুরে স্নান করিয়াছি। একবার, মা, নূতন ভাণ্ডার খোল। যে যেখানে

আছে, অবাক্ হইয়া সেইখানে থাকুক। একবার যাদুটা খুলে দাও, লোকগুলোকে ভড়্কে দিই! মা, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন বৃথা দিন না কাটাই। তোমার গভীর কথা বলি, দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট ভক্তিতে মত্ত থাকিব না। গভীর কথাগুলো শুনিব, শুনাইব। আপনারাও তরিয়া যাইব, পরকেও তরাইব,. মা, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দিবারাত্র হরিকীর্ত্তন।

হিমাচল, বুধবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে মঙ্গলময়, হে প্রণতসখা, তোমার তো ইচ্ছা যে, অনন্তকালের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাও। কালের দেবতা কালে ক্রীড়া করেন দুই দিনের জন্য। কালাতীত দেবতা খেলা করেন চিরদিনের জন্য। নাথ, পুষ্করিণী হইতে টান নদীতে; আবার মাছ যখন বড় হয়, তাহাকে ফেল তখন সমুদ্রেতে। কখন তাহাকে ছোট হইতে দাও না। ক্রমেই সে অনন্তের দিকে চলিল। পাঁচ মিনিটের উপাসনা ক্রমে সুখের লোভে দশ মিনিটে, ক্রমে আবার দুই ঘণ্টায় দাঁড়াইল। তবু সে সময়ে বদ্ধ। নয় সমস্ত দিন তোমার উৎসব করিলাম, রাত্রি ১১টার পর তো থামিল। লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎসবেও সন্তুষ্ট হইল না। তখন মন বলে, আমার দেহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? যত শক্তি অন্তরে, ইহারা তো সকলে তোমার সন্তান। আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদায় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা

কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, অনলস হইয়া দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরিকীর্ত্তন কি আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একটা, চক্ষের দল একটা, কাণের দল একটা, এই রকম করে গোটাকতক দল করিয়া, দিবানিশি যাহাতে হরিনাম কীর্ত্তন হয়, তাহারই বন্দোবস্ত কেন হয় না? যে হরিনাম কাণে লাগিয়াই আছে, সেই হরিনাম শুনিব। গা-ময় হরিনাম করিয়া দাও। ভিতরে সমস্ত প্রকৃতিটাকে হরিনামের করিয়া দাও। প্রকৃতি সর্ব্বদা অমৃত বচনে আমার ভিতরে মধুরস্বরে হরিনাম করুক। সে তো খারাপ নয়, অবিশ্বাসিনী নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু কীর্ত্তন করিব। তোমার এই যে শক্তিগুলি, এরা তোমার খুব ভক্তের অনুগত। এই কীর্ত্তনের দলটাকে যদি নিযুক্ত করি, তাহা হইলে নিত্য গৃহে হরিকীর্ত্তন হয়। মানা করিলে ইহারা শুনিবে না। মা, আমার পয়সা নাই, কীর্ত্তনেকে নিযুক্ত করিতে পারি না। তুমি যদি টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া দাও, সমস্ত দিন রাত্রি হরির নাম কীর্ত্তন হয়। তাহা হইলে দেহটা তরিয়া যায়, আর আমার দুঃখ যন্ত্রণা সব চলিয়া যায়। এই পায়ের নখ থেকে আমার চুল পর্য্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বলিতেছে। মনের যত কিছু শক্তি সব হরি হরি বলিতেছে। এমন তেজের সহিত বাজাতে কাহাকে দেখি নাই, এমন গান কোথাও শুনি নাই। কাজ করি আর যাহাই করি, দেহ মন দুইটা নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম করে। হরিনামসম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলস্য আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া ভক্তপুরীতে সর্ব্বদা হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্ত্তন করে, মার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহ মনে ছড়াইয়া দিতেছে, সমুদয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য, মিলিয়া দুই ভাইয়ে, দেহ মনে, হরিগুণ-কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছে, এই দেখিয়া

চিরকালের জন্য যেন আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া মাথায় হাত দিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দেবালয়-প্রতিষ্ঠা।

কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৫ই পৌষ, ১৮০৫ শক;
১লা জানুয়ারী, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

এসেছি, মা, তোমার ঘরে। ওরা আস্‌তে বারণ করেছিল, কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার করেছ। এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্মীর ঘর। নমঃ সচ্চিদানন্দ হরে! আজ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, মঙ্গলবার; ১৮০৫ শকের ১৫ই পৌষ; এই দেবালয় তোমার শ্রীচরণে উৎসর্গ করা হইল। এই ঘরে দেশ দেশান্তর হইতে তোমার ভক্তেরা আসিয়া তোমার পূজা করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বারা এই বাড়ীর, পল্লীর কল্যাণ হইবে; এই সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাণ হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থানাভাবে তোমার ভক্তেরা ফিরিয়া যাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা ইট কুড়াইয়া তোমাকে একখানা ঘর করে দিই। সেই সাধ মিটাইবার জন্য, মা লক্ষ্মী, তুমি দয়া করিয়া স্বহস্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই প্রশস্ত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের ঐ রোয়াকে তোমার ভক্তবৃন্দসঙ্গে নাচি। এই ঘরই আমার বৃন্দাবন, ইহা আমার কাশী ও মক্কা, ইহা আমার জেরুশালম; এই স্থান ছাড়িয়া আর কোথায় যাইব? আমার আশা পূর্ণ কর। মা, আশীর্ব্বাদ কর,

তোমার ভক্তেরা এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া, যেন অদর্শন-যন্ত্রণা দূর করেন। মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া দিই।

প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌখীন মা। ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শুষ্ক মা, তাঁহার কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মার ঘর খানি সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়া তাঁহার পূজা করিও। মিছে মিছে অমনি কেবল কতকগুলি কথা দিয়া মায়ের পূজা করিও না। মা তোমাদিগকে বড় ভালবাসেন। তোমরা একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহা স্বহস্তে লইয়া গিয়া দেব দেবী সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, দেখ, পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে! ভাই রে, আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল; মাকে তোরা চিন্‌লি নে। তোরা মার হাতে যাহা দিস্, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর যত্নের সহিত সহস্র গুণ বাড়াইয়া তাঁহার আপনার ভাণ্ডারে তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। এই মা আমার সর্ব্বস্ব। মা আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার ভক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শান্তি, মা আমার শ্রী সৌন্দর্য্য, মা আমার ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ্ সুস্থতা। বিষম রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে মা আমার আনন্দ-সুধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, তোমরা সুখী হও। এই মাকে ছাড়িয়া অন্য সুখ অন্বেষণ করিও না। এই মা তাঁহার আপনার কোলে রাখিয়া তোমাদিগকে ইহলোকে চিরকাল সুখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দময়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ হরে!

নবশিশুর জন্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ২৫শে জানুয়ারী, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

গৃহস্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য ? আজ তুরী ভেরী বাদ্য বাজিতেছে কিসের জন্য ? দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছেন কিসের জন্য ? কুলকামিনীরা ব্যস্ত কিসের জন্য ? যুবা বৃদ্ধ বালক সকলেই আজ আনন্দিত কেন ? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন ? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবী শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ-গর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্ম ধারণ করিয়াছে। এই নবকুমারের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। এত দিন সভয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ছিলাম, কি হয়, কি হয়, পাছে বিষম প্রসবযন্ত্রণায় শিশু মারা যায় এবং মাকেও মারিয়া ফেলে। জননীর জরায়ুমধ্যে শিশুর মৃত্যু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জননীরও মৃত্যু হয়, এই ভয়ে আমি বঙ্গদেশ ম্লানমুখে বসিয়া-ছিলাম। বিধাতার কৃপায় সৌভাগ্যবশতঃ সুসন্তান জন্মিয়াছে, এইজন্য আমার এত আনন্দ। আমার সকল দুঃখ কাটিয়া গেল।"

পঞ্চাশ বৎসর পর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদায় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমুদায় স্বর্গীয় গুণে সুসম্পন্ন হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই শিশুর গর্ভে বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল কোরাণ সমুদায় রহিয়াছে। শিশু জননীর গর্ভে থাকিয়াই সকল বিদ্যা শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকারা

সরস্বতী শিশুর জিহ্বা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শিশুর কিছু মাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না; নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধন ধান্য লইয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, লক্ষ্মীর সংসারে তাঁহার বাস। পূর্ণ লক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার। পৃথিবীর সমুদায় অন্ন বস্ত্র, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার। সেই শিশুর রসনা বলিতেছে, যখন আমি ব্রহ্মকথা বলিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই কথা শুনিবে। স্বর্গের শিশুর নিকট পৃথিবী পরাস্ত। শিশু জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং সেবক হইলেন। আজ পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য, শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

নবকুমার ভূতলে আসিয়াছেন। নবপ্রসূত শিশুর মুখ দেখিয়া জননীর কত আহ্লাদ! দেবলোক হইতে দেবতারা শিশুকে অভিষেক করিতে আসিলেন। প্রথমে দেবতারা আসিয়া শিশুকে কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন এবং মোহর, মতি, মাণিক্য প্রভৃতি দিয়া শিশুর সম্মান করিলেন। ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। স্বর্গে মহা আনন্দধ্বনি হইতেছে। আজ পৃথিবীতে দেবলোকের অবতরণ হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন বড় বড় সকলেই আসিয়া শিশুর আদর করিলেন। আজ ব্রাহ্মসমাজ বাড়ীতে সকলের শুভাগমন। সহস্র সহস্র যোগী, কোটী কোটী ভক্ত; এতগুলি সাধুকে কেমন করিয়া বসাইব? দেবদেব মহাদেব আজ এ সকল কারখানা দেখাইতেছেন।

পঞ্চাশ বৎসর পরে ঈশ্বরের সন্তান জন্মিয়াছেন। বিশ্বাসী তাঁহার

বিশ্বাস এবং প্রেম-নয়নে শিশুর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাহারা স্বর্গের দেবদেবীদিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, অন্তঃপুরে যাও। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, চক্ষে গিয়া দেখ। আমরা যে কয়জন এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম। আজ মেয়ে পুরুষ যাঁহারা এসেছেন, সকলকে ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি, সাধু, ভক্তগণ, সাধ্বী ঋষিকন্যাগণকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ রূপ-লাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্য-স্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তান-গুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটী দেবতাকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন।

শিশু জন্মিবামাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। শিশু বলিলেন, প্রণাম মহাদেব, প্রণাম দেবতাগণ। নমস্কার, নমস্কার দেব দেবীগণ, এই বলিয়া শিশু ভক্তির সহিত সকলকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বর লও শিশু। শিশু করজোড়ে প্রতিজনের কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। দেবর্ষি, যোগর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি সকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের ধন দিলেন। প্রত্যেক যোগী ঋষি, প্রত্যেক সাধু ভক্ত শিশুকে বলিলেন, এই লও আমার যোগ, এই লও আমার ভক্তি উৎসাহ, এই লও আমার নির্ব্বাণ, এই লও আমার বৈরাগ্য; তুমি আমার মত যোগী হও, তুমি আমার মত ভক্ত হও, তুমি আমার মত বৈরাগী হও। সাধুদিগের নিকট বর লইয়া শিশু,

স্বর্গে যে মার মত লক্ষ্মীগুলি বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বলিলেন, দেবী, বর দাও। মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার মত সুখী হও। তুমি পুরুষ, তথাপি নারীর ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইরূপে শিশু স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট নর-ভাব নারী-ভাবরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে চলিলেন। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল।

নববিধান-শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ-জননীর ছেলে হয়েছে, আমাদের ভারি আহ্লাদ। এই সুন্দর শিশুকে দেখিলে চন্দ্র সূর্য্যের হিংসা হয়। হে স্বর্গের শিশু, আমাদের কাল বুকে তুমি বসিবে কি? তোমার শরীরের ভিতর দিয়া স্বর্গের জ্যোতি ফেটে বেরোচ্ছে। ভাই ভগ্নি, তোমরা সকলে এই শিশুকে কোলে নাও; যত শিশুকে হাতে লইয়া নাচাইবে, ততই তোমাদের প্রাণের ভিতরে পুণ্য শান্তি আরাম লাভ করিবে। শিশু, তোমার জন্মে মেদিনী ধন্য হইল; তুমি দীর্ঘজীবী, চিরজীবী হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ কর। নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন!